উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭২,৭৭১.৭২ (-১১২৪.০২)
নিফটি : ২২,৭৮০.২৫ (-৩৬০.২৫)

বৃষ্টি-ধসে নেপালে মৃত ২৭ ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৫° সর্বোচ্চ	২৩° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	২৪° সর্বনিম্ন	৩৫° সর্বোচ্চ	২৪° সর্বনিম্ন	৩৫° সর্বোচ্চ	২৫° সর্বনিম্ন

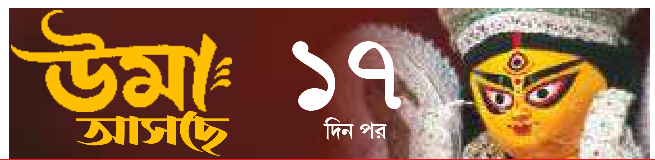

আইরিশ ব্যান্ডের সুরে মাতল তিলোত্তমা ৮

শিলিগুড়ি ১১ আশ্বিন ১৪৩৩ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 29 September 2026 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 133

তৃণমূলের বিবাদে সুপ্রিম সময়সীমা

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর : উপনির্বাচন তো বটেই, আসন্ন পুরভোটেও নির্বাচন কমিশনের 'সিন্দুক' থেকে বেরোবে না জোড়াফুল প্রতীক। ওই প্রতীক তৃণমূলের কোন শিবিরের হাতে যাবে, তার নিষ্পত্তি হতে কমপক্ষে আরও চার মাস লাগবে। তার আগে নভেম্বরে কলকাতা ও হাওড়া সহ বাংলার ৭ পুরসভায় ভোট হয়ে যাবে। সুপ্রিম কোর্টের সোমবারের নির্দেশে ওই চার মাসের সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় শিবিরের ১০ বিধায়কের বিধানসভার সদস্যপদ খারিজের মামলায় প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের ডিভিশন বেঞ্চ কোনও নতুন নির্দেশ দেয়নি। তবে এব্যাপারে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসুকে। সাধারণত তিন মাসের মধ্যে এই ধরনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার রীতি। সেই রীতি মেনে চলতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট।

শীর্ষ আদালতের এই পরামর্শ মানলে পুজোর আগেই ওই বিধায়কদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে যাবে। কেননা, অধ্যক্ষের কাছে মমতা শিবিরের শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ওই বিধায়কদের সদস্যপদ খারিজের আর্জি জানানোর পর তিন মাস হয়ে যাচ্ছে ৮ অক্টোবর। সেই সময়সীমা অধ্যক্ষ না মানলে কোর্ট আবার পদক্ষেপ করবে কি না, তা স্পষ্ট নয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির নতুন করে আদালতের দ্বারস্থ হবে কি না, তা খোলসা করেননি সংশ্লিষ্ট পক্ষের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রতীক ও ১০ বিধায়কের ভাগ্য নিয়ে নির্দেশ

প্রতীক ও দলের নামের মামলায় প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের ডিভিশন

এরপর দশের পাতায়

ব্যারিয়ার ভাঙব, হুংকার অশোকের

শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : যানজট এড়াতে সপ্তাহের প্রথমদিন সকাল থেকে পুলিশকর্মী ও সিভিক ভলান্টিয়ার মোতায়েন করা হল ফুলেশ্বরী আন্ডারপাসে। রাস্তা যে পর্যাপ্ত চওড়া নয় এবং টার্নিং বিজ্ঞানসম্মতভাবে তৈরি হয়নি, তা এদিন আরও স্পষ্ট হয়ে গেল। একটি বড় বা মাঝারি মাপের চারচাকার গাড়ি যাওয়ার সময় পাশ কাটিয়ে এগোতে পারল না বাইক কিংবা স্কুটার। সকাল থেকে একের পর এক স্কুলবাস আন্ডারপাসের নীচ দিয়ে বেরিয়ে টার্ন নেওয়ার সময় বেগ পেতে হল চালকদের। পরিস্থিতি

ফুলেশ্বরী রেলগেট নিয়ে রাজনীতি তুঙ্গে

পরিদর্শনে এসেছিলেন শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) আধিকারিকরা।

ফুলেশ্বরী রেলগেট ইস্যুতে রবিবার সকাল থেকে একমাত্র প্রতিবাদের সুর শোনা গিয়েছিল সিপিএম নেতাদের গলায়। এদিনও রেলগেট বন্ধ করাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে উত্তাপ ছড়িয়েছে। সাংবাদিক বৈঠক ডাকেন রাজ্যের প্রাক্তন পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য। রেলগেটে লাগানো ব্যারিয়ার ভেঙে ফেলার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন। বলেছেন, 'দরকার পড়লে ব্যারিয়ার ভেঙে দেব। কেন্দ্র-রাজ্য সরকারের নাকি একসঙ্গে

এরপর দশের পাতায়

জলকামান, পুলিশের প্রতিরোধেও অকুতোভয়। জ্ঞানেশ কাণ্ডে কংগ্রেসের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে। জয়পুরে।

জ্ঞানেশের বাড়িতে কালি, বিক্ষোভ দেশজুড়ে

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর : দিল্লি থেকে মুম্বই... বিক্ষোভ, আটক, জলকামান...।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে অভিযোগের তালিকা ও প্রতিবাদের তীব্রতা- দুই-ই ক্রমশ বাড়ছে। সোমবার বিভিন্ন রাজ্যে পথে নামে কংগ্রেস ও বামপন্থী সংগঠনগুলি। জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে দিল্লিতে নির্বাচন কমিশন ঘেরাওয়ের ডাক দিয়েছিল যুব কংগ্রেস। একই দাবিতে বিভিন্ন রাজ্যে বিক্ষোভ, মিছিল ঠেকাতে লাঠিচার্জ এবং জলকামান ব্যবহার হয়েছে। বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তারও করেছে পুলিশ।

জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে অসন্তোষের তীব্রতা এতটাই যে, উত্তরপ্রদেশের আগ্রায় তাঁর বাড়ির গেটে ও দেওয়ালে কালো রং দিয়ে 'জ্ঞানেশ গদ্দার' ও 'ভোট চোর' লেখা হয়। ওই বাড়ির সামনে স্লোগান দেন কংগ্রেস কর্মীরা। 'জ্ঞানেশ গদ্দার' লেখা সেই ছবি ও ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। নির্বাচন কমিশনের দপ্তরের বাইরে বিক্ষোভ দেখায় কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন এনএসইউআই-ও।

দিল্লিতে রাইসিনা রোডের দপ্তর থেকে মিছিল করে নির্বাচন কমিশন ঘেরাওয়ের পরিকল্পনা ছিল যুব কংগ্রেসের। পুলিশের ব্যারিকেড টপকে এগোনোর চেষ্টা করেন কয়েকজন বিক্ষোভকারী।

এরপর দশের পাতায়

SUBHAM HOSPITAL
বুকে ব্যথা? হার্টের সমস্যা নয় তো?
এনজিওগ্রাফি • এনজিওপ্লাস্টি
পেসমেকার প্রতিস্থাপন
98005 22229 / 81700 54106

আঁধারে পুলিশ-প্রশাসন

ঘণ্টায় বাড়িভাড়ায় নিয়ম কই

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : শহর এবং সংলগ্ন এলাকায় দৈনিক ও প্রতি ঘণ্টার হিসেবে বাড়ি, ফ্ল্যাট ভাড়ায় দেওয়া হচ্ছে, অথচ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অন্ধকারে স্থানীয় পুলিশ-প্রশাসন।

সাধারণ ভাড়ার ক্ষেত্রে মালিকপক্ষকে ভাড়াটিয়ার সঙ্গে চুক্তি সই করতে হয়। স্থানীয় থানা থেকে সংগৃহীত ফর্ম ফিলআপ করে চুক্তিপত্রের ফোটোকপি সহ জমা দিতে হয় থানাতেই। আলাদা করে পুরনিগম বা স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে কোনও তথ্য জমা দিতে হয় না।

কিন্তু, হোটেল বা রিসর্টের বিষয়টি অন্যরকম। বুকিংয়ের মাধ্যমে দৈনিক হিসেবে ঘরভাড়া দিতে গেলে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিকে আগে কমার্সিয়াল করতে হবে। এরপর নতুন অঙ্কে কর ধার্য করা হবে। সাম্প্রতিককালে শিলিগুড়িতে জনপ্রিয় হওয়া বাড়ি ও ফ্ল্যাট ভাড়ার ক্ষেত্রেও বাণিজ্যিকীকরণের নিয়ম কার্যকর হওয়া উচিত। কারণ, এখানে ঘর বুকিংয়ের বিষয় রয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

- বাণিজ্যিকীকরণ ছাড়াই 'ডেইলি রেন্টাল' ব্যবসা
- শহরে কতগুলি এমন বাড়ি-ফ্ল্যাট রয়েছে জানে না পুরনিগম
- গ্রাম পঞ্চায়েতেও নেই এ ধরনের সম্পত্তির হিসাব
- বুকিং অ্যাপের মাধ্যমে ঘরভাড়া, থানায় তথ্য দেওয়ার বালাই নেই

SHOWROOMS: WEST BENGAL: RENAULT SILIGURI Ph: 9311399671. RENAULT GANGTOK Ph: 8929207318. RENAULT MALDA Ph: 8527236841. RENAULT RAIGANJ Ph: 9311700645. RENAULT ASANSOL Ph: 8527240471. RENAULT BALURGHAT Ph: 7428438946. RENAULT BANKURA Ph: 9667215385. RENAULT BURDWAN Ph: 8130499627. RENAULT BEHRAMPORE Ph: 8527235410. RENAULT BONGAIGAON Ph: 9582232858. RENAULT DURGAPUR Ph: 8527240447. RENAULT KRISHNANAGAR Ph: 8448488211. RENAULT SINGUR Ph: 9311700650. KOLKATA: RENAULT KOLKATA CENTRAL (AJC BOSE ROAD) Ph: 8527234918, RENAULT KOLKATA SOUTH (ALIPORE) Ph: 8527240425, RENAULT RAJARHAT Ph: 8527240370, RENAULT BT ROAD Ph: 9311489001. RENAULT KHARAGPUR Ph: 9289937557.

ঝোরায় জল নেই। পর্যটকদের প্রিয় বোট এখন ব্যবহার হয় না।

আড়াই মাস বোটিং বন্ধ সিকিয়াঝোরায়

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৮ সেপ্টেম্বর : গভীর জঙ্গল। গাছপালার আড়ালে নানা ধরনের পাখির দেখা মেলে। থাকে বাঁদর। কপাল ভালো থাকলে হরিণ, হাতি ও বাইসনেরও দেখা মেলে নৌকাবিহারের সময়। যাঁরা সিকিয়াঝোরা গিয়েছেন, তাঁরা জানেন এমনই অভিজ্ঞতা হয়। তাই সাধ করে অনেকে সিকিয়াঝোরাকে 'উত্তরের অ্যামাজন' বলেন। তবে বর্তমানে জায়গাটি নিজের পরিচয় হারাচ্ছে। বোটিংয়ের সুবাদেই যে জায়গার পরিচিতি বেড়েছিল, এমনকি যে ঝোরার নামে জায়গার নাম হয়েছে, সেই সিকিয়াঝোরায় বোটিং প্রায় আড়াই মাস ধরে বন্ধ। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে ঝোরায় জল বেড়ে বাঁধ ভেঙে যায়। তারপর থেকেই পুরো পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে।

ঝোরায় বাঁধ দিয়ে জল আটকে উলটোদিকে বোটিং হত। তবে সেই বাঁধও ভেঙে যাওয়ায় জল আটকানো যাচ্ছে না। এখন ঝোরায় যা জলের স্রোত তাতে বোটিং সম্ভব নয়। আলিপুরদুয়ার-২ ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে সিকিয়াঝোরা বায়োডাইভার্সিটি পার্ক তৈরি করে স্থানীয় নয়টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের হাতে সেই পার্ক চালানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। বোটিং বন্ধের জেরে একদিকে যেমন পর্যটকদের মন খারাপ, তেমনই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর দায়িত্বে থাকা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের এবং মাঝিদের উপার্জন বন্ধ হয়েছে। প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে জানানো হলেও এখনও সেই বাঁধ সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে ক্ষোভ জমছে।

ব্লক প্রশাসনের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, 'ওই বাঁধ সংস্কারের জন্য পরিদর্শন করা হয়েছে। একটি বাজেট তৈরি করে পর্যটন দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। এখনও সেখান থেকে সবুজ সংকেত আসেনি।' বক্সা টাইগার রিজার্ভের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া বিভিন্ন ছোট ঝোরা একত্রিত হয়ে সিকিয়াঝোরার উৎপত্তি। প্রকৃতির বিকাশ ঘটাতেই বায়োডাইভার্সিটি পার্ক তৈরি করা হয়েছিল। ঝোরার জল আটকানোর জন্য পার্কের পাশে বাঁধ দেওয়া হয়। সেখানে স্লুইস গেটও ছিল। স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই বাঁধে মাস ছয়েক আগে ফাটল দেখা দিলেও

বাঁধ ভাঙায় বিপত্তি, পুজোয় আয়ে ধাক্কার আশঙ্কা

কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে ঝোরার জল অনেকটাই বেড়ে যায়। বাঁধে যেমন ফাটল ধরে, তেমনই বাঁধের পাশে জমিও ধসে যায়।

পার্কের দায়িত্বে থাকা মহিলাদের মধ্যে মারিয়াম কিসকুর কথায়, 'পার্কের অন্যতম আকর্ষণ ছিল বোটিং। সেটা বন্ধ থাকায় এখন পর্যটক আসা অনেকটাই কমে গিয়েছে। সারাবছর পার্ক খোলা থাকলেও দুর্গাপুজোর আগে যেমন ভিড় হয়। সেটা এবার আর হবে না।' আর দীনেশ বর্মন নামে এক মাঝির বক্তব্য, 'আমরা আজিজন মাঝি বোটিং করাই। এখন পর্যটক আসছেন না, আর আমাদেরও উপার্জন নেই। আড়াই মাস ধরে আমাদের কাজ নেই।' স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, তাঁদের অর্থনীতি যেমন অনেকটাই সিকিয়াঝোরার উপর নির্ভরশীল, তেমনই আবার জেলার পর্যটন মানচিত্রে ওই পর্যটনকেন্দ্র ছাড়া অসম্পূর্ণ। তাই সকলের দাবি, প্রশাসন দ্রুত এ ব্যাপারে পদক্ষেপ করুক।

পণ্যবাহী ট্রেনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : পণ্যবাহী ট্রেনের নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নির্ভর অত্যাধুনিক নজরদারি ব্যবস্থা চালু করল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর)। অসম, কাটিহার ও উত্তরবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ পণ্য পরিবহণ রুটে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। আইআইটি গুয়াহাটির সহযোগিতায় তৈরি এই ব্যবস্থার নাম দেওয়া হয়েছে 'প্রোজেক্ট দৃষ্টি'।

গত ২৫ সেপ্টেম্বর মালিগাঁওয়ে এনএফআর-এর সদর দপ্তরে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকল্পটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। নির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ পয়েন্ট দিয়ে মালগাড়ি যাওয়ার সময় হাইস্পিড ক্যামেরার মাধ্যমে প্রতিটি ওয়াগনের নম্বর শনাক্ত করা হবে। পাশাপাশি, এআই প্রযুক্তির সাহায্যে ওয়াগনের দরজা, তালা ও সিলের অবস্থাও পরীক্ষা করা হবে।

কোনও ওয়াগনের তালা বা সিলে অস্বাভাবিকতা দেখা গেলে তা দ্রুত শনাক্ত করে সংশ্লিষ্ট রেলকর্মীদের সতর্ক করবে ওই ব্যবস্থা। ফলে সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়লে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা সম্ভব হবে। এতে পণ্য চুরি বা অন্য কোনও অনিয়ম দ্রুত শনাক্ত করার সুযোগ তৈরি হবে। এনএফআর-এর জেনারেল ম্যানেজার চেতনকুমার শ্রীবাস্তব জানান, ওয়াগনের দরজা ঠিকভাবে বন্ধ এবং নিরাপদে সিল করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই নজরদারিকে দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য করতেই 'প্রোজেক্ট দৃষ্টি' তৈরি করা হয়েছে।

দীর্ঘপথে চলাচলকারী পণ্যবাহী ট্রেনের ওয়াগন পরীক্ষা করতে এতদিন ম্যানুয়াল নজরদারির উপর অনেকটাই নির্ভর করতে হত।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Jaldapara Wildlife Division, Cooch Behar
e-Tender Notice
WBFOR/JWD/NIT-30(e)/26-27. Procurement of Chain Saw 3 nos, Back Pack Blower 2 nos, Axes 18 nos and Bill Hook 11 Nos under Jaldapara Wildlife Division. FY-2026-27. Last date of online submission of bid- 07/10/2026. For all details and Online Tender submission visit at www.wbtenders.gov.in /www.westbengalforest.gov.in Sd/- Divisional Forest Officer, Jaldapara Wildlife Division, Cooch Behar. ICA-T18355(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Malda Highway Sub-Division, P.W.(Roads) Directorate, invites online e-NIT for the work of "Kaliachak-Niamatpur Road from 14.00 km to 15.00 km Embankment Protection Work & Patch Surfacing work, under Malda Highway Division, in the District of Malda during the year 2026-2027." Tender ID: 2026_WBPWD_5075545_1. e-NIT No. WBPW(R)/AEMHSD/e-NIT-07/2026-2027. (i) Last date & Time of Dropping of Bid Doc. 05.10.2026 up to 02:00 PM, Time of Opening of the Bid Doc. 07.10.2026 at 02:30 PM (online). Details of e-N.I.T and Bid documents may be downloaded from www.pwdwb.in Sd/- AE, MHSD, PWRD. ICA-T18395(1)/2026

TENDER NOTICE
NIT No: 117/NKT/26-27 dated: 08/09/26 fund: JZP is invited by the undersigned. Last date of submission of tender bid is 01/10/2026. The details of the NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal https://tenders.wb.gov.in and office notice board of the undersigned.
Sd/-
Block Dev. Officer
Nagrakata Dev. Block

E-Tender Notice
Construction of New Girls' Toilet Block under Dinhata-II, Dinhata-I, Dinhata-III, Mekhliganj, Mekhliganj South, Dinhata-Intensive, Mathabhanga-I, Mathabhanga-III, Circle, Cooch Behar. The District Education Officer, PBSSM, Cooch Behar invites E-Tender vide NIT No
(i) PBSSM/COB/GT/27/26-27
(ii) PBSSM/COB/GT/16/26-27
(iii) PBSSM/COB/GT/35/26-27
(iv) PBSSM/COB/GT/23/26-27
(v) PBSSM/COB/GT/22/26-27
(vi) PBSSM/COB/GT/20/26-27
(vii) PBSSM/COB/GT/19/26-27
(viii) PBSSM/COB/GT/29/26-27
dated 25.09.2026
The details can be obtained from http://tenders.wb.gov.in
Sd/-
District Education Officer
PBSSM, Cooch Behar

Short-NOTICE INVITING TENDER NO : -WBIW/EE/JID/SNIT-16(m)/2026-27
Separate offline sealed Tenders for **03(Three)** nos **Emergent Palliative works** in printed **2911 forms** are hereby invited by the Executive Engineer, Jalpaiguri Irrigation Division, Club Road, Jalpaiguri on behalf of the Governor of the state of West Bengal, from the eligible bonafied, reliable resourceful contractors having Single credential of 30% of Amount Put Tender in Last 5 (Five) Financial years. **Date & Time for Application** for issue of Tender Form.....
Starting from...29/09/2026 at 10.30 hrs
End Date & Time ..01/10/2026 Up to 16.00hrs.
Other details of the SNIT can be seen in office notice board during working hours & the website: **https//iwd.wb.gov.in**
[Pralay Mandal]
Executive Engineer,
Jalpaiguri Irrigation Division
Club Road, Jalpaiguri

CORRIGENDUM NOTICE (TIME EXTENSION)
Due to insufficient valid bids received for the e-tenders listed below. The bid submission Closing date and bid opening date have been extender by 7 (Seven) days. Bid submission closing date: 05/10/2026 at 6.55 PM. Bid opening date : 08/10/2026 at 11.30 AM. Details of Tenders:
1) Tender ID: 2026_MAD_5023041_1 NIT No. WBMAD/JM/CH/e-NIT-8/2026-27 Name of Work: Construction of paver block road starting from Babu Sarkar house to Nintu Chaki house via Goutam Bose house in Ward no. 19
2) Tender ID: 2026_MAD_5023040_1 NIT No. 21/WBMAD/JM/CH/e-NIT-7/2026-27 Name of Work: Improvement and uplifting of road Paver block from Shirishtala to Bill para in Ward no. 21
3) Tender ID: 2026_MAD_5023042_1 NIT No. WBMAD/JM/CH/e-NIT-9/2026-27 Name of Work: Improvement of Bituminous road starting from Mashkalaibari more to Tapas Shop via Bhadra Kalibari in Ward no. 22
4) Tender ID: 2026_MAD_5023043_1 NIT No. WBMAD/JM/CH/e-NIT-10/2026-27 Name of Work: Construction of CC path at Harizan Bastee area in Ward no. 12 UNDER JALPAIGURI MUNICIPALITY.
5) Tender ID: 2026_MAD_5023068_1 NIT No. WBMAD/JM/CH/e-NIT-13/2026-27 Name of Work: Construction of Paver Block road from Manjulika Apartment to Ashroy Building in Ward no. 10
6) Tender ID: 2026_MAD_5023074_1 NIT No. WBMAD/JM/CH/e-NIT-14/2026-27 Name of Work: Construction of Paver Block road at Birendranath Dutta Sarani in Ward no. 18
7) Tender ID: 2026_MAD_5023080_1 NIT No. WBMAD/JM/CH/e-NIT-15/2026-27 Name of Work: Construction of Paver Block road from Cement Shop to 5 no Ghumti via Mridul Deb house in Ward no. 20
8) Tender ID: 2026_MAD_5023030_1 NIT No. WBMAD/JM/CH/e-NIT-2/2026-27 Name of Work: Construction of Paver Block road at Mantu Doctor Goli Ward no. 12.
9) Tender ID: 2026_MAD_5023063_1 NIT No. WBMAD/JM/CH/e-NIT-12/2026-27 Name of Work: Improvement of road (Paver Block) at Sibaji lane in Ward no. 11 under Jalpaiguri Municipality.
10) Tender ID: 2026_MAD_5023034_1 NIT No. WBMAD/JM/CH/e-NIT-4/2026-27 Name of Work: Improvement of road (Paver Block) starting from Patla House to Karmakar house in Ward no. 24 under Jalpaiguri Municipality.
11) Tender ID: 2026_MAD_5023025_1 NIT No. WBMAD/JM/CH/e-NIT-3/2026-27 Name of Work: Construction of Paver block road starting from Hiralal Sarkar to Jayprakas Sah house via Nripen Sen house to Dinabandhu Sen house in Ward no. 3.
All other terms and conditions mentioned in the original e-NIT notice shall remain unchanged.
Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

IN THE COURT OF DISTRICT DELEGATE (CIVIL JUDGE SR. DIVN.) AT ALIPURDUAR
Misc.(S) No. 19/2025 Smt Sarmistha Chakrabarti & another .... Petitioners
PUBLICATION
It is publicly notified that the above named petitioners have applied in the Court of District Delegate, Alipurduar for obtaining Succession Certificate to the estate left by their deceased **Nishikanta Chakraborty,** son of Late Rajani Kanta Chakraborty, a resident of Park Road, Newtown, Ward No. 02, P.O. Alipurduar Court, P.S. & Dist. Alipurduar, Pin- 736122 with Alipurduar Junction Post Office, in Savings Account in the name of **Nishikanta Chakraborty** (deceased).
Any person (s) having any objection against the claim may appear either in person or through his or her Counsel in the Ld. Court on or before 03/12/26 failing which the application will be disposed of according to law.
Sd/-
Serestadar
Civil Judge (Sr. Division)
Alipurduar

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
On behalf of the Governor of West Bengal, E-Tender is invited by the CMOH, Dakshin Dinajpur for following e-tender: 1. E-Tender No. DHFWS/Food/3273 dated 25.09.2026 for supply of cooked diet for different health programmes - 2nd call. 2. E-Tender No. DHFWS/IRS/3274 dated 25.09.2026 for supply of Synthetic Pyrethroid (Alphacypermethrin 5% WP) -1st call. 3. E-Tender No. DHFWS/3275 dated 25.09.2026 for making and installation of IEC activities-1st call from resourceful, eligible agency having experience in similar nature of works. Bid Submission Closing Date : 30.09.2026 at 05:00 P.M. For Detail (e-tender), Please visit the website www.wbtenders.gov.in and www.wbhealth.gov.in and Office of the Undersigned. Sd/- CMOH, D/Dinajpur. ICA-T18374(3)/2026

ABRIDGED E-TENDER NOTICE
Tender are hereby invited vide Tender Reference NIT No. **DHUPGURI/BDO/NIT-004/2026-27** and **DHUPGURI/BDO/NIT-005/2026-27** from the undersigned. Details of works and tender conditions are available in the office of the undersigned in any working day during office hours and also showing in www.tenders.wb.gov.in
Block Development Officer
&
Executive Officer

BENFED
Southend Conclave, 3rd Floor
1582, Rajdanga Main Road
Kolkata - 700107
NOTICE INVITING EOI
Expression of Interest (EOI) is invited from Resourceful interested parties/Cooperative Societies for Renting of 18 (Eighteen) Godowns in 8 (Eight) districts of West Bengal on 'As is Where is' basis. Details are available in the website of BENFED : https://www.benfed.in/ & www.benfed.org
Tenure of submission of sealed E.O.I. is up to **08.10.2026** (Working Hours) at the **BENFED Head Office** in person/by post.
Sd/-
General Manager (Admin)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED NOTICE
Notice Inviting 'e' TENDER
No.- WBIW/EE/TLBD/e-NIT-03/26-27
The Executive Engineer, Teesta Left Bank-Division, invites tender for 10 (Ten) nos. work from the eligible and resourceful contractors having sufficient, necessary credential and financial capability for execution of works of similar nature. Bid Submission **Start Date 29th September 2026 from 10:00 A.M.** Bid Submission End Date is **06th October, 2026 upto 10:00 A.M.** under SDS (M) head. Amount put to tender is below Rs. 5.00 lakhs for the works. For further details regarding "Scope of work" & "Opening of tenders". Please visit https://tenders.wb.gov.in (direct site). Sd/- (D. Rakshit), Executive Engineer, Teesta Left Bank Division, Oodlabari, Jalpaiguri. ICA-T18365(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Notice Inviting e-Auction
A Notice Inviting e-Auction No. **WBIW/CTU/RFP-139(e)/2026-27 & WBIW/CTU/RFP-140(e)/2026-27** dated 25/09/2026 are invited by the Superintending Engineer, Central Tender Unit, I & W Dte. for the works : De-siltation of **River Jaldhaka, near Saptibari & river Karala for a length of 1.20 km & 15.0 km** respectively by adopting **"Revenue Sharing"** method under **"No Cost to State Formula"** within District Jalpaiguri. All details of e-Auction may be obtained from the Website **https://eauction.gov.in** from **29/09/2026 at 10:00 Hours.** Last date of online bid submission is 26/10/2026 up to 16:00 Hours. Sd/- (Kalyan Kumar Dey), Superintending Engineer, Central Tender Unit, I & W Dte. ICA-T18363(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED NOTICE INVITING 'e' TENDER
NO. WBIW/EE/TID/e-NIT-04/2026-27
Tender Id 2026_IWD_5075372_1 to 2026_IWD_5075372_5
The Executive Engineer, Teesta Irrigation Division invites e-tender for 5 (five) nos of work under SDS(M) at Dy-2(L) of TMLC, TJMC, Dy-4 of TJMC, due to running maintenance for ensuring Boro Irrigation from eligible and resourceful contractors having sufficient, necessary credential and financial capability for execution of works of similar nature. Bid Submission Start Date is on 29th September' 2026 from 11:30 A.M. and Bid Submission End Date is on 13th October' 2026 upto 5:30 P.M. Amount put to tender is in between Rs.3.05 to 6.28 lakh, .For further details regarding "Scope of work" & "Opening of tenders." Please visit **https://tenders.wb.gov.in** also in departmental (**https://iwd.wb.gov.in**). Sd/-Executive Engineer, Teesta Irrigation Division, Postal Address:- Assam More, Jalpaiguri, Pin- 735102 Ph. 03561-255722 E-Mail ID- **eetidvn@gmail.com**. ICA-T18366(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED NOTICE INVITING TENDER
NO.- WBIW/EE/MED/e-NIT-2/2026-27[Sl. Nos.-1 & 2] The Executive Engineer, Mahananda Embankment Division, Green Park, Malda, I & W Dte. on behalf of Hon'ble Governor of West Bengal invites online tender from eligible & resourceful Contractors having requisite similar nature credential & financial capability for 02(Two) nos. work amount put to tender ranging from Rs. 3.31 Lakh to Rs. 5.68 Lakh (approx.) against the said e-NIT. Bid submission start date – 29.09.2026 from 10:00 Hrs. Bid submission end date – 05.10.2026 up to 17:00 Hrs. The tender forms and other details may be obtain from the office of u/s during office hours and the website: www.iwd.wb.gov.in & URL https://tenders.wb.gov.in Sd/-Executive Engineer, Mahananda Embankment Division, Green, Malda. ICA-T18360(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
NO 14 of 2026-27 by Assistant Engineer, Jalpaiguri Highway Sub- Division, P.W. (Roads) Directorate invites online e tender for the work of: 1. Fatapukur to Gadra road at chainage 3.80km Karatowa Bridge abutment protection and river training works under Jalpaiguri Highway Division during the year 2026-27. Estimated Cost: Rs. 470222.00 Tender ID: 2026_WBPWD_5075523_1. 2. Sahu Bridge over Sahu river at ch. 6.10km on Gondermore to Sahudangi Goramore approach side abutment protection work under Jalpaiguri Highway Division in the dist. of Jalpaiguri during the year 2026-27. Estimated Cost: Rs. 460858.00. Tender ID: 2026_WBPWD_5075523_2. 1. Bid submission start date (on Line): 29-09-2026 at 14.00 HOURS. 2Bidsubmission closing date (on Line): 05-10- 2026.Upto 14.00 HOURS 3Bid opening date for Technical Evaluation (on Line):07-10-2026 after14.00HOURS Details of N.I.T and Tender documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in ICA-T18383(3)/2026

ই-টেন্ডার নং.ঃ E-112-26-TADK-TSK, তারিখঃ 04.09.2026-এর বিপরীতে সংশোধনী নং. - ০২

ই-টেন্ডার নং. E-112-26-TADK-TSK-এর মধ্যে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি করা হয়েছে, বিস্তারিত নিম্নরূপঃ
কাজের নাম ঃ তিনসুকিয়া ডিভিশনে ২৪ মাসের জন্য টিএডিকে-এর পরিবর্তে অ্যাটেনডেন্ট -এর নিযুক্তি।

ফিল্ড-এর নাম	বিদ্যমান মূল্য	সংশোধিত মূল্য
টেন্ডার বন্ধ-এর তারিখ, সময়	২৮-০৯-২০২৬, ১৫.০০	০৬-১০-২০২৬, ১৫.০০

বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে https://ireps.gov.in দেখুন।
ডেপুটি চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার /ডিব্রুগড়
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
নং. সিওএম/এনএফআর/সিপিআরও/মালদা/২০২৬ তারিখ ২৫.০৯.২০২৬
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (অকশন পরিচালনা আধিকারিক) মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পি.ও.- ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) কর্তৃক মালদা ডিভিশনের বিভিন্ন রেল স্টেশনে মিনি মার্ট, মোবাইল স্টোর, মেডিকেল স্টোর, জরুরি চিকিৎসা কক্ষ, স্লিপিং পড, রিটেল স্টোর, অন-ডিমান্ড বেডরোল পরিষেবা, বিজ্ঞাপন বোর্ড (আরডিএন- ডিজিটাল ও নন-ডিজিটাল), কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সেলুন পরিষেবা, পূজা সামগ্রীর কিওস্ক স্থাপন ও ব্যাটারি-চালিত গাড়ির জন্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করা হয়েছে। (১) **অকশন ক্যাটালগ নং.ঃ** এডিভিটি-এমএলডিটি-২৩-১১; **অকশন শুরুর তারিখঃ** ১২.১০.২০২৬ তারিখ সকাল ১০.৩০ টায়। মালদা ডিভিশনে মালদা টাউন রেলওয়ে স্টেশনে বিজ্ঞাপন (আরডিএন-নন-ডিজিটাল)। এসইকিউ নং., লট নং. এবং স্টেশন যথাক্রমেঃ- এএ/১; এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএসডি-২২৬-২৬-১; মালদা টাউন। এবি/১; এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএসএন-১৯৪-২৩-১; মালদা টাউন। (২) **অকশন ক্যাটালগ নং.ঃ** এমএসআইসি-এমএলডিটি-২৬-২৩; **অকশন শুরুর তারিখ ঃ** ০৮.১০.২০২৬ তারিখ সকাল ১০.৩০ টায়। মালদা ডিভিশনের এমএসআইসি ও স্ট্যাটিক ক্যাটাগরি অ্যাসেট। এসইকিউ নং., লট নং. ক্যাটাগরি এবং স্টেশন যথাক্রমেঃ- এএ/১; এমএসএস-এমএলডিটি-এসজিজি-এমইডিএসটিএন-২০-২৫-২; মেডিকেল স্টোর; সুলতানগঞ্জ। এএ/২; এমএসএস-এমএলডিটি-এসবিজি-এমইডিএসটিএন-১০৮-২৬-১; মেডিকেল স্টোর; সাহিবগঞ্জ। এবি/১; এমএসএস-এমএলডিটি-বিএইচডব্লু-এসএস-৫৩-২৫-১; স্যালন সার্ভিস; বারহারওয়া। এসি/১; এমএসএস-এমএলডিটি-এসজিজি-এমওবিএসটিও আরই-৪৩-২৫-১; মোবাইল এবং অ্যাক্সেসরিজ কিয়স্ক; সুলতানগঞ্জ। এসি/২; এমএসএস-এমএলডিটি-এমএলডিটি-এমওবিএসটিওআরই-৫৪-২৫-১; মোবাইল এবং অ্যাক্সেসরিজ কিয়স্ক; মালদা টাউন। এসি/৩; এমএসএস-এমএলডিটি-বিএইচডব্লু-এমওবিএসটিও আরই-১১০-২৬-১; মোবাইল এবং অ্যাক্সেসরিজ কিয়স্ক; বারহারওয়া। এডি/১; এমএসএস-এমএলডিটি-এসজিজি-পিএসকেএসকে-৩১-২৫-৩; পূজা সামগ্রী কিয়স্ক; সুলতানগঞ্জ। এই/১; এমএসএস-এমএলডিটি-এসজিজি-এসটিজিইএন- ৮৫-২৬-২; রিটেল স্টোর; সুলতানগঞ্জ। এই/২; এমএসএস-এমএলডিটি- বিএইচডব্লু-এসটিজিইএন-৭৯-২৬-২; রিটেল স্টোর; বারহারওয়া। এই/৩; এমএসএস-এমএলডিটি-বিজিপি-এসটিজিইএন-১০৯-২৬-১; মিনি মার্ট; ভাগলপুর। এই/৪; এমএসএস-এমএলডিটি-জেএমপি-এসটিজিইএন-৮৪-২৬-২; রিটেল স্টোর; জামালপুর। (৩) **অকশন ক্যাটালগ নং.ঃ** এমআইএসসি-এমএলডিটি-২৬-২৩; **অকশন শুরুর তারিখঃ** ০৮.১০.২০২৬ তারিখ সকাল ১০.৩০ টায়। মালদা ডিভিশনের এমএসআইসি ও স্ট্যাটিক ক্যাটাগরি অ্যাসেট। এসইকিউ নং., লট নং. এবং স্টেশন যথাক্রমেঃ- এএ/১; এডিভিটি-এমএলডিটি-এসবিজি-ওএসডি-২২৭-২৬-১; সাহিবগঞ্জ। এবি/১; এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএসএন-২০২-২৬-১; মালদা টাউন। এবি/২; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২৩৭-২৬-১; ভাগলপুর। এবি/৩; এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি- ওএসএন-২২৯-২৬-১; মালদা টাউন। এবি/৪; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২০৯-২৪-১; ভাগলপুর। (৪) **অকশন ক্যাটালগ নং.ঃ** এমআইএসসি-এমওবি-২৬-১০; **অকশন শুরুর তারিখঃ** ১২.১০.২০২৬ তারিখ সকাল ১১.০০ টায়। মালদা ডিভিশনে অন-ডিমান্ড বেডরোল পরিষেবা এসইকিউ নং., লট নং. ক্যাটাগরি এবং স্টেশন যথাক্রমেঃ- এএ/১; এমএমএস-এমওবিজিইএন-২৮৭৪৪৭-১-২৬-১; অন-ডিমান্ড বেডরোল পরিষেবা; মালদা টাউন। (৫) **অকশন ক্যাটালগ নং.ঃ** এমআইএসসি-এমএলডিটি-২৩-১০; **অকশন শুরুর তারিখ ঃ** ১২.১০.২০২৬ তারিখ সকাল ১০.৩০ টায়। মালদা ডিভিশনের এমআইএসসি ও স্ট্যাটিক ক্যাটাগরি অ্যাসেট। এসইকিউ নং., লট নং. ক্যাটাগরি এবং স্টেশন যথাক্রমেঃ- এএ/১; এমএসএস-এমএলডিটি- জেএমপি-এসএলপিওডি-৯৮-২৬-২; স্লিপিং পড; জামালপুর। এবি/১; এমএসএস-এমএলডিটি- ডবলুএসটিএমজিটি-৮৯-২৬-১; কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা; মালদা টাউন। এসি/১; এমএসএস-এমএলডিটি-এনএফকে-বিসিএ-৮৮-২৬-১; ব্যাটারি-চালিত গাড়ি; নিউ ফারাক্কা। এডি/১; এমএসএস-এমএলডিটি-জেএমপি-এমইডিএসটিএন-১১২-২৬-১; ইমার্জেন্সি মেডিকেল স্টোর; জামালপুর। এই/১; এমএসএস-এমএলডিটি-কেটিজে-এসএস-৫৯-২৫-১; স্যালন কিয়স্ক; খালতিপুর। এএফ/১; এমএসএস-এমএলডিটি-জেএমপি- এমওবিএসটিওআরই-৪৪-২৫-১; মোবাইল এবং অ্যাক্সেসরিজ কিয়স্ক; জামালপুর। এএফ/২; এমএসএস-এমএলডিটি-কেটিজে- এমওবিএসটিওআরই-৫৮-২৫-১; মোবাইল এবং অ্যাক্সেসরিজ কিয়স্ক; খালতিপুর। এজি/১; এমএসএস-এমএলডিটি-এমএলডিটি-এসটিজিইএন-৭৬-২৬-২; রিটেল স্টোর; মালদা টাউন। সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিশদ বিবরণের জন্য আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
MLD-205/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting electronic bids for Procurement of medical equipments for different healthcare facilities of the Govt. of West Bengal of the Govt. of West Bengal as per details indicated in below : **A. Procurement of different types of Medical Equipment for the Department of Ophthalmology, Jalpaiguri Government Medical College & Hospital, Jalpaiguri Sl No. 1. Item (Qty) :** Vitrectomy Machine for posterior segment surgery (High-end) (01), Visual Field Analyzer (01), Spectral Domain 3D Optical Coherence Tomography (01). **Bid Ref. No.** WBMSCL/NIT-791/2026; Dated-25.09.2026. **Remarks :** 2nd call of Bid Ref. No.: WBMSCL/NIT-604/2026, Dated-03.07.2026. **B. Supply and Commissioning of 2 (Two) different types of Ophthalmic Equipment for Dept. of Ophthalmology at Malda Medical College and Hospital. Sl No. 1. Item (Qty) :** Corneal Topography with wave front analysis, anterior segment OCT with swept source based optical biometry machine (01), Mid End Ophthalmic Surgical Operating Microscope (01). **Bid Ref. No.** WBMSCL/NIT-792/2026; Dated- 25.09.2026. Interested Bidders may see the last date of submission of bid and download the tender document and submit their bids online at the website www.tenders.wb.gov.in The tender document may also be downloaded from the websites www.wbhealth.gov.in and www.wbmsc.gov.in Sd/- Managing Director, WBMSCL & Special Secretary, Department of Health & Family Welfare. ICA-T18373(3)/2026

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৭৭৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৮৪৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪১১০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২২৩৮৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২২৩৯৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

অ্যাফিডেভিট

আমার কন্যা Rina Parvin জন্ম শংসাপত্র রেজি: নং 110, তাং 22.01.2013 যেখানে তার নাম Rina Pervin, কন্যার পোলিও কার্ড, যেখানে তার নাম Rina Pervin নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 15-09-26, E.M. সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা উল্লেখিত Rina Parvin এবং Rina Pervin এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হল। আমার কন্যার সঠিক নাম Rina Parvin প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। - Sahida Bibi, গ্রাম ও পো: কালজানি, থানা : পুণ্ডিবাড়ি, জেলা : কোচবিহার। (C/123710)

আমার D.L No WB 7120000908400-তে নাম পদবি ও জন্ম তারিখ ভুল থাকায় গত 25/09/26 তারিখে JM, 1st কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Anowar Husen, DOB-10/11/1968 এবং Anoyar Haque এক এবং অভিন্ন ব্যক্তিরূপে পরিচিত হইলাম। (C/123186)

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB69 20000901633-এ আমার নাম ভুলবশত MD. Mahabur Miya, পিতা : MD.Mahamamd Ali উল্লেখ আছে। তাই ২৪/৯/২০২৬ তারিখে আলিপুরদুয়ার E.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার নাম Md Mahabur Miya, পিতা: MD. Mahamamd Ali থেকে Mahabuk Hosen, পিতা-Late Mahammad Ali Miya করা হল। (C/123347)

আমার পুত্র RAZZAK HOSSAIN-এর জন্ম শংসাপত্রের রেজিঃ নং 274, তাং 29-12-2006, আমার নাম NAZRUL MIAH নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 22-09-2026 J.M. 3rd Court(s), কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা উল্লেখিত Nazrul Islam এবং Nazrul Miah এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার সঠিক নাম Nazrul Islam প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। গ্রাম ও পোঃ কালজানি, থানা : পুণ্ডিবাড়ি, জেলা : কোচবিহার। (C/123712)

খতিয়ান নং 703, মৌজা : কোনামাল্লী, J.L. No. 045, থানা : কোতোয়ালি, (বর্তমানে পুণ্ডিবাড়ি), জেলা : কোচবিহার ভুলবশতঃ আমার নাম Shambhu Barman নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 15-09-26, C.J. (Jr. Divn.) Addl Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা Shambhunath Barman এবং Shambhu Barman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার সঠিক নাম সর্বত্র Shambhunath Barman প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। গ্রাম : কোনামাল্লী, পো: মরানদীরকুঠি, থানা: পুণ্ডিবাড়ি, জেলা : কোচবিহার, প:ব:। (C/123709)

দুর্গাপূজায় চমক দেবে

বাঁশের দুর্গা প্রতিমা, বাঁশের ট্রেন চলবে, সাইকেল প্রদর্শনী থাকবে। পূজা কমিটি- যোগাযোগ করুন। 9475550281, 7001042371. (C/123583)

কর্মখালি

NJP-তে হোটেলে কাজের জন্য রিসেপশনিস্ট চাই। বায়োডাটা সহ যোগাযোগ করুন। বেতন 14,000/- . M : 94344-79413. (C/123960)

Leading Outdoor Advertising Company in North Bengal requires Marketing Executive & Accountant. Salary : Rs. 50,000-Rs. 70,000/- p.m. (as per experience). Requirements : Two-wheeler mandatory. Prior experience in an advertising agency preferred. P.S. Enterprise, M.N. Sarkar Road, Chanapatty, Mahananda Para, Siliguri - 734001. Contact : 9749094591/ 8509676268. (C/123584)

অ্যাফিডেভিট

আমি Rakesh Roy পিতা Chitta Roy মধ্য সাপ্টিবাড়ি, পো ঃ সাপ্টিবাড়ি-২, ময়নাগুড়ি জলপাইগুড়ি। আমার Admit Card, Registration, Mark Sheet ও মাধ্যমিক Certificate-এ বাবার নাম ভুল থাকায় গত 6.8.26 তারিখে জলপাইগুড়ি 1st Class Judicial ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট (নং 24880) বলে Chitta Roy ও Chitra Roy একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইল। (S/C)

আমি Saidul SK.গ্রাম কমলপুর মুদ্দিনপাড়া, পো: মেহেরাপুর, থানা- মোথাবাড়ি, জেলা মালদা, আমার মেয়ের জন্ম প্রমাণপত্রে (যার রেজি: নং B/2026/0873768, Dt 27/04/2026) জন্মস্থান Rural Hospital Bangitola, Malda. মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 03/07/26 তারিখে মালদা ১ম শ্রেণি J.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে মেয়ের নাম Isana Khatun থেকে Ayat Fatema করা হইল। (C/123961)

আমার কন্যা Reshmi Khatun-এর জন্ম শংসাপত্র রেজি: নং 71, তাং 9.8.11. যেখানে আমার নাম Alima Bibi নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 16-09-26. E.M. সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা উল্লেখিত Alima Khatun Bibi এবং Alima Bibi এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার সঠিক নাম Alima Khatun Bibi প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। গ্রাম ও পো : কালজানি, থানা : পুণ্ডিবাড়ি, জেলা : কোচবিহার। (C/123711)

আজ টিভিতে

দুলারী বিকেল ৫.৩০ জি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৭.৩০ কেলোর কীর্তি, ১০.৪৫ লভ এক্সপ্রেস, দুপুর ১.৪৫ টাইগার, বিকেল ৪.৪৫ লাভেরিয়া, রাত ৯.৩০ হামি
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.৩০ চন্দ্রমল্লিকা, দুপুর ১.৩০ প্রেম আমার, বিকেল ৫.০০ স্নেহের প্রতিদান, রাত ৯.৩০ দাদার আদেশ
জি বাংলা সোনার : সকাল ৮.৫৫ নীলিমার নীল, দুপুর ১২.০০ মেজো বৌ, ২.২০ সুন্দর বৌ, বিকেল ৫.০০ গুরুদক্ষিণা, রাত ৮.০০ মহাজন, ১০.৫৫ দাদার কীর্তি
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বক্স নম্বর ১৩১৩
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ পুরুষোত্তম
অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.৪০ বাঙ্গারাজু, দুপুর ১.২৩ দ্য হিরো-লভ স্টোরি অফ আ স্পাই, বিকেল ৫.০০ মক্ষী, সন্ধে ৭.৩০ দিল মদ্রাসী, রাত ১০.৪৪ বিম্বিসারা
স্টার গোল্ড : সকাল ১০.৫২ ভাগ মিলখা ভাগ, দুপুর ২.২১ হঙ্গামা, বিকেল ৫.২৬ না স্বামী রঙ্গা, সন্ধে ৭.৫০ ওয়েলকাম, রাত ১১.২২ বাগি-টু
স্টার গোল্ড রোমান্স : সকাল ৯.১২ ডুপ্লিকেট, দুপুর ১২.৩০ রাজা হিন্দুস্তানি, বিকেল ৪.১২ সনম বেওয়াফা, সন্ধে ৭.৫৫ আখিয়োঁ সে গোলি মারে, রাত ১০.৪০ জ্যায়সি করনি ওয়সি ভরনি

অ্যানসিয়েন্ট আনএক্সপ্লেইনড ফাইলস বিকেল ৩.৫৭ ডিসকভারি সায়েন্স

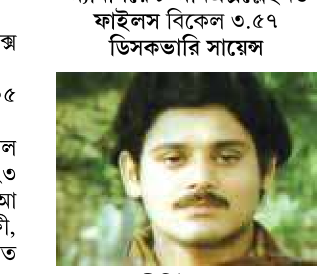

দাদার কীর্তি রাত ১০.৫৫ জি বাংলা সোনার

ওয়েলকাম সন্ধে ৭.৫০ স্টার গোল্ড

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বহুদিন ধরে পড়ে থাকা কোনও কাজ আজ শুরু করলে সাফল্য পাবেন। সংসারে ছোটখাটো বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দেখাবেন না। বৃষ : আগে থেকে করে রাখা কোনও বিনিয়োগে ভালো রিটার্ন পাবেন। অপ্রত্যাশিত কোনও খবরে পরিবারের আনন্দের পরিবেশ। মিথুন : আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। আজ ভালো সুযোগের সদ্ব্যবহার করুন। প্রেমে সাফল্য মিলবে। কর্কট : যে কোনও সংকটে পরিবার আপনার পাশে দাঁড়াবে। স্বল্পমেয়াদি কোনও কাজে আজ সাফল্য পাবেন। দাম্পত্যে সামান্য বিরোধ হতে পারে। সিংহ : ব্যবসায় আর্থিক সাফল্য হবে ধরে রাখার পরামর্শ বন্ধুর কাজ থেকে পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে দারুণ দিন কাটবে। কন্যা : যৌথ ব্যবসা এবং অচেনা কোনও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আজ টাকা বিনিয়োগ করবেন না। বিবাদ বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। তুলা : সংসারে কারও ত্রুটি খুঁজতে গিয়ে সমালোচিত হতে পারেন। প্রেমের সঙ্গীর সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা পাকা হতে পারে। বৃশ্চিক : রাগ নিয়ন্ত্রণ করুন। নতুবা আজ সমস্যায় পড়তে হতে পারে। রপ্তানি ব্যবসার সঙ্গে যুক্তরা প্রত্যাশিত সাফল্য পাবেন আশা করা যায়। ধনু : ঘুরতে যাওয়ার সময় গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র খুব সাবধানে রাখুন। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুনজরে পড়তে পারেন। মকর : কঠোর পরিশ্রমের সুফল আজ পাবেন। স্ত্রীর সামান্য কোনও কথায় ভুল বোঝাবুঝি হওয়ার সম্ভাবনা। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। কুম্ভ : অপ্রত্যাশিত অর্থপ্রাপ্তিতে সাংসারিক সমস্যার সুরাহা হবে। কর্মক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা এড়িয়ে চলুন। প্রেমের সম্পর্ক মজবুত হবে। মীন : শারীরিক অসুস্থতায় চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। সামাজিক কোনও অনুষ্ঠানে আনন্দ বজায় থাকবে। জীবনসঙ্গীর সঙ্গে দিনটি দারুন কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১১ আশ্বিন, ১৪৩৩, ভাঃ ৭ আশ্বিন, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১১ আহিন, সংবৎ ৩ আশ্বিন বদি, ১৭ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩১, অঃ ৫।২৫। মঙ্গলবার, তৃতীয়া রাত্রি ৬।৩৮। অশ্বিনীনক্ষত্র দিবা ১১।১৯। ব্যাঘাতযোগ দিবা ৯।১৮। বণিজকরণ দিবা ৭।২৫ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ৬।৩৮ গতে ববকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, দিবা ১১।১৯ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে-একপাদদোষ। যোগিনী-অগ্নিকোণে, রাত্রি ৬।৩৮ গতে নৈর্ঋতে। বারবেলাদি ৭।০ গতে ৮।২৯ মধ্যে ও ১২।৫৭ গতে ২।২৭ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৫৬ গতে ৮।২৭ মধ্যে। যাত্রা- শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৭।২৫ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম-সন্ধ্যা ৫।২৬ গতে রাত্রি ৬।৩৮ মধ্যে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।২৭ মধ্যে ও ৭।১২ গতে ১০।৫৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩২ গতে ৮।২৩ মধ্যেও ৯।১৪ গতে ১১।৪৬ মধ্যে ও ১।২৮ গতে ৩।৯ মধ্যে ও ৪।৫১ গতে ৫।৩১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।৩২ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

কবে বোনাস, চিন্তায় চা শ্রমিকরা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : ৫ অক্টোবরের মধ্যে চা বাগানের শ্রমিকদের বোনাস মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে শ্রম দপ্তর। কিন্তু তরাইয়ের বেশিরভাগ চা বাগান কর্তৃপক্ষ একসঙ্গে না দিয়ে দুই কিস্তিতে বোনাস দিতে চাইছে। আবার বড় বাগানগুলিতে বোনাস নিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত না হওয়ায় বটলিফ এবং ক্ষুদ্র চা বাগানের বোনাস নিয়ে এখনও বৈঠকই ডাকেনি মালিকপক্ষ। সব মিলিয়ে কবে বোনাস হাতে পেয়ে বাজার করবেন, সেই চিন্তায় রয়েছেন শ্রমিকরা। শ্রমিক সংগঠনগুলি অবশ্য দাবি করেছে, কিস্তিতে নয়, একলপ্তেই বোনাস দিতে হবে। টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার উত্তরবঙ্গ শাখার সচিব সুমিত ঘোষ বলেছেন, 'কয়েকটি বাগান দুই কিস্তিতে বোনাস দিতে ইচ্ছুক। সেটা স্থানীয়ভাবে কথা বলে নিতে বলা হয়েছে।'

গত বছরের মতো এবারও রাজ্য সরকার কোনও আলোচনায় না গিয়ে আগেভাগেই ২০ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়ার জন্য অ্যাডভাইজারি দিয়েছে। অভিযোগ, গত বছরও রাজ্য সরকার ২০ শতাংশ হারে বোনাসের অ্যাডভাইজারি দিয়েছিল। তরাইয়ের ৪৮টি বড় চা বাগানের মধ্যে বেশ কিছু বাগান শ্রমিকদের তিন-চার কিস্তিতে বোনাস মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিল। অথচ বেশ কিছু চা বাগানের শ্রমিকরা একটি বা দুটি কিস্তির টাকা পেলেও বকেয়া বোনাস আজ পর্যন্ত পাননি। এবারও তরাইয়ের কিছু বাগান একলপ্তে বোনাস দিতে অপারগ বলে জানিয়ে দিয়েছে। তারা শ্রমিকদের দুটি কিস্তিতে বোনাস মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে। রবিবার পাহাড়গুমিয়া চা বাগান শ্রমিকদের বোনাস একলপ্তে মিটিয়ে দিয়েছে। সোমবার বাগডোগরার একটি চা বাগানের শ্রমিক শুক্রা মুন্ডা বললেন, 'প্রত্যেকবার পুজোর আগে

বৈঠকই ডাকেনি ক্ষুদ্র চা বাগান

আমাদের বোনাস নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। এবার সরকার ২০ শতাংশ হারে বোনাস দিতে বললেও মালিকপক্ষের হেলদোল নেই। বোনাস না পেলে পুজোর বাজারই করতে পারব না।'

আইএনটিটিইউসি-র (ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় শিবির) রাজ্য সভাপতি নির্জল দে বলেছেন, 'রাজ্যের নির্দেশ মেনে প্রতিটি চা বাগানের মালিকপক্ষকে শ্রমিকদের ৫ অক্টোবরের মধ্যে একলপ্তেই বোনাস মিটিয়ে দিতে হবে। যেসব বাগান এই নির্দেশিকা মানবে না, তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে হবে।'

সিটুর দার্জিলিং জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষের বক্তব্য, 'কোনও কিস্তিতে বোনাস মানব না। একলপ্তেই প্রত্যেক বাগানে শ্রমিকদের বোনাস দিতে হবে।' তাঁর সংযোজন, 'গত সাড়ে তিন বছর ধরে শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি বাড়েনি। ফলে শ্রমিক পরিবারগুলি আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছে। গত বছর বেশ কিছু বাগান কিস্তিতে বোনাস দেওয়ার কথা বলে পরে পুরো বোনাস দেয়নি। এবার সেটা যাতে না হয়, তা শ্রম দপ্তরকে নিশ্চিত করতে হবে।'

এদিকে, বড় বাগানের বোনাস নিয়ে রাজ্য অ্যাডভাইজারি দিলেও তরাইয়ে বটলিফ এবং ক্ষুদ্র চা বাগানের বোনাস নিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। বটলিফ মালিকপক্ষের সংগঠন নর্থবেঙ্গল টি প্রোডিউসার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে প্রবীর শীলের বক্তব্য, 'আমাদের সংগঠনের বাগানগুলির বোনাস নিয়ে এখনও আলোচনা হয়নি। শীঘ্রই বৈঠক ডাকা হবে।' নর্থবেঙ্গল স্মল টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ভরত জয়সওয়াল বলেছেন, 'এবার বাগানের পরিস্থিতি ভীষণ খারাপ। পরিস্থিতি বুঝে বোনাস নিষ্পত্তি করতে হবে।'

মেডিকেলে আসছেন স্বাস্থ্যকর্তারা

শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করতে রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় স্বাস্থ্যকর্তারা শিলিগুড়িতে আসছেন। ৯ সদস্যের এই দলে রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা স্বপন সোরেন, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা ইন্দ্রজিৎ সাহা সহ দপ্তরের সচিব স্তরের আমলারা থাকবেন। আগামী ৪ অক্টোবর, রবিবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে উত্তরবঙ্গের আট জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিকদের নিয়ে তাঁরা বৈঠক করবেন।

স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই বৈঠকে উত্তরবঙ্গের পাঁচটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ এবং সুপার, আট জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, বিভিন্ন জেলা এবং মহকুমা হাসপাতালের সুপার সহ অন্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের ডাকা হয়েছে। বৈঠকে মূলত উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির চিকিৎসা পরিকাঠামো সম্পর্কিত তথ্য নেওয়া হবে। পাশাপাশি মনে করা হচ্ছে, নানা সমস্যা মেটানো এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতিতে নতুন নির্দেশ দিতে পারেন স্বাস্থ্যকর্তারা। উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের সুপার কৌশিক ঈশোরের কথায়, 'স্বাস্থ্যকর্তারা আসছেন। রবিবার লেকচার থিয়েটারে আট জেলা নিয়ে বৈঠক ডাকা হয়েছে।'

পাত্র গ্রেপ্তার

চোপড়া, ২৮ সেপ্টেম্বর : চোপড়ার রাঙ্গাগছ এলাকায় রবিবার রাতে এক নাবালিকার বিয়ে রুখল পুলিশ। গোপনে খবর পেয়ে অভিযানে গিয়ে পুলিশ পাত্র সুমন্ত হালদার ও তাঁর বাবা হেমন্ত হালদারকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ জানিয়েছে, নাবালিকাকে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির কাছে পাঠানো হয়েছে।

ভগৎ সিং স্মরণ

বাগডোগরা, ২৮ সেপ্টেম্বর : ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন বাগডোগরা লোকাল কমিটির তরফে সোমবার বাগডোগরায় দলীয় দপ্তরে জন্মদিবসে ভগৎ সিংয়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সংগঠনের তরফে উপস্থিত ছিলেন দীপঙ্কর সমাদ্দার, দেবাশিস গুহ, কনক সরকার, রাজ মণ্ডল প্রমুখ।

সান্দাকফুর পথে।। সোমবার টুমলিংয়ে সুশান্ত পালের তোলা ছবি।

কর্মসূচির চাপে পঞ্চায়েত আধিকারিকরা

রাজ্যে সেবা সেতু অভিযান

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : রাজ্যজুড়ে শুরু হতে চলেছে সেবা সেতু অভিযান। জনকল্যাণ শিবিরের ধাঁচে এই কর্মসূচি ২ অক্টোবর থেকে শুরু হবে। চলবে ৪ তারিখ পর্যন্ত। শিবিরে বিভিন্ন নাগরিক পরিষেবামূলক প্রকল্পগুলিতে আবেদন জানাতে পারবেন মানুষ।

সম্প্রতি শুরু হওয়া সেবা সংকল্প অভিযানের অঙ্গ এটি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ২৫ বছরের কর্মজীবন উদযাপন করতে দেশজুড়ে কর্মসূচিটি চলছে। স্কুল থেকে নানা সরকারি অফিসে প্রদীপ জ্বালানো, অনুষ্ঠান আয়োজন নিয়ে সরব হয়েছে বিরোধীরা। সেই বিতর্কের আবহে নয়া সরকারি কর্মসূচির নাম ঘিরে প্রশ্ন উঠছে। সিপিএমের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সমন পাঠক বললেন, 'বিজেপি দলীয় কর্মসূচিগুলিকে সরকারের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে। দল এবং সরকার এক করে ফেলছে। এর জেরে গণতন্ত্র বিপন্ন।'

তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে 'দুয়ারে সরকার', 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান'-এর মাধ্যমে একছাতার তলায় সমস্ত নাগরিক পরিষেবা দেওয়া হত। রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর চালু হয় 'জনকল্যাণ শিবির'। একই ধাঁচের শিবির ফের হলে কর্মসূচির নাম একই থাকার কথা। কিন্তু, কেন সেবা সেতু অভিযান নামকরণ করা হল, তা নিয়ে বিজেপি নেতারা স্পষ্ট উত্তর দেননি। কারও যুক্তি, মানুষের কল্যাণে কাজ হবে, তাই 'সেবা' শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে। কেউ আবার নাম নিয়ে আলোচনাকে প্রাধান্য দিতে চাননি। রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামীর

কথায়, 'নাম নিয়ে কিছু বলতে পারব না। মানুষ সুবিধা পাবেন এটাই বড় কথা।'

আবার দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের দাবি, ২ অক্টোবর মহাত্মা গান্ধির জন্মদিন। গান্ধির প্রতি শ্রদ্ধায় এই কর্মসূচি উৎসর্গ করা হতে পারে। দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক হরিশংকর পানিক্কর বললেন, 'সেবা সেতু অভিযান হবে মানুষের সুবিধার্থে।'

প্রশাসন সূত্রে খবর, প্রতিটি ব্লকের এক-দু'জায়গায় শিবির হবে। মাটিগাড়া ব্লক চত্বরের পঞ্চানন ভবনে প্রস্তুতি চলছে। শিলিগুড়ি মহকুমায় এই কর্মসূচির জন্য ছয়-সাতটি জায়গা ঠিক করেছেন বিডিও-রা। প্রশাসনকে জনকল্যাণ শিবিরের চাইতেও বেশি গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে।

এদিকে, জনগণনার প্রথম ধাপ শেষ হয়েছে সম্প্রতি। প্রাকপুজো কাজকর্মের প্রস্তুতি চলছে পঞ্চায়েত থেকে ব্লক স্তরে। এই পরিস্থিতিতে নতুন করে সেবা সেতু অভিযানে মন দিতে হচ্ছে সরকারি আধিকারিকদের।

ফলে প্রশ্ন, নাগরিক পরিষেবার কাজ তাঁরা কখন করবেন? মহকুমায় এখনও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পের সমীক্ষা শেষ হয়নি। ভিবি-জি রাম জি প্রকল্পের কাজ চলছে ঢিমেতালে। এছাড়া পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের কাজ করছে বহু পঞ্চায়েত। পুজোর অনুমোদন, সাফাই সংক্রান্ত বিষয়গুলিও দেখতে হয়। যদিও জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'সরকারি নির্দেশমাফিক কাজ করতে হবে।'

এদিকে গ্রাম পঞ্চায়েতের আধিকারিকদের দাবি, ফুরসত মিলছে না। কোন কাজ অগ্রাধিকার দিয়ে আগে করবেন, বুঝতে পারছেন না।

বাজেয়াপ্ত

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

২৮ সেপ্টেম্বর : পুজোর মুখে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নকল বিদেশি মদ ও মদ তৈরির সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করল আবগারি দপ্তর। সোমবার ফাঁসিদেওয়া থানার ঝোড়াগছ এলাকায় একটি টিনশেডের অস্থায়ী গুদামে অভিযান চালানো হয়। দার্জিলিংয়ের আবগারি সুপারিন্টেন্ডেন্টের তত্ত্বাবধানে প্রধাননগর আবগারি সার্কেলের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ও নকশালবাড়ি আবগারি স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বাহিনী নিয়ে যৌথ অভিযান চালান।

গুদামে তল্লাশি চালিয়ে একটি নামকরা ব্র্যান্ডের হুইস্কির ৩৭৫ মিলি মাপের নকল বিদেশি মদ ভর্তি ৪১টি কেস উদ্ধার হয়েছে, যার প্রতিটিতে 'শুধুমাত্র পঞ্জাবে বিক্রির জন্য' কথা লেখা রয়েছে। বাজেয়াপ্ত হয়েছে একটি নামকরা লাক্সারি প্রিমিয়াম হুইস্কির ৩৭৫ মিলি মাপের নকল বিদেশি মদ ভর্তি ১টি কেস, যার গায়ে 'শুধুমাত্র অসমে বিক্রির জন্য' লেখা। আরও একটি ব্র্যান্ডের হুইস্কির ৩৭৫ মিলি মাপের নকল বিদেশি মদ ভর্তি ৬টি কেসও উদ্ধার হয়েছে, পাওয়া গিয়েছে একটি ডিলাক্স হুইস্কি ব্র্যান্ডের ৩৭৫ মিলি মাপের নকল বিদেশি মদ ভর্তি ২টি কেস। প্রতিটি কার্টনে ২৪টি করে কাচের বোতল ছিল। এছাড়া স্পিরিট, হুইস্কির ফ্লেভার, সিন্থেটিক খাদ্য রং, ব্লেন্ডার মেশিন, নকল বোতলের ঢাকনা, খালি কাচের বোতল, ২০টি খালি ড্রাম পাওয়া গিয়েছে। বাজেয়াপ্ত হয়েছে নকল হলোগ্রাম ও লেবেল। অন্যদিকে, সোমবার ফাঁসিদেওয়ার হেলাগছ ও ঘোষপুকুরের তেঁতলিগুড়ি এলাকায় পৃথক দুই অভিযানে কয়েকশো লিটার চোলাই মদ বাজেয়াপ্ত ও নষ্ট করা হয়। কারবারিরা চম্পট দেয়।

আবার ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে দোকানের আড়ালে চলছিল খুচরো মাদক বিক্রি। খড়িবাড়ি পুলিশের একটি দল পানিট্যাঙ্কি গৌড়সিংজোত এলাকায় সেই দোকানে অভিযান চালায়। উদ্ধার হয় ৫২ গ্রাম ব্রাউন সুগার। দোকানের মালিক মুকুল রায় গ্রেপ্তার হয়েছে।

সুপারস্পেশালিটির সরঞ্জাম উধাওয়ে চর্চা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপারস্পেশালিটি ব্লকের জন্য আসা প্রচুর চিকিৎসা সরঞ্জামের কোনও হদিস নেই। এর মধ্যে ভেন্টিলেটার, মনিটর, বাইপ্যাপ সহ বেশ কিছু সামগ্রী রয়েছে। অভিযোগ, দেশজুড়ে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের সময় অস্থায়ীভাবে তৈরি বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এমনকি জলপাইগুড়িতেও এই সরঞ্জামগুলি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে সেগুলি আর ফেরত আসেনি। সমস্ত সামগ্রীর মোট মূল্য কয়েক কোটি টাকা। এভাবে চিকিৎসার সরঞ্জাম উধাওয়ের ঘটনায় মেডিকেলে ফের চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এ ব্যাপারে হাসপাতাল সুপার কৌশিক ঈশোর বলেছেন, 'এই চিকিৎসা সরঞ্জামগুলি কী অবস্থায় রয়েছে, কোনটা রয়েছে, কোনটা নেই— সেসব খতিয়ে দেখার জন্য নির্দিষ্ট টিমকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তারা এখনও স্ট্যাটাস রিপোর্ট দেয়নি। রিপোর্ট পেলেই পদক্ষেপ করা হবে।'

মেডিকেলের নিউরো সার্জারি বিভাগ থেকে বেশ কিছু চিকিৎসা সরঞ্জাম উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনা নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে হাসপাতালের প্রশাসনিক মহলে হইচই পড়েছে। সে নিয়ে ইতিমধ্যেই সুপার পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন। মেডিকেলের এই চিকিৎসা সরঞ্জামগুলি এখানে ব্যবহার না করে কোনও নার্সিংহোমে ব্যবহার হচ্ছে কি না সেই প্রশ্নও উঠছে নানা মহলে। এরই মধ্যে সুপারস্পেশালিটি ব্লকের জন্য আসা চিকিৎসা সরঞ্জাম নিয়েও

স্ট্যাটাস রিপোর্টের অপেক্ষায় সুপার

নতুন করে খোঁজখবর শুরু হল। ২০১৮ সাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য সুরক্ষা যোজনায় তৈরি সুপারস্পেশালিটি ব্লকের জন্য প্রচুর চিকিৎসা সামগ্রী পাঠানো হয়। প্রচুর ভেন্টিলেটার, মনিটর, বাইপ্যাপ মেশিনও এসেছিল। কিন্তু সেই সময় সুপারস্পেশালিটি ব্লকের নির্মাণকাজ শেষ না হওয়ায় এই দামি দামি মেশিনগুলি কিছুটা হাসপাতালের স্টোরে এবং বাকিটা কলেজ অধ্যক্ষের অফিসের দোতলার কনফারেন্স কক্ষে প্যাকেটবন্দি অবস্থায় রাখা হয়েছিল।

পরবর্তীতে ২০২০ সালে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ শুরু হওয়ায় শিলিগুড়ি এবং জলপাইগুড়িতে একাধিক কোভিড হাসপাতাল তৈরি করে রাজ্য সরকার। সেই সময় সুপারস্পেশালিটি ব্লকের জন্য আসা ভেন্টিলেটার, মনিটর, বাইপ্যাপ মেশিনগুলি বিভিন্ন কোভিড হাসপাতালে পাঠানো হয়। এমনকি জলপাইগুড়ির বিশ্ব বাংলা স্টেডিয়ামে তৈরি করোনা হাসপাতালেও উত্তরবঙ্গ মেডিকেল থেকে নানা সরঞ্জাম নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে সে সবের অধিকাংশই মেডিকেলে ফিরে আসেনি বলে খবর।

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের আগে থেকে সুপারস্পেশালিটি ব্লকের দায়িত্বে ছিলেন নোডাল অফিসার অরুণাভ সরকার। তাঁর অভিযোগ, 'সুপারস্পেশালিটি ব্লকের নির্মাণকাজ শেষ না হওয়ায় সরঞ্জামগুলি হাসপাতালের বিভিন্ন জায়গায় রাখা ছিল। করোনার সময় আমাকে অন্ধকারে রেখে ভেন্টিলেটার, মনিটর, বাইপ্যাপ বাইরে বিভিন্ন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আমি অনেক পরে বিষয়টি জেনেছি। এখন সেই মেশিনপত্র কোথায় রয়েছে বলতে পারব না।'

মুছে যাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদীপ!

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২৮ সেপ্টেম্বর : একটি জ্বলন্ত প্রদীপ। তার নীচে লেখা, 'তমসো মা জ্যোতির্গময়।' অর্থাৎ, আমাকে অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোর দিকে নিয়ে যাও। রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি কলেজের ৭৮ বছরের পুরোনো এই ঐতিহ্যবাহী প্রতীক কি এবার বদলে যাবে?

প্রতিষ্ঠানের প্রায় আট দশকের পুরোনো এই প্রদীপ-আকৃতির লোগো পরিবর্তনের চিন্তাভাবনা করছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সেজন্য ইতিমধ্যেই কর্তৃপক্ষ একটি কমিটি পর্যন্ত তৈরি করে ফেলেছে। নতুন লোগো কী হবে, তা নিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলে সূত্রের খবর। কিন্তু একটি বড় তথ্য যে বদলে যাবে, সেটা নিশ্চিত। তা হল এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠার সাল। নতুন যে লোগো বানানো হবে, তাতে প্রতিষ্ঠা সাল হিসেবে ২০১৫ সালকে দেখানো হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আর এইসব সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করেই ক্ষোভ দেখা দিয়েছে প্রাক্তনীদের মধ্যে।

কেন, কার নির্দেশে হঠাৎ এই লোগো পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত, সেব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছু জানা যায়নি। তবে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অর্ণব সেন জানিয়েছেন, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশেই বর্তমানে লোগোতে ২০১৫ সাল রাখা হয়েছে।

তাঁর মতে, নতুন লোগোয় ১৯৪৮ সাল লেখা থাকলে প্রশাসনিক জটিলতা তৈরি হতে পারে। তাঁর বক্তব্য, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব স্বতন্ত্র লোগো প্রয়োজন। তবে এখনও লোগো পরিবর্তনের কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। কলেজের পুরোনো লোগো আর্কাইভে সংরক্ষিত থাকবে।' এদিকে, নতুন প্রতীকে ২০১৫ সালকে প্রতিষ্ঠা বর্ষ হিসেবে দেখানো নিয়েও তীব্র আপত্তি উঠেছে এই প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন পড়ুয়াদের মধ্যে। প্রাক্তনীদের একটা বড় অংশের বক্তব্য, ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি কলেজের ইতিহাসকে শুধু ২০১৫ সাল দিয়ে চিহ্নিত করা হলে প্রতিষ্ঠানের প্রায় সাত দশকের ঐতিহ্যই তো আড়ালে চলে যাবে।

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটক।

সোমবার রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি কলেজের প্রাক্তনীদের সংগঠনের একটি প্রতিনিধিদল রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করে। সংগঠনের সম্পাদক পীযূষকুমার দাস তাতে নেতৃত্ব দেন। সংগঠনের দাবি, লোগো অপরিবর্তিত রাখতে হবে। আর কোনওমতেই লোগোতে প্রতিষ্ঠার সাল ২০১৫ লেখা চলবে না। লিখলে ১৯৪৮ সালই লিখতে হবে। এব্যাপারে তাঁরা একটি দাবিপত্রও এদিন জমা দেন। তবে প্রাক্তনীদের মধ্যেই ভিন্ন মত রয়েছে। নয়ের দশকের প্রাক্তনী বাবলু রায় ও চৈতালি দাস সহ কয়েকজন আবার লোগো পরিবর্তন নিয়ে আপত্তি জানাননি।

লালকুঠি ঘেরাও করার হুঁশিয়ারি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : সভাসদদের ইস্তফা এবং গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) খারিজ করার দাবিতে লালকুঠি ঘেরাওয়ের ডাক দিল গোর্খাল্যান্ড সংগ্রাম পার্টি। ৫ অক্টোবরের মধ্যে এই ঘেরাও অভিযান হবে বলে দলের তরফে সোমবার সাংবাদিক বৈঠক করে জানানো হয়েছে। এদিকে, ইস্তফা দেওয়া সভাসদদের জিটিএ বৈঠকে যাওয়া নিয়ে সমাজমাধ্যমে প্রশ্ন তুলেছে জিএনএলএফ। দলের বক্তব্য, জিটিএ আর চলবে না। পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান করতে হবে। সেই জন্য প্রত্যেক সভাসদের পদত্যাগ দাবি করেছে মন ঘিসিংয়ের পার্টি।

অনীত থাপা ইস্তফা দেওয়ার প্রায় সাড়ে তিন মাস পরে রাজ্য সরকার জিটিএ-তে প্রশাসক বসায়। সেই প্রশাসকের সভাপতিত্বে গত ২৫ সেপ্টেম্বর জিটিএ-তে প্রশাসনিক বৈঠক হয়। বৈঠকে জিটিএ'র নির্বাচিত ২৯ জন সভাসদ উপস্থিত ছিলেন। যা নিয়ে পাহাড়ের রাজনৈতিক মহলে হইচই পড়েছে। কেননা অনীত থাপার ইস্তফার পরে এই ২৯ জন সভাসদের অনেকেই গত কয়েক মাসে সমাজমাধ্যমে বিবৃতি দিয়ে জিটিএ থেকে ইস্তফা দেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন।

গোর্খাল্যান্ড সংগ্রাম পার্টির মুখপাত্র প্রদীপ লোহাগুন সোমবার কালিম্পংয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে দাবি করেছেন, জিটিএ পাহাড়ের মানুষের কোনও প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। জিটিএ খারিজ করে পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের স্বপ্ন নিয়েই মানুষ বিজেপিকে ভোট দিয়েছে। কিন্তু সেই বিজেপিই আবার জিটিএ সচল রাখছে। এর প্রতিবাদে এবং জিটিএ থেকে সমস্ত সভাসদের ইস্তফার দাবিতে এক সপ্তাহের মধ্যে লালকুঠি ঘেরাও অভিযান হাতে নেওয়া হয়েছে। প্রশাসন অনুমতি না দিলেও দলের তরফে এই ঘেরাও অভিযান হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেছেন, 'বিজেপির শাসনকালেই পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান বের করতে হবে। না হলে আর কোনওদিন এই সমস্যা মিটবে না।' সেই জন্য প্রদীপ সবাইকে রাস্তায়

নামার আবেদন করেছেন।

এদিকে, এদিনই জিএনএলএফ দাবি করেছে, রাজ্যে সরকার বদলের পর জিটিএ'র অনেক সদস্য সমাজমাধ্যমে বিবৃতি দিয়ে সভাসদ পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। তাঁরাই আবার গত শুক্রবার জিটিএ প্রশাসকের ডাকা সভায় গিয়েছেন। এই সভাসদদের অবিলম্বে বরখাস্তের দাবি তুলেছেন জিএনএলএফের দার্জিলিং শাখা কমিটির সভাপতি এমজি সুব্বা। বিজেপির শরিকদল হিসাবে থেকেও সুব্বা বলেছেন, 'পাহাড়ের ৯৯ শতাংশ মানুষ জিটিএ খারিজের পক্ষে। গত কয়েক বছরে জিটিএ-তে যে দুর্নীতি হয়েছে, তার তদন্ত চান এখানকার মানুষ। কিন্তু জিটিএ-কে রেখে দিয়ে পাহাড়ের উন্নয়নের কথা বলা হচ্ছে। এটা মেনে নেওয়া হবে না।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

দিনশেষে।। মাথাভাঙার হাজরাহাটে ছবিটি তুলেছেন রাজদীপ পাল।

বাসস্ট্যান্ড তৈরির তোড়জোড়

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : দূরপাল্লার বেসরকারি বাসের জেরে নিত্যদিন সন্ধ্যা হতেই শহরের প্রধান সড়ক হিলকার্ট রোডের একাংশে যানজট তৈরি হত। সেই সমস্যার সমাধানে তৃণমূল সরকারের আমলেই পরিবহণনগরে দূরপাল্লার বাসের জন্য পৃথক স্ট্যান্ড তৈরির সিদ্ধান্ত হয়েছিল। যদিও সেসময় তা বাস্তবায়িত হয়নি। অস্থায়ীভাবে সেই বাসগুলিকে তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসের একটি অংশে রাখা হচ্ছিল। এবার পৃথক বাসস্ট্যান্ড নিয়ে আশার আলো দেখা যাচ্ছে। বাসস্ট্যান্ডের প্রাথমিক কাজের শিলান্যাসও হতে চলেছে।

যদিও শিলিগুড়ি বাস ওনার্স অ্যান্ড বুকিং এজেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সোনু গুপ্তা বলছেন, 'পরিবহণনগরে বাসস্ট্যান্ড গড়ে উঠলে সমস্যার সাময়িক সমাধান হবে। কিন্তু সেখানে যাত্রী নিরাপত্তা সহ যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। সার্বিক সমস্যার সমাধানে দার্জিলিং মোড় সংলগ্ন ক্যাটল ফিড এলাকায় বাসস্ট্যান্ড তৈরি হলে ভালো হত।' এসজেডিএ (শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ)-র তত্ত্বাবধানে মাটিগাড়ার পরিবহণনগরে দূরপাল্লার বেসরকারি বাসস্ট্যান্ডের জন্য জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছিল। তার একাংশেই বাসস্ট্যান্ডের প্রাথমিক পরিকাঠামো গড়তে সাম্প্রতিক অতীতে এসজেডিএ-র তরফে দু'দফায় টেন্ডার করা হয়েছিল। যদিও নির্মাণকারী সংস্থাগুলির তরফে সাড়া মেলেনি। স্বাভাবিকভাবেই পরিবহণনগরে থাকা ট্রাকস্ট্যান্ডকে দূরপাল্লার বাসস্ট্যান্ড হিসেবে গড়ার কাজ থমকে ছিল। রাজ্যে পালাবদলের পর ফের তোড়জোড় শুরু হয়। ওই প্রকল্পের জন্য নতুন করে ভেটিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে এসজেডিএ টেন্ডার করে। তৃতীয় দফার টেন্ডার প্রক্রিয়ায় সাড়া মেলে।

কর্তৃপক্ষের দাবি, মঙ্গলবারেই নির্মাণকাজের শিলান্যাস হবে। উদ্বোধক হিসেবে পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী শংকর ঘোষের থাকার কথা। প্রথম দফায় পরিবহণনগরে দূরপাল্লার বাসস্ট্যান্ডে পেভার্স ব্লক বসানোর পাশাপাশি টয়লেট ব্লক তৈরি করা হবে। আনুমানিক ৩.৭০ কোটি টাকা খরচ ধরা হয়েছে। এসজেডিএ-র মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক বীর বিক্রম রাই বলেছেন, 'দ্রুততার সঙ্গে কাজ শেষের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।' নির্দিষ্ট ওই এলাকায় মোট ৬ একর জমি রয়েছে। প্রথম দফায় সেখানে খানিকটা কাজ হচ্ছে। পরের ধাপে পূর্ণাঙ্গ বাসস্ট্যান্ড তৈরি হবে। সেক্ষেত্রে ডিপিআর (ডিটেল প্রোজেক্ট রিপোর্ট) তৈরির তোড়জোড় শুরু হয়েছে। কর্তাদের দাবি, আনুমানিক ৪০ কোটি টাকা খরচ হতে পারে।

ক্লাসরুমে আত্মহত্যার চেষ্টা

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : ক্লাসরুমের মধ্যে নিজের গায়ে কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন এক কলেজ পড়ুয়া। সোমবার এমন ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় জলপাইগুড়ি আনন্দ চন্দ্র কলেজে। ক্লাস চলাকালীন ক্লাসরুমের মধ্যে এ ধরনের ঘটনার পেছনে কী কারণ, তা স্পষ্ট নয় বলে দাবি কলেজ কর্তৃপক্ষের। তবে, প্রথম সিমেস্টারের ওই ছাত্রের অভিযোগ, এবিভিপির তরফে তাঁকে লাগাতার হেনস্তা করা হচ্ছে। এমনকি এদিন মারধরও করা হয়েছে। প্রায় ১৫ দিন পর ইন্টারনাল পরীক্ষার কারণে তিনি কলেজে এসেছিলেন। কলেজে আসার সময় ব্যাগে করে কেরোসিন নিয়ে আসেন। এবিভিপির তরফে অবশ্য মারধর ও হেনস্তার অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।

কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ দেবাশিস দাস বলেন, 'ইতিহাসের অধ্যাপক হঠাৎ ফোন করে ক্লাসে যেতে বলেন আমাকে। সেখানে গিয়ে শুনতে পাই, এক পড়ুয়া নিজের গায়ে কেরোসিন ঢেলেছে। লাইটার জ্বালাতে গেলে তা ছিনিয়ে নেন ওই অধ্যাপক। সবচেয়ে বড় চিন্তার বিষয় হল, কলেজ পড়ুয়ার এভাবে কলেজে ব্যাগে করে কেরোসিন নিয়ে আসার বিষয়টি। ওই ছাত্রের সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছি, কিছু ছেলে হেনস্তা করেছে। কিন্তু কোনও অভিযোগ পাইনি। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।'

কলেজে ব্যাগের মধ্যে বোতলে করে কেরোসিন নিয়ে আসার ঘটনার কারণ হিসেবে ওই পড়ুয়ার অভিযোগের তির এবিভিপির দিকে। ওই পড়ুয়া বলেন, 'আজ ১২টা নাগাদ আমার এক বন্ধুকে এবিভিপির কয়েকজন আটকে রেখে মারধর করে। আমি জানতে পেরে ওকে ফোন করি। জানতে পারি ,কলেজে এলে আমাকেও মারধর করা হবে। প্রায় ১৫-১৬ দিন ধরে আমি কলেজে আসিনি। কারণ বাড়ি থেকে কলেজের সামনে এলেই মারধর করা হত। এর আগে পুলিশের পাশাপাশি কলেজেও অভিযোগ করেছিলাম। প্রিন্সিপাল কয়েকজনকে সতর্ক করার পর, এখন অন্যরা একই কাজ করে চলেছে।' পড়ুয়ার দাবি, 'অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটিতেও জানানো হয়েছিল। কিছুই হয়নি।' ব্যাগে করে কেরোসিন নিয়ে আসার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে ওই পড়ুয়া বলেন, 'আমি ক্লাসে বসে ছিলাম। চার-পাঁচ জন এসে ফের মারধর করে। আমি

নজিরবিহীন কাণ্ড

আগেই জেনেছিলাম কলেজে এলে মারবে। তাই ব্যাগে করে কেরোসিন নিয়ে এসেছিলাম। আমি জানি কলেজ কর্তৃপক্ষ কিছু করবে না। তাই আত্মরক্ষার জন্য এই পদক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছি। সবাইকে জানানো দরকার ওরা সাধারণ ছাত্রদের ওপর কী অত্যাচার করে।' এই ঘটনা নিয়ে এবিভিপির জলপাইগুড়ির ব্লক কনভেনার বিনায়ক দাস বলেন, 'ওরা যে অভিযোগ করছে তা ভিত্তিহীন।'

এদিন পুলিশের উপস্থিতিতে ওই পড়ুয়াকে কলেজ থেকে বের করে জলপাইগুড়ি মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর তাঁকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এসএফআইয়ের জেলা সম্পাদক অরিন্দম ঘোষ বলেন, 'ও এসএফআইয়ের লোকাল সম্পাদক পদে রয়েছে। এবিভিপির কারণেই এই পরিণিতি। আমরা পুলিশের দ্বারস্থ হব।'

শিল্পকেন্দ্র তৈরির প্রস্তাব

বাগডোগরা, ২৮ সেপ্টেম্বর : বাগডোগরার কাছে গোঁসাইপুরে রাজ্য সরকারের পর্যটন দপ্তরের প্রায় ৯ একর জমিতে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শিল্পকেন্দ্র গড়ে তোলার প্রস্তাব দিল বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে এই প্রস্তাব পাঠিয়েছেন বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল। পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ জানিয়েছেন, ওই জমি নিয়ে পর্যটন দপ্তরের বড় পরিকল্পনা রয়েছে।

পরিকল্পনার বিষয়ে অরুণ বলছেন, 'গ্রামীণ ক্ষুদ্র-কুটিরশিল্প এবং পর্যটনের প্রসার ঘটিয়ে এই অঞ্চলের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রস্তাব দিয়েছি।'

গোঁসাইপুরে একটি টাউনশিপের উলটোদিকে এশিয়ান হাইওয়ে-২ সড়কের পাশে বাম আমলে পর্যটন দপ্তর প্রায় ৯ একর জমি অধিগ্রহণ করেছিল। তবে তখন ওই জমিতে কিছু হয়নি। পরে তৃণমূল আমলে গৌতম দেব পর্যটনমন্ত্রী থাকাকালীন শিলান্যাস করে ওই জমিতে হোটেল, অডিটোরিয়াম, পর্যটন আবাস তৈরির কথা ঘোষণা করেছিলেন। প্রায় এক যুগ পার হলেও একটি ইটও গাঁথা হয়নি। শুধু সীমানাপ্রাচীর দেওয়া হয়েছে। এখন জমিটি আগাছায় ভরে গিয়েছে।

ওই জমির পাশেই বাগডোগরা বিমানবন্দর, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ, আইন কলেজ, বিএড কলেজ এবং প্রতিরক্ষা বাহিনীর ঘাঁটি। প্রায় ২৫টি চা বাগানের পাশাপাশি বিধাননগরে রয়েছে আনারস প্রক্রিয়াকরণের এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্লাস্টার। ওয়াকার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাগডোগরার সেক্রেটারি রতনকুমার ঘোষের মতে, 'ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শিল্পকেন্দ্র তৈরি হলে একই ছাদের নীচে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সমাজকল্যাণমূলক সুবিধা পাওয়া যাবে। হস্তশিল্পের প্রদর্শনী, বিক্রি, পরিষেবা ও পণ্য পরিবর্তনের স্থায়ী জায়গা তৈরি করবে, যা স্থানীয় কারিগরদের ক্রেতা, এমএসএমই ক্লাস্টার এবং আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের সঙ্গে সরাসরি বাজারের সংযোগ ঘটাবে।' এলাকাবাসী মনে করছেন, স্থানীয় খাবারের ক্যান্টিন ও কৃষি এবং আনারস প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের মাধ্যমে স্থায়ী আয়ের সুযোগ তৈরি হবে।

পুজো আসার আগে গ্রাম-শহরের বাতাসে বদলে যায় গন্ধ, রং, শব্দ। নতুন জামার টান, কাশফুলের দোলা, ঢাকের অপেক্ষা- সব মিলিয়ে উৎসবের সেই চেনা ডাক। সেই ডাকের নামই 'আগমনী'।

আগমনী

বিসর্জনের পর ফের প্রাণপ্রতিষ্ঠা

বাড়ির পুজো

অরুণ ঝা

নন্দীবাড়ির দুর্গামন্দিরে এখনও রয়েছে গতবারের দুর্গা প্রতিমা।

ইসলামপুর, ২৮ সেপ্টেম্বর : দশমীর দিন বিসর্জনের পরেই ফের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় দুর্গার। 'তাম্রপত্রের দর্পণে' দেবীর বিসর্জনই রীতি। আর তারপর সারা বছর ধরে বৈষ্ণব মতে দেবী দুর্গার পুজো হয় ইসলামপুর শহরের নন্দীবাড়িতে।

মহাষষ্ঠীর দিন পুরোনো প্রতিমা বিসর্জনের পর নতুন প্রতিমায় পুজো হয়। নন্দীবাড়ির ঐতিহ্যবাহী এই পুজো এবার ৫২ বছরে পড়ছে। হাতে আর মাত্র ক'টা দিন। ফলে নন্দীবাড়ির অন্দরমহলে দেবীর আগমন নিয়ে ব্যস্ততা তুঙ্গে। একদিকে প্রতিমায় তুলির টান দিচ্ছেন মৃৎশিল্পী, তার সঙ্গেই মন্দির ও বাড়ির আনাচে-কানাচে সাফাই পর্ব নিয়ে পরিবারের সদস্যদের তৎপরতার শেষ নেই।

ইসলামপুর শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের রামকৃষ্ণপল্লিতে অবস্থিত নন্দীবাড়ির পুজো দেখতে আশপাশের বহু গ্রামের মানুষও আসেন। নিষ্ঠার সঙ্গে পুজোর অঞ্জলির আয়োজন থেকে শুরু করে দশমীর দিন দেবীকে সিঁদুর ছোঁয়ানোতে পরিবারের সদস্য সহ এলাকার মানুষের ভিড় থাকে চোখে পড়ার মতো। পুজোর দিনগুলিতে নন্দীবাড়িতে সম্পূর্ণ নিরামিষ খাবারের আয়োজনের রীতি গত পাঁচ দশক ধরে চলে আসছে।

একসময় বাংলাদেশের মৃৎশিল্পীরা এসে প্রতিমা গড়তেন। বাংলাদেশের ঢাকিরাও ছিলেন অন্যতম আকর্ষণ। কিন্তু বর্তমানে ভিসা সংক্রান্ত সমস্যার কারণে বাংলাদেশের মৃৎশিল্পী ও ঢাকিদের আসা বন্ধ রয়েছে। পরিবারের অন্যতম সদস্য সুদেব নন্দীর কথায়, 'আমাদের মা বৈষ্ণবী হিসেবে পূজিতা হয়ে আসছেন। এই পুজোয় শামিল হতে একসময় বাংলাদেশ থেকে আত্মীয়রাও আসতেন।' সুদেবের সংযোজন, 'ষষ্ঠীর দিন মায়ের প্রতিমা বিসর্জন হয় দ্বিতীয়বার। সেদিন বড় আকারে পংক্তিভোজনের ব্যবস্থা থাকে সকলের জন্য। লুচি, পায়েস, পুষ্পান্ন যেমন মায়ের প্রসাদের জন্য থাকে, তেমনই দর্শনার্থীদের জন্যও থাকে প্রসাদের ব্যবস্থা। নবমীর দিন দর্শনার্থীদের খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ গত ৫১ বছর ধরে হয়ে আসছে। এবারও হবে।' সুদেবের কথায়, 'দশমীর দিন তাম্রপত্র দর্পণে তিথি মেনে মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে দেবীর বিসর্জন হয়। সেদিন বিকেলেই মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে ফের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয়। তারপর থেকে রোজ নিষ্ঠা সহকারে মায়ের পুজো চলে। ষষ্ঠীর দিন মায়ের পুরোনো প্রতিমা আমরা রীতি মেনে বিসর্জন করি। তারপর বেদিতে নতুন প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা হয়।'

সুদেবের ছোট ভাইয়ের স্ত্রী মিঠু নন্দী বলেন, 'পুজোর ব্যস্ততা অনুভব করতে পারছি। কাজের চাপ বেড়ে গিয়েছে। বাড়ির মহিলারা হাতে হাতে পুজোর সমস্ত আয়োজন করি। এই সময় বাড়িতে অনেক আত্মীয় আসেন। তাঁদের থাকার বন্দোবস্ত, কেনাকাটা- সব মিলিয়ে নিঃশ্বাস ফেলার সময় থাকে না। এবারও কমপক্ষে ৭০ জন আত্মীয় বাড়ির পুজোতে শামিল হবেন।'

কাশের বাহার।

সোমবার ময়নাগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন শুভদীপ শর্মা।

মণ্ডপে ফুটে উঠবে বাবাদের জীবনসংগ্রাম

থিমে আছি থেমে নেই

বিশ্বজিৎ বিশ্বাস

ইসলামপুর, ২৮ সেপ্টেম্বর : সন্তানের কাছে বাবা মানেই ভরসার জায়গা। সন্তানদের মুখে হাসি ফোটাতে যে বাবারা নিজেদের ক্লান্তি, কষ্ট আর অভাবকে ভুলে নিরন্তর ছুটে চলেন, সেই বাবাদের কথাই এ বার ফুটে উঠবে ইসলামপুর চোপড়াঝাড় (সুভাষনগর) দুর্গাপুজো কমিটির থিমে। মূলত শ্রমজীবী বাবাদের জীবনসংগ্রামের কথা, স্বপ্ন ও ত্যাগের নানা ছবি তুলে ধরা হবে মণ্ডপে।

পুজো কমিটির সম্পাদক অরুণ নন্দীর কথায়, 'এ বছর আমাদের পুজো ৫২তম বর্ষে পড়ছে। বাজেট প্রায় ১২ লক্ষ টাকা। মণ্ডপসজ্জার কাজ করছেন মেদিনীপুরের শিল্পীরা। তবে প্রতিমা তৈরি করছেন স্থানীয় শিল্পী। এ বছর একটু আলাদা বিষয় নিয়ে পুজো করার পরিকল্পনা ছিল। সেই ভাবনা থেকেই থিমশিল্পীর সঙ্গে যোগাযোগ করি। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে বাবা থিমটি বেছে নিই।'

মণ্ডপের সামনের অংশে থাকবে থিমের প্রথম বার্তা। দু'পাশে থাকবে দুটি জানলা। জানলার ধারে দুই শিশু ও তাদের মা বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকবেন। কাজ শেষে বাবা কখন বাড়ি ফিরবেন, সেই অপেক্ষার ছবিই ফুটে উঠবে সেখানে। জানলার নীচে এক পাশে থাকবে ধানের বস্তা, অন্য পাশে ইট-পাথর। কৃষিকাজ ও নির্মাণশ্রমের সঙ্গে যুক্ত পিতাদের কঠোর পরিশ্রমের গল্প তুলে ধরবে সেই দৃশ্য।

মণ্ডপসজ্জার কারিগর হেমন্ত দাস বললেন, 'সন্তানদের বড় করতে গিয়ে একজন বাবা যে পরিশ্রম করেন, তা আমি নিজের চোখে দেখেছি। আমার বাবাও আমাদের বড় করতে গিয়ে অনেক পরিশ্রম করেছেন। সেই ভাবনা থেকেই এই থিম।'

মণ্ডপের ভিতরে থাকবে আরও দুটি পর্ব। একটি দেওয়ালে দেখা যাবে বিভিন্ন পেশার শ্রমজীবী বাবাদের ছবি। চাষবাস, ঝালমুড়ি বিক্রি, ফেরি করে বেড়ানো, বেলুন বিক্রির মতো নানা কাজের মধ্যে দিয়ে তাঁদের জীবনসংগ্রামের ছবি তুলে ধরা হবে। পাশাপাশি থাকবে কাঁধে সন্তানকে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো বাবাদের দৃশ্য। অন্য একটি ছবিতে দেখা যাবে, যত্ন করে টাঙানো বাবার ছবির সামনে কান্নায় ভেঙে পড়েছে সন্তান। বাবার অবদান, ভালোবাসা ও ত্যাগের গভীরতাই সেখানে তুলে ধরা হবে।

মণ্ডপের দ্বিতীয় পর্বে দেখা যাবে অন্য এক ছবি। মাথায় হাত দিয়ে বসে রয়েছেন এক বাবা। পিছনে সারি দিয়ে রয়েছে মাটির ঘর। সন্তানদের বড় করতে গিয়ে নিজের জন্য কোনও সঞ্চয় করতে না পারার দুশ্চিন্তা যেন সেই দৃশ্যের প্রতিটি রেখায়। আর এই সমস্ত কষ্ট ও লড়াইয়ের শেষে সামনে থাকবে মা দশভুজা—শক্তি ও আশ্রয়ের প্রতীক হয়ে।

সন্তানের মুখে হাসি ফোটাতে নিজের কষ্টকে আড়ালে রেখে যে বাবারা প্রতিদিন লড়ে যান, তাঁদের সেই নীরব ত্যাগের কথাই বর্ণিত হবে মণ্ডপের থিমে।

বাগডোগরায় এবার রাজপুতানার ছবি

থিমে আছি থেমে নেই

রাজপুতানার চিরন্তন ঐতিহ্যকে এবার নতুন করে ছুঁয়ে দেখতে চায় লোয়ার বাগডোগরা সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি। রাজপুত ঘরানার দেবী বীরত্বের প্রতীক, শক্তির প্রতীক। বাগডোগরা সর্বজনীনের পুজোয় দেবীকে দেখা যাবে পাগড়ি, ঘাগরা, চোলি, ওড়নার রাজস্থানি সাজে।

মনোময় পাল

বাগডোগরা, ২৮ সেপ্টেম্বর : রাজপুতানার চিরন্তন ঐতিহ্যকে এবার নতুন করে ছুঁয়ে দেখতে চায় লোয়ার বাগডোগরা সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি। এবার ৭১তম বর্ষে তাদের বিশেষ আকর্ষণ, 'রাজপুতানার ঐতিহ্যে মাতৃবন্দনা'।

মণ্ডপের দায়িত্বে রয়েছেন বালুরঘাটের সমীর দাস, সবার কাছে বুদু নামে পরিচিত তিনি। সমীরের কথায়, 'এবার থার্মোকল বা প্লাস্টিক নয়, সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব উপকরণে তৈরি হচ্ছে মণ্ডপ। জরি, ফাইবার, চট, অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি হচ্ছে প্যান্ডেল। উদ্যোক্তাদের আশা, কিশানগড়ের 'বাণী-ঠানী' চিত্রশৈলী ও প্রথাগত ফড় লোকশিল্পের মেলবন্ধন দেখা যাবে মণ্ডপে।' মণ্ডপের বিশালতা চমকে দেওয়ার মতো। ৯০ ফুট চওড়া, ৬০ ফুট লম্বা এবং ৬৫ ফুট উচ্চতার মণ্ডপ হবে রাজপ্রাসাদের আদলে।

প্রবেশদ্বারেই দর্শকদের স্বাগত জানাবে রাজপুত গর্বের প্রতীক হাতি ও উটের বিশাল প্রতিকৃতি। উদ্যোক্তাদের আশা, মণ্ডপের ভিতরে ঢুকলেই চোখ ধাঁধিয়ে যাবে। সমস্ত মণ্ডপজুড়ে রাজপ্রাসাদের কারুকার্য, সূক্ষ্ম অলংকরণ, খিলান, ঝাড়বাতি। মনে হবে, এ যেন আমের ফোর্ট বা যোধপুরের মেহরানগড়ের কোনও মহল, যা হঠাৎ উড়ে এসে বসবে বাগডোগরার মাটিতে।

লোয়ার বাগডোগরা সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে।

এই রাজকীয় মণ্ডপে দেবী আসবেন কোন বেশে? শিলিগুড়ি কুমারটুলির প্রখ্যাত মৃৎশিল্পী গণেশ পাল সেই রহস্যের পর্দা তুলেছেন। তাঁর কথায়, 'বঙ্গীয় সংস্কৃতিতে দুর্গা আমাদের ঘরের মেয়ে। সেখানে মমতা, বাৎসল্যই প্রধান। কিন্তু রাজপুত ঘরানার দেবী বীরত্বের প্রতীক, শক্তির প্রতীক। তাই এবার দেবীকে দেখা যাবে পাগড়ি, ঘাগরা, চোলি, ওড়নার রাজস্থানি সাজে। মিনাকারি বোরলা, আধ, রাখড়ি, ঝুমকা, কঙ্কন— এই মাতৃরূপই এবার বাগডোগরায় দেখা যাবে।'

পুজো কমিটির সম্পাদক বিশ্বজিৎ দাস বললেন, 'আমাদের পুজোর প্রধান আকর্ষণ দেবীর আগমনী শোভাযাত্রা। প্রশাসনিক সহযোগিতা পেলে প্রতি বছরের মতো এবারও থাকবে এই আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান। বিগত তিন বছরের ধারা বজায় রেখে এবারও সেই শোভাযাত্রায় ফুটে উঠবে ভারতের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। থাকবে রণপা নৃত্য, রাজস্থানি লোকনৃত্য, ঘোটক নৃত্য, গুড়িয়া নৃত্য, আদিবাসী নৃত্য, নেপালি নৃত্য এবং বিশেষ আকর্ষণ মহিলা ঢাকি।

তবে উৎসবের আড়ম্বরের মাঝেও পুজো কমিটি ভোলেনি সেবার কথা। সেজন্য ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত চলবে বিনামূল্যে দাতব্য স্বাস্থ্য শিবির। আর চতুর্থীর উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে ২৫০ জন দরিদ্রের হাতে তুলে দেওয়া হবে নতুন পোশাক।

বিশ্বজিৎ গ্রেপ্তার

বেআইনি অস্ত্র রাখার অপরাধে সোমবার গ্রেপ্তার করা হল বাগদার প্রাক্তন বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাসকে। গোপালনগরে তাঁর গাড়ি থামিয়ে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গাড়ি থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। ঘটনায় শোরগোল পড়েছে।

ভুয়ো লটারি

ভুয়ো লটারির টিকিট ছাপিয়ে রমরমিয়ে চলছিল কারবার। অভিযানে ছয়জনকে গ্রেফতার করেছে বীরভূমের মল্লারপুর থানার পুলিশ। ধৃতদের থেকে উদ্ধার হয়েছে ৪,০০০টি ভুয়ো লটারির টিকিট। যার বাজারমূল্য ১ কোটি টাকা ।

কোয়ার্টারে কঙ্কাল

দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা চিত্তরঞ্জনের রেল কোয়ার্টারের তালা খুলতেই মিলল কঙ্কাল। এ নিয়ে রহস্য দানা বাঁধছে। ওই কোয়ার্টারের এক আবাসিক নিখোঁজ হয়েছিলেন। কঙ্কালটি ওই নিখোঁজ রেলকর্মীর কিনা, খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ওয়াটার মেট্রো

পুজোর আগে হলদিয়া টাউনশিপ থেকে নন্দীগ্রামের কেন্দ্যামারি ফেরিঘাট পর্যন্ত চালু হল 'ওয়াটার মেট্রো'। 'এমভি কনকলতা বড়ুয়া' নামাঙ্কিত জলযানটি ৫০ আসনের বাতানুকূল পরিষেবাবিশিষ্ট। ভাড়ামাত্র ৫ ও ১০ টাকা।

শিল্পীর যত্নে সাজছেন উমা। নদিয়ায় সোমবার। -পিটিআই

স্বামীজির অপমানে কড়া পদক্ষেপ

বার্তা উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর, থমথমে এসআরএফটিআই

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর : সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউট বা এসআরএফটিআই-তে গোলমালের ঘটনায় পরোক্ষে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিশানায় পড়ুয়ারাই। কিছুদিন আগেই আরএসএস-এর ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদার্থী পরিষদ বা এবিভিপি-র সঙ্গে বাম ও অতি বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের সংঘর্ষে উত্তাল হয়েছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। তারপর এসআরএফটির মতো বাম ঘেঁষা প্রতিষ্ঠানে সেই আরএসএস-এর সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনায় কোথাও একটা যোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছে রাজনৈতিক মহল।

রবিবার ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অডিটোরিয়ামে আরএসএস ঘনিষ্ঠ অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েত বা এবিজিপির অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। তাতে পড়ুয়াদের একাংশকে নিশানা করে ওই সংগঠনের ব্যানার, ফ্লেক্স ও মনীষীদের ছবিও অসম্মান করার অভিযোগ তোলে এবিজিপি। এই ঘটনায় সোমবার মুখ খুলেছেন উচ্চশিক্ষামন্ত্রী। কোনওভাবেই ভারত মাতা, স্বামী বিবেকানন্দের অসম্মান বরদাস্ত করা হবে না বলে কড়া বার্তা দিয়েছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, 'দুই পক্ষের গণ্ডগোলে যদি স্বামী বিবেকানন্দের ছবি বা ভারত মাতার ছবিতে লাথি পড়ে তাহলে বুঝতে হবে ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই সংস্কৃতি আমরা বদলাব। কোনও বাঙালি ছাত্রছাত্রী বিবেকানন্দের ছবিতে লাথি মারতে পারে না। এই সংস্কৃতি বরদাস্ত করা হবে না।' সুর চড়িয়ে সিপিএমকে নিশানা করেছেন মন্ত্রী অর্জুন সিং। তিনি বলেন, 'এক দেড় ঘণ্টা শুধু ব্ল্যাকআউট করে দিন। সিপিএমকে কীভাবে মুছে দিতে হয় তা দেখাব।' পালটা শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনীতিকরণের অভিযোগে সরব হয়েছে এসআরএফটিআই অ্যালুমনি অ্যাসোসিয়েশন। পড়ুয়া মানস রুইদাস অভিযোগ করেন, 'তারা তাঁদের ব্যানারে কেন মনীষীদের ছবি ব্যবহার

এসআরএফটিআই-তে গোলমালের প্রতিবাদে আইসা'র মিছিল। কলকাতায়।

করেছেন? অর্থাৎ অপরাধ করে পার পাওয়ার জন্য? আমাদের ওপর যেভাবে আক্রমণ করা হল তাতে

> যদি স্বামী বিবেকানন্দের ছবি বা ভারত মাতার ছবিতে লাথি পড়ে তাহলে বুঝতে হবে ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি। এই সংস্কৃতি বরদাস্ত করা হবে না।
>
> জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়

ক্রমান্বয়ে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী এবিজিপির অভিযোগে সায় দিলেন।'

রাজ্যে পালা বদলের পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অশান্তির ঘটনা লেগেই রয়েছে। সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে দেখা গেল স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান এসআরএফটিআই-তে। বেছে বেছে কেন বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের ঘাঁটিগুলিতেই এধরনের ঘটনা ঘটছে তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। ঘটনার ২৪ ঘণ্টার পর উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, যাঁরা মনীষীদের অপমানের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তাঁদের কাউকে রেয়াত করা হবে না। পুলিশ এই বিষয়ে তদন্ত করছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। তবে এদিন কার্যত থমথমে ক্যাম্পাস চত্বর। সকালে ক্যাম্পাসে মৌন প্রতিবাদ দেখান পড়ুয়াদের একাংশ। বিজেপি, আরএসএস সহ সংঘ ঘনিষ্ঠ সংগঠনগুলির বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ দেখানো হয়। তবে এখনও মোতায়েন করা রয়েছে পুলিশ। নিয়ম মেনে ক্লাস হলেও এদিন পড়ুয়াদের উপস্থিতি কম। এসআরএফটিআই-এর প্রাক্তনী সংসদের সহসভাপতি অনির্বাণ দত্ত জানান, 'গত ১০ বছর ধরে পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ করা হচ্ছে। দিমাগি নকশাল বলা হচ্ছে। যিনি এই নাম দিয়েছেন, তিনি কি দায় নেবেন?' ঘটনার প্রেক্ষিতে উপাচার্য সন্তোষ আজম সহ বিভিন্ন বিভাগের ডিন ও শিক্ষকরা বৈঠকেও বসেন।

এবিজিপির রাজ্য সভাপতি পঙ্কজ রায়ের অভিযোগ, সভা বানচাল করার চেষ্টা করা হয়েছে। ভারত মাতা, স্বামী বিবেকানন্দের ছবি ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে।

জলাশয় উধাও, রিপোর্ট তলব

রিমি শীল

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটির অন্তর্ভুক্ত বিশেষত জলপাইগুড়ি শহরে আট বছরে উধাও ৩৫টি জলাশয়। একের পর এক জলাশয় বুজিয়ে চলছে বেআইনি নির্মাণ। প্রশাসনের নজর এড়িয়ে কীভাবে এই বেআইনি নির্মাণ চলছে তার বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। সোমবার এই মামলায় রাজ্যের রিপোর্ট চাইল প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে ও বিচারপতি ওম নারায়ণ রাইয়ের ডিভিশন বেঞ্চ। জেলার কোথায় কোথায় এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে তা নিয়ে রাজ্যের রিপোর্টও নেবে কেন্দ্র। পুজো অবকাশের পর এই মামলার ফের শুনানি হবে।

আইনজীবী অতীন্দ্র চৌধুরী অভিযোগ করেন, শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটির থেকে এনওসি ছাড়াই জলাশয়গুলি বুজিয়ে ফেলা হয়েছে। ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, জলপাইগুড়ি পুরসভা এলাকায় জলাশয় কমে দাঁড়িয়েছে ২.০৬ শতাংশ। ১৩টি ওয়ার্ডে কোনও জলাশয় অবশিষ্ট নেই। চলতি বছরের ২১ জানুয়ারি জলপাইগুড়ি সদরের ব্লক ল্যান্ড এবং ল্যান্ড রিফর্ম অফিসার বিজ্ঞপ্তি জারি করে নির্দেশ দেন, ভরাট করা নীচু জমি ৭ দিনের মধ্যে পুনরুদ্ধার করতে হবে। অথচ এখনও পর্যন্ত সেই নির্দেশ কার্যকর করা হয়নি। এর নেপথ্যে সরকারি আধিকারিকরা জড়িত। প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির বিষয়টি জড়িত থাকায় হাইপাওয়ার কমিটি বা সিট গঠন করে তদন্তের আর্জি জানানো হয়।

প্রধান বিচারপতি জানতে চান, এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কী পদক্ষেপ করেছে রাজ্য। রাজ্য তাদের অবস্থান জানানোর জন্য সময় চেয়েছে। এই বিষয়ে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে জানানো হয়, বিষয়টি সম্পর্কে অবগত নয় তারা।

ফের গ্রামছাড়া ঘরছাড়ারা

বোলপুর, ২৮ সেপ্টেম্বর : হাইকোর্টের নির্দেশে দীর্ঘদিন পর পুলিশি নিরাপত্তায় গ্রামে ফিরেছিল ঘরছাড়া পরিবারগুলি। কিন্তু বাড়িঘরের অস্তিত্ব না থাকা এবং নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কার কথা জানিয়ে শেষপর্যন্ত গ্রামে থাকতে পারলেন না তাঁরা। পুলিশি পাহারায় গ্রামে ফেরার পর ফের গ্রামের বাইরে চলে গেলেন পাপুড়ি গ্রামের ঘরছাড়ারা।

২০০৯ সাল থেকে রাজনৈতিক সংঘর্ষের জেরে বীরভূমের নানুরের পাপুড়ি গ্রামের তৎকালীন সিপিআইএম সমর্থিত প্রায় ৪০টি পরিবার ঘরছাড়া বলে দাবি। সম্প্রতি হাইকোর্টের নির্দেশের পর সোমবার নানুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘরছাড়া কয়েকটি পরিবারকে সঙ্গে করে গ্রামে নিয়ে যায়। ঘরছাড়াদের অভিযোগ, বাড়িঘরের অধিকাংশই আর আগের অবস্থায় নেই। শেষ পর্যন্ত তাঁরা ফের গ্রাম ছেড়ে যান

নিরাপত্তা চেয়ে হাইকোর্টে অভিষেক ও কুণাল

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর : নিরাপত্তা চেয়ে একই দিনে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিধায়ক কুণাল ঘোষ। নির্বাচনের পরে জেডপ্লাস নিরাপত্তা তুলে নেওয়া হয়েছে অভিষেকের। এই অভিযোগে সোমবার বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের এজলাসে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁর আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য। অভিষেকের আবেদন, বিধানসভা নির্বাচনের আগে জেডপ্লাস নিরাপত্তা পেতেন তিনি। কিন্তু পরে তা প্রত্যাহার করা হয়। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকবার আক্রান্ত হয়েছেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। বর্তমানে তাঁর নিরাপত্তায় শুধুমাত্র কয়েকজন হাউসগার্ড রয়েছেন। তাই জরুরি ভিত্তিতে এই মামলার শুনানির আবেদন জানানো হয়। মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি। ৬ অক্টোবর মামলার শুনানি হবে।

অপরদিকে, প্রথমে উত্তরপাড়া এবং পরে বেলেঘাটায় কুণালের গাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় প্রাণহানির আশঙ্কা করছেন তৃণমূল বিধায়ক। এদিন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে নিরাপত্তা চেয়ে আবেদন জানান তাঁর আইনজীবী বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য। জরুরি ভিত্তিতে মামলার শুনানির আবেদন করা হলেও তা খারিজ করে দিয়েছেন বিচারপতি। নির্ধারিত তালিকা অনুযায়ী তাঁর মামলার শুনানি হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে বেলেঘাটায় তাঁর ওপর হামলার প্রেক্ষিতে এদিন মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেছেন কুণাল। ৩০ সেপ্টেম্বর জরুরি ভিত্তিতে তাঁর অভিযোগের শুনানি হবে।

ধর্মান্তিকরণের অভিযোগে কানধরে ওঠবস

বর্ধমান, ২৮ সেপ্টেম্বর : ধর্মান্তরিত করার অভিযোগ তুলে প্রার্থনাস্থলে চড়াও হয়ে হামলা, ভাঙচুর ও মারধরের অভিযোগ উঠল বিজেপি ও আরএসএস-এর সঙ্গে যুক্ত লোকজনের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বর্ধমানের বিজয়রাম দেওয়ানদিঘি এলাকায়। প্রার্থনাকারীদের রাস্তায় নামিয়ে মারধরের পাশাপাশি কয়েকজনকে কান ধরে ওঠবস করানোর অভিযোগও উঠেছে। এই ঘটনায় বর্ধমান থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে 'অঙ্কুর নারুলা মিনিস্ট্রিজ'-এর বর্ধমান শাখা। তারা ধর্মান্তকরণের অভিযোগ অসত্য বলেও দাবি করেছে।

'অঙ্কুর নারুলা মিনিস্ট্রিজ'-এর পক্ষে ঋতম দে, চন্দ্রা সাউ ও সংগীতা দাস জানান, রবিবার দুপুরে বিজয়রাম নেড়োদিঘি এলাকার গোপাল ভবনে যিশুখ্রিস্টের প্রার্থনা চলছিল। সেসময় বিজেপি ও আরএসএস কর্মীরা 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দিতে দিতে সেখানে এসে অশান্তি সৃষ্টি করেন। প্রতিবাদ করলে সকল প্রার্থনাকারীদের উপর চড়াও হয়ে মারধর করা হয়। এমনকি কয়েকজনকে রাস্তায় নামিয়ে কান ধরে ওঠবস করানো হয়। রেহাই দেওয়া হয় না মহিলাদেরও। ভিএইচপি-র যুব সংগঠন বজরং দলের তরফে অবশ্য এইসমস্ত অভিযোগকে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পালটা অভিযোগ এনে বজরং দলের সদস্য ইন্দ্রনীল সাঁই জানান, এলাকার গরিব মানুষদের আর্থিক অসহায়তার সুযোগ নিয়ে যিশুর প্রার্থনার নামে সনাতনীদের ধর্মান্তরিত করা হচ্ছিল। এই অভিযোগ পেয়েই তাঁরা প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

ছাঁটাইয়ের মুখে কম্পিউটার শিক্ষকরা

থমকে ইন্টারভিউ, সরব টেট পাশরাও

সুমিত চক্রবর্তী

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর : এসএসসির পর এবার পথে চাকরি হারানো চুক্তিভিত্তিক কম্পিউটার শিক্ষকরাও। একইদিনে চাকরির দাবিতে সরব হলেন প্রাথমিকের চাকরিপ্রার্থীরাও। সোমবার কম্পিউটার শিক্ষকদের বিকাশ ভবন অভিযানকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় করুণাময়ীতে। কিছুদিন আগেই, এক বেসরকারি সংস্থার তরফে তাঁদের চুক্তির মেয়াদ শেষের কথা জানানো হয়। ফলে কাজ হারান ১৪০০ কম্পিউটার শিক্ষক। এদিন তাঁরা দাবি তোলেন, 'সরকার হয় সরাসরি আমাদের সঙ্গে চুক্তি করুক, নয়তো একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করে আমাদের স্বস্তি দিক।' সোমবার রাত পর্যন্ত তাঁদের বিক্ষোভ চলে।

রাজ্যে বাম আমল থেকেই চুক্তিভিত্তিক কম্পিউটার শিক্ষক নিয়োগের প্রথা চালু রয়েছে। সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত এজেন্সির অধীনে পাঁচ বছর কাজ করলেই তাঁদের সরকারি চুক্তির প্রস্তাব দেওয়া হত। ২০২০ পর্যন্ত পাঁচদফার নিয়োগ এভাবেই হয়েছে। তবে, বিভ্রাট তৈরি হয় পরের দুই দফার নিয়োগের ক্ষেত্রে। ২০২১-র ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২২-এর নভেম্বর পর্যন্ত ষষ্ঠ ও সপ্তম দফায় ৩,৭১৯ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা এজেন্সির মাধ্যমে কাজ পেয়েছেন। তাঁদের অনেকের পাঁচ বছরের বেশি অভিজ্ঞতা হয়ে গেলেও এখনও সরকারি চুক্তির প্রস্তাব দেওয়া হয়নি। এপ্রসঙ্গে আইসিটি ঐক্য মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক প্রবীর কুন্ডু বলেন, 'আমরা মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে এর আগেও দেখা করেছি। তাঁরা আশ্বাস দিলেও আমাদেরকে সরকারি চুক্তির প্রস্তাব দেওয়া হয়নি।'

এদিন বিকাশ ভবন অভিযানের সময় পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়ান চুক্তিভিত্তিক কম্পিউটার শিক্ষকরা। বিক্ষোভকারী শিক্ষক অর্ণব ঘোষ বলেন, 'আমাদের চাকরি চলে গেলে স্কুলগুলোও সমস্যায় পড়বে। বর্তমানে স্কুলগুলিতে শিক্ষকের অভাবে আমাদেরকেই অনেক কাজ করতে হয়। এমনকি আমরা ক্লার্কের কাজও করে থাকি। সেখানে এই ব্যবহার অনৈতিক ও বৈষম্যজনক।'

অন্যদিকে, দীর্ঘদিন ধরে ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া থমকে থাকার অভিযোগে এদিন বিকাশ ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখান প্রাথমিক চাকরিপ্রার্থীরা। ২০২৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর ১৩,৪২১টি পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ৩১ ডিসেম্বর থেকে ইন্টারভিউ শুরু হয়ে প্রথম পাঁচদফা শেষ হয়। পরে নির্বাচনের কারণে ষষ্ঠ থেকে দশম দফার ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া স্থগিত করে পর্ষদ। নির্বাচন মিটলেও নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়নি। সেই কারণেই এদিন বিক্ষোভ দেখান তাঁরা।

চাকরিপ্রার্থীদের একাংশের অভিযোগ, এদিন তাঁদের একটি প্রতিনিধিদল বিকাশ ভবনের ভেতরে গেলে তিনজনকে আটক করা হয়। আন্দোলনকারীদের ব্ল্যাকমেল করে বলা হয়, বিক্ষোভ সরিয়ে নিলে তবেই তাদের ছাড়া হবে। অন্যদিকে, আচার্য সদনে যাওয়া প্রতিনিধিদলকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, জেলাগুলি থেকে খুব শ্রীঘ্রই নতুন সংরক্ষণের তালিকা পাঠানো হবে। তারপরেই ফের ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া শুরু হবে।

যুব ভারত সংকল্প অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি।

তরুণদের সঙ্গে চা চক্রে মুখ্যমন্ত্রী

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর : নীতিন নবীনের নির্দেশে রাজ্যের জেন-জেডদের সঙ্গে মুখোমুখি বসবেন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার বাইপাসের ধারে কৈখালিতে যুব সম্প্রদায়ের একাংশের সঙ্গে আলাপচারিতা করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। সেখানেই সমাজমাধ্যমের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতার কুফল নিয়ে যুব সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন নবীন। সমাজমাধ্যমের বিভ্রান্তি কাটাতে যুব সম্প্রদায়কে বাস্তবের জমিতে ফিরে আসার আহ্বানও জানান তিনি। সেই সূত্রেই রাজ্যের তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে এদিন নির্দেশ দিয়েছেন নবীন। জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে দেশজুড়ে ককরোচ জনতা পার্টির দ্বিতীয় দফার আন্দোলন শুরুর আগে নবীনের এই বার্তা বিজেপির কৌশলী চাল বলে মনে করা হচ্ছে।

রাজ্যে দু'দিনের সফরে এসে দলীয় নেতৃত্ব, সাংসদ, বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠকের পাশাপাশি এদিন যুব সম্প্রদায়ের একাংশের সঙ্গে মুখোমুখি আলাপচারিতায় বসেছিলেন নীতিন নবীন। অনুষ্ঠানে তাঁর পাশে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। ভাষণে বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতি ও খেলাধুলায় গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা নিয়ে প্রশংসার পরে নবীন বলেন, 'দেশের ও বাংলার হারানো সংস্কৃতি ফিরে পেতে রাজ্যের তরুণদেরই এগিয়ে আসতে হবে।' এরপরেই দেশ ও রাজ্যের তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যতের প্রতি আশঙ্কাপ্রকাশ করে নবীন বলেন, 'দেশের যুব সমাজকে মোবাইলের রিল ও রিয়েলের মধ্যে ফারাক বুঝতে হবে।' নবীনের মতে, দেশের যুব সম্প্রদায় মোবাইলে বুঁদ হয়ে রয়েছে। তার সুযোগ নিয়ে দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি সমাজমাধ্যমকে ব্যবহার করে যুব সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করছে।

তবে তরুণ প্রজন্মের সমস্যা বোঝার জন্যে নবীনের 'মুখ্যমন্ত্রী দাওয়াই' আদৌ কতটা আস্থা জোগাবে তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। তবে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'সরকার আপনাদের নিয়ে কাজ করবে পড়াশোনা, কর্মসংস্থান, মোদির যা গ্যারান্টি রয়েছে যুব সমাজকে নিয়ে তা আমরা পূরণ করব।' যুব সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ৩ ঘণ্টার চা চক্রের আয়োজন করার কথাও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আর মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণা নিয়ে সরব হয়েছে বিরোধীরা। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'চা চক্রে ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরির সমস্যার সমাধান করে ফেলবেন মুখ্যমন্ত্রী? তরুণ প্রজন্মের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের বিষয়টি নিয়ে সরকারের এই ছেলেখেলা মেনে নেবে না যুব সমাজ।'

কোন পক্ষের দ্বারা চালিত হচ্ছেন, প্রশ্ন বিচারপতির

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর : খাম প্রতীক ডেমোক্র্যাটিক তৃণমূল কংগ্রেসকে দেওয়ার জন্য সোমবারও কলকাতা হাইকোর্টের একাধিক প্রশ্নের মুখে পড়ল নির্বাচন কমিশন। কোন আইনি ধারায় ওই প্রতীক দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন বিচারপতি কৃষ্ণ রাও। মামলার সম্পূর্ণ সওয়াল জবাব শেষে এদিন রায় স্থগিত রাখা হয়েছে। তবে নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশ্যে বিচারপতি রাও বলেন, 'আইএসএফ আগে এই খাম প্রতীকের জন্য আবেদন করেছিল। হয়তো আগের প্রতীক পাওয়া আইএসএফের অধিকার নয়, কিন্তু এটা চাওয়া স্বাভাবিক। কীভাবে আপনারা এই প্রতীক দিয়ে দিলেন?' রীতিমতো ক্ষোভপ্রকাশ করে বিচারপতি বলেন, 'আসলে আগে থেকেই একটা অনিয়ম করেছেন। এখন যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। নির্বাচন যদি কোনও পক্ষের দ্বারা চালিত হয়, তাহলে যা হওয়ার তা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের ভূমিকা স্বচ্ছ থাকতে হয়।'

কমিশনের তরফে আইনজীবী জিষ্ণু চৌধুরী সওয়াল করেন, মুক্ত প্রতীক (ফ্রি সিম্বল) দেওয়ার ক্ষেত্রে কমিশনই শেষ কথা। প্রতীক কারও সম্পত্তি নয়। সাধারণ এবং উপনির্বাচন আলাদা। একটা ভোটের ফলাফল বেরিয়ে গেলে তার নির্বাচনি প্রক্রিয়া শেষ হয়। এক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা কমিশনের রয়েছে। পালটা বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'দু'পক্ষই যদি একটি প্রতীকের জন্য আবেদন করে, আপনারা কীভাবে বিবেচনা করেন? তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব রয়েছে। গণতান্ত্রিক তৃণমূলের আর্জির পর কমিশন ওই প্রতীক দিয়েছে। কিন্তু আইএসএফ যে আবেদন করেছে সেই বিবেচনার নথি কোথায়? কমিশনের বক্তব্য সন্তোষজনক নয়।' আইএসএফের তরফে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য অভিযোগ করেন, কমিশনের এই ধরনের সিদ্ধান্ত একপেশে হতে পারে না।

ডান্ডায় ঠান্ডা করার নিদান

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর : জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সেই 'বিষধর সাপ'-এর বেলাগাম বক্তব্যের স্মৃতি ফিরল বাদুড়িয়ায়। এ বার সিপিআইএমকে 'গোখরো সাপ' বলে বেনজির আক্রমণ করলেন রাজ্য বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার সহ-সভাপতি কাসেম আলি। দলীয় কর্মীদের ডান্ডা হাতে প্রতিরোধের নিদান দিলেন তিনি। উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়ায় রক্তদান শিবিরের মঞ্চ থেকে তাঁর এই বক্তব্য ঘিরে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

কাসেমের বক্তব্য, 'যে সিপিএম ১৫ বছর ধরে মিউ মিউ করছিল, এখন তারা নাকি আজাদি স্লোগান দিচ্ছে। আজাদির কথা বললেই মাথায় ডান্ডা মেরে হাসপাতালে পাঠান।' ক্ষমতায় আসার আগে রাজনৈতিক সংস্কৃতির বদল এবং সৌজন্যের রাজনীতি ফেরানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। কিন্তু তারপরেও হুঁশিয়ারির সুরে বাদুড়িয়ার বিজেপি নেতা কাসেমের মন্তব্য, 'সিপিএম গোখরো সাপ। ওদের সঙ্গে কোনও আপস করবেন না। ফণা তুলতে দিলেই ছোবল মারবে। গণতান্ত্রিকভাবে এদের মাথায় ডান্ডা মেরে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিন। বাদ বাকি আমরা এবং ভারতীয় জনতা পার্টি বুঝে নেবে।' তাঁর কথায়, 'সিপিএম দেশের শত্রু। অনেক মায়ের কোল এরা খালি করেছে। সামাজিক ভাবে বয়কট করুন। জীবন বাজি রেখে হলেও সিপিএমের অস্তিত্ব আমরা মুছে দেব।' এই বিষয়ে বাদুড়িয়ার সিপিআইএম নেতা অনিমেষ মুখোপাধ্যায়ের পালটা বক্তব্য, 'তৃণমূল জমানায় তৎকালীন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকও এই এলাকায় সিপিএমকে বিষধর সাপ বলে বয়কটের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। আজ তাঁর পরিণতি বাংলার মানুষ দেখতে পাচ্ছে। রাজ্যের মানুষ এর জবাব দেবে।'

জ্ঞানেশের হয়ে ময়দানে বিজেপি

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর : কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা এবং স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন বা ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে যখন দেশজুড়ে বিরোধী দলগুলোর বিক্ষোভ চরমে, ঠিক তখনই সোশ্যাল মিডিয়ায় এক নতুন ঝড় তুললেন বঙ্গ বিজেপির নেতা-কর্মীরা। রবিবার সকাল থেকে রাজ্যের বহু বিজেপি কর্মী এবং সমর্থক নিজেদের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টের প্রোফাইল পিকচার বা ডিপি বদলে ফেলেন। সেখানে জ্বলজ্বল করছে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ছবি, আর তার সঙ্গে লেখা- 'আই সাপোর্ট জ্ঞানেশ কুমার' (আমি জ্ঞানেশ কুমারের পক্ষে)।

বিজেপি-ঘনিষ্ঠ বেশ কিছু সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল থেকে এই ছবি বদলানোর ডাক দেওয়ার পরই তা রীতিমতো ভাইরাল হয়ে যায়। জ্ঞানেশ কুমারের সমর্থনে একটি গণ-আন্দোলন বা 'মাস কাউন্টার মুভমেন্ট' গড়ে তোলার ডাক দেওয়া হয়েছে ওই সব পোস্ট থেকে। তবে রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব জানিয়েছে, দলগতভাবে কর্মীদের প্রোফাইল ছবি বদলানোর কোনও নির্দেশ দেওয়া হয়নি। যা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত বা 'অর্গানিক' সমর্থন। তবে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এই দাবি করলেও রবিবার সকালে জরুরি ভিত্তিতে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে খোদ মুখ্যমন্ত্রী নিজেই কার্যত জ্ঞানেশ কুমার ও কমিশনের পাশে দাঁড়ান। পাশাপাশি জ্ঞানেশ কুমারকে নিশানা করায় সংবাদমাধ্যমের একাংশের বিরুদ্ধেও তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী।

নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ চেয়ে বিক্ষোভ কংগ্রেসের। সোমবার কলকাতায়।

মিলনের জামিন-ভাগ্য থমকে

রিমি শীল

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর : প্রতীক এবং প্রার্থীর জামিন নিয়ে বিচার ব্যবস্থার কাছে বিরোধীদের ভাগ্য ঝুলেই রইল। একদিকে কালীঘাট তৃণমূলের মামলায় জোড়া ফুল প্রতীক নিয়ে কমিশনকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য চার মাস সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ফলে পুরভোট পর্যন্ত জোড়া ফুল কার হাতে তা নিয়ে সংশয় জিইয়ে রইল। অপরদিকে, উপনির্বাচনের এক সপ্তাহ আগেও হাইকোর্টে পিছিয়ে গেল নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানের জামিন সংক্রান্ত নির্দেশ। মঙ্গলবার আদালত নির্দেশ দিলে স্পষ্ট হবে, আদৌ ভোটের আগে জামিন পাবেন কি না মিলন। পাশাপাশি আইএসএফের খাম প্রতীক সংক্রান্ত বিষয়টিতেও শুনানির শেষে রায়দান স্থগিত রেখেছে হাইকোর্ট। সব মিলিয়ে ভাগ্য পরীক্ষায় বিচার ব্যবস্থার দ্বারস্থ হয়েও সময়মাফিক কার্যসিদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

গত বৃহস্পতিবার মিলন মামলায় বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ বলেছিলেন, 'অন্তত উপনির্বাচনে লড়াই করতে দেওয়া হোক প্রার্থীকে।' জামিন দিয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গও টানেন তিনি। অথচ

> **রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদে কংগ্রেস**

সোমবার পর্যন্ত কার্যকরী নির্দেশ পেলেন না মিলন। এদিন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ জানান, মঙ্গলবার সকালে এই মামলার শুনানি শেষে নির্দেশ দেওয়া হবে। চারটি মামলায় জামিনের আবেদন করেছিলেন নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী। তার শুনানি শেষ হয়েছে। এদিন আরও দুটি মামলা তার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

পাশাপাশি নন্দীগ্রামে কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানের সমর্থনে প্রচার চালানো গাড়িতে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস। ঘটনার নিন্দা জানিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, 'নন্দীগ্রামজুড়ে গণতান্ত্রিক পরিবেশকে নষ্ট করার চেষ্টা চলছে। নন্দীগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। বিষয়টি কমিশনকে জানানো হয়েছে। অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করতে হবে।' অপরদিকে, ভোট চুরি ইস্যুতে রীতিমতো সুর চড়াচ্ছে প্রদেশ কংগ্রেস। ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের গ্রেপ্তার ও পদত্যাগের দাবিতে রাজ্যজুড়ে পথে নামে কংগ্রেস নেতৃত্ব।

সম্পাদকীয়

■ ৪৭ বর্ষ ■ ১৩৩ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১১ আশ্বিন ১৪৩৩

ভাষার কলুষ

নাহ! মোটেও রাজনীতির ভাষা নয়। হুমায়ুন কবীরের কথায় রাজনৈতিক সংস্কৃতির বালাই নেই। বিরোধ ও বৈরিতাকে গুলিয়ে ফেলা হচ্ছে। বহুদলীয় গণতন্ত্রে বিভিন্ন দলের অস্তিত্ব বাস্তব। দলগুলির পরস্পরের প্রতি বিরোধ গণতন্ত্রসম্মত। পরস্পরের নীতির সমালোচনাও গণতন্ত্রের সংস্কৃতি। কিন্তু ভিন্ন দলের নেতার মৃত্যুকামনা কিছুতেই সেই সংস্কৃতি হতে পারে না। রাজনৈতিক অবস্থানের বিরোধ কোনও অবস্থাতেই ব্যক্তিগত শত্রুতার নামান্তর নয়। হুমায়ুন তাই করেছেন।

নওদার বিধায়ক, আম জনতা উন্নয়ন পার্টি নামের একটি দলের প্রতিষ্ঠাতা হুমায়ুন কবীর এখন পুলিশি টানাপোড়েনের শিকার। তাঁকে নানা মামলায় প্রায়ই পুলিশ ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে, তাঁর সমর্থকদের হেনস্তা করছে, গ্রেপ্তার করছে। ফলে সরকারের প্রতি তাঁর ক্ষোভ, রাগ থাকার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই। কিন্তু রাগের বহিঃপ্রকাশ যদি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মৃত্যুকামনা হয়, ইন্দিরা ও রাজীব গান্ধির মতো নৃশংস খুনের 'অভিশাপ' হয়, তা বরদাস্ত করা যায় না।

আলটপকা মন্তব্যের জন্য কুখ্যাত হুমায়ুন। কিন্তু এবার তিনি অরাজনৈতিক মানসিকতার সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছেন। কথায় বলে চরম শত্রুরও কেউ মৃত্যুকামনা করে না। কেননা, জীবন মানুষের অমূল্য সম্পদ। সেই জীবনের সুষ্ঠু ও সুস্থ যাপন নিশ্চিত করা যে কোনও রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য। অন্তত তাই হওয়া উচিত। সাধারণ মানুষের মধ্যেও অপরের মৃত্যুকামনা একেবারে অনভিপ্রেত এবং সমস্তরকম সামাজিকতার পরিপন্থী।

রাজনীতি মতাদর্শগত দেউলিয়া হয়ে গেলেই একমাত্র হুমায়ুনের মতো মন্তব্য কেউ করতে পারে। নীতিনৈতিকতা হারিয়ে শুধু ভোটের ময়দানে টিকে থাকাই একমাত্র লক্ষ্য হলে এমন বিচ্যুতি আসে। শুধু নওদার বিধায়ক নন, আজকাল অনেক দলীয় নেতার মুখের ভাষায় নৈতিকতার লাগাম থাকছে না। সদ্য আরও একবার আক্রান্ত হয়েছেন মমতাপন্থী শিবিরের বিধায়ক কুণাল ঘোষ। কার্যত গাড়ি ঘিরে বন্দুক উঁচিয়ে তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা হয়েছে বলে অভিযোগ।

ঘটনাটির নিন্দায় কোনও ভাষাই যথেষ্ট নয়। কিন্তু তিনিও হামলাকারীদের উদ্দেশে টেলিভিশন চ্যানেলের ক্যামেরার সামনে যে ধরনের কথা বলেছেন, তা লেখার অযোগ্য একধরনের গালাগাল। নির্দ্বিধায় তাঁর উচ্চারিত অপরিশীলিত শব্দটি মোটেও সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রতিফলন নয়। এমনকি, এই ধরনের মন্তব্যের সঙ্গে রাজনৈতিক নৈতিকতার কোনও সম্পর্ক নেই। অথচ দলীয় নেতাদের আচরণে ও ভাষায় নৈতিকতা ও মতাদর্শের প্রতিফলন থাকা বাঞ্ছনীয়।

বিজেপি নেতা সজল ঘোষের মুখেও বিরোধীদের ব্যঙ্গ করতে গিয়ে বিতর্কিত বাগেশ্বর বাবার নামের যে উচ্চারণ শোনা গিয়েছে, তাও চরম অনৈতিকতা ও অরাজনীতির বহিঃপ্রকাশ। শুধু বাংলায় নয়, দেশজুড়ে এমন কু-ভাষা ও কু-সংস্কৃতির দাপাদাপি চলছে কিছুদিন ধরে। রাজনীতিগত লড়াই ও প্রতিযোগিতা হারিয়ে গেলে সংসদীয় গণতন্ত্র বিপন্ন হয়। ভারতে এখন তাই চলছে। অশ্রাব্য ও কুৎসিত কথার ফুলঝুরি ছুটছে বিভিন্ন দলের নেতাদের মুখে।

গত কয়েক মাসের মধ্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ইনস্টিটিউটের মতো উচ্চমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলার সময় একই ধরনের শব্দের উচ্চারণ শোনা গিয়েছে। যা সার্বিকভাবে বঙ্গ সংস্কৃতির অধঃপতনের প্রমাণ। ঠেলায় পড়ে নওদার বিধায়ক হুমায়ুন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভোল বদলে মুখ্যমন্ত্রীর স্তুতি করেছেন ঠিকই। কিন্তু এই ডিজিটাল যুগে তাঁর আগের মন্তব্যটি তাতে মুছে দেওয়া সম্ভব নয়। তাঁর প্রকৃত মনোবৃত্তি সেই আগের কথায় ধরা পড়ে গিয়েছে।

মন্তব্য পালটালেও সেই কুৎসিত মানসিকতা আর ঢাকা সম্ভব নয়। কুণাল ও সজলের ক্ষেত্রেও ওই ধরনের শব্দ ব্যবহার তাঁদের শুধু অরাজনৈতিক নয়, হিংস্র মানসিকতার প্রকাশ। নীতিনৈতিকতা, আদর্শ প্রচারে জনমত সংগঠিত করার বদলে ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে কামড়াকামড়ি প্রাধান্য পেতে শুরু করায় বিভিন্ন দলের নেতারা সংসদীয় শিষ্টাচারের তোয়াক্কা করছেন না। সেজন্যই অপশব্দ, অপ-ভাষার এমন প্রাবল্য। যা বাস্তবে গোটা সমাজকে কলুষিত করছে।

অমৃতধারা

বুদ্ধিমাত্রেই বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণে রত হয়। পৃথিবীর কিছু প্রাণী সংশ্লেষণ করে বা গড়ে, কিছু প্রাণী বিশ্লেষণ করে বা বিভাজন করে। একমাত্র মানুষই দুটোই করতে পারে। পিপীলিকা মাটি তুলে পাহাড় গড়ে, জিনিসপত্র সংগ্রহ করে আনে। বীবর কাঠ জড়ো করে বাঁধ দেয়। পাখীরা বাসা বানায়। বাঁদর কিন্তু গড়তে পারে না, তারা সবকিছু ছিঁড়েখুঁড়ে দেখে। তাদের একটি মালা দিয়ে দেখো, টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে চারপাশে ছড়িয়ে দেবে। বাঁদর কেবল ভেঙেচুরে বিশ্লেষণ করতে পারে। সত্যিকারের মানুষই একমাত্র ভাঙতেও পারে, গড়তেও পারে।মননশীল মানুষ জাগতিক পৃথিবীকে বিচার বিশ্লেষণ করে পরম সত্য খুঁজে বার করে, আবার পরম সত্যকে জানলে সেই মানুষই তাকে আর সবকিছুর উৎসরূপে সংশ্লেষণ রত হয়।

-শ্রীশ্রী রবি শংকর

জ্ঞানেশ কুমারকে বিদায় কেন নয়?

এসআইআর নিয়ে প্রশ্নের মুখে নির্বাচন কমিশনের ভিতরের আপত্তি ঘিরে বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ।

সঞ্জিত সাহা

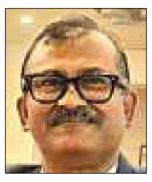

বহু বছর ভোট দেওয়ার পরেও ভোটার তালিকায় নিজের নাম না পাওয়া মানুষের কাছে গণতন্ত্র কোনও দার্শনিক ধারণা নয়। গণতন্ত্র তখন একটি প্রশ্ন : এত বছর ভোট দেওয়ার পর আজ আমাকে আবার প্রমাণ করতে হচ্ছে কেন যে, আমি এই দেশের নাগরিক, আমি ভোট দেওয়ার যোগ্য? নির্বাচন কমিশনের কাজের পদ্ধতি নিয়ে যখন ভেতর থেকেই আপত্তি ওঠে, তখন বিতর্ক আর বিরোধী দলের অভিযোগে সীমাবদ্ধ থাকে না। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ চেয়ে ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি) ৪৮ ঘণ্টার সময়সীমা দিয়েছিল। কংগ্রেসও তাঁর সরে দাঁড়ানোর দাবি তুলেছে। পদত্যাগ করবেন কি না, তা তাঁর সিদ্ধান্ত। কিন্তু কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন নেতৃত্ব তাঁর বিদায় চাইবে, এমন সম্ভাবনা কম। কারণ, ইস্তফার ব্যাখ্যা শুধু পদ খালি হওয়ার মধ্যে আটকে থাকে না। বিরোধীরা তাকে এসআইআর-এর রাজনৈতিক রায় বলবে; সরকারকে তখন একজন মুখ্য কমিশনারের কাজ নয়, দেশজুড়ে চালানো ভোটার তালিকা সংশোধন অভিযানের বিশ্বাসযোগ্যতাও রক্ষা করতে হবে।

অভিযানের ব্যাপ্তিই ঝুঁকি বুঝিয়ে দেয়। ২০২৫ সালের জুনে বিহার থেকে শুরু হওয়া নিবিড় সংশোধনের তিন দফায় ৩০টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের খসড়া তালিকা থেকে ১৩.৩৭ কোটির বেশি নাম বাদ পড়েছে, আগের ভোটার তালিকার প্রায় ১৪.১ শতাংশ। খসড়া তালিকা শেষকথা নয়; দাবি ও আপত্তির পরে যোগ্য নাম ফেরানো যায়। কিন্তু এত বিপুল নাম প্রথমে বাদ পড়লে জরুরি হয় মানুষ সেই সুযোগ পাচ্ছেন কি না।

একটি সত্য দুই পক্ষকেই মানতে হবে। মৃত, স্থানান্তরিত বা একই ব্যক্তির একাধিক নাম বাদ দেওয়া প্রয়োজন। ভোটার তালিকা ছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচন হয় না। আবার জীবিত, যোগ্য ভোটারকে অনুমানের ভিত্তিতে প্রমাণের দীর্ঘ পথে ঠেলে দেওয়াও গ্রহণযোগ্য নয়। রাষ্ট্রের খাতায় ভুল থাকতে পারে; সেই ভুলের মূল্য সাধারণ নাগরিক কেন তাঁর ভোট দিয়ে মেটাবেন? এসআইআর নিয়ে প্রকৃত তর্ক এই জায়গায়।

২৩ সেপ্টেম্বর দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের অনুসন্ধান তর্ককে নির্বাচন কমিশনের অন্দরমহলে নিয়ে গেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু ও বিবেক যোশি দশ মাসে অন্তত ১৪ বার নথিতে আপত্তি তুলেছেন। নতুন ভোটার নথিভুক্তির ফর্ম, তালিকার তথ্য নিয়ন্ত্রণ এবং স্থানীয় আধিকারিকদের সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ক্ষমতা ছিল তাঁদের উদ্বেগ। তিন সদস্যের কমিশনে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার একা সিদ্ধান্ত নেন না। তাই দুই সহকর্মীর লিখিত বক্তব্যকে ব্যক্তিগত মতভেদ বলে সরিয়ে রাখার সুযোগ সীমিত।

ফর্ম ৬-এ নতুন ভোটারকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তাঁর, তাঁর বাবা, মা কিংবা ঠাকুরদা, ঠাকুমার নাম আগের সংশোধনের তালিকায় ছিল কি না। প্রথমবার ভোট দিতে আসা তরুণের কাছে পরিবারের পুরোনো ভোটার তালিকার ইতিহাস সহজলভ্য নয়। কমিশনার যোশি বিধি না বদলে প্রশ্নটি যোগ করার ক্ষমতা নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন; সান্ধুও পরে পরিবর্তনটিকে অননুমোদিত ও বেআইনি বলে লেখেন। তাঁদের মতই চূড়ান্ত, এমন দাবি করা চলে না। কিন্তু কমিশনের নিজের সদস্যরাই যখন বিধিগত প্রশ্ন তোলেন, তখন উত্তর প্রয়োজন।

নয়াদিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের বৈঠকে জ্ঞানেশ কুমার, সুখবীর সিং সান্ধু ও বিবেক যোশি।-ফাইল চিত্র

আরও প্রশ্ন আছে নতুন সফটওয়্যারে। স্থানীয় আধিকারিক নথি যাচাই করে নাম রাখার সিদ্ধান্ত নিলেও কম্পিউটার তাঁকে তা নথিভুক্ত করতে দেয়নি। গোয়ায় স্থানীয় আধিকারিকরা এই রকম ৯৭ জনকে যোগ্য মনে করেছিলেন, কিন্তু আগের বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত ফেরানোর ব্যবস্থা সময়মতো না থাকায় ফেব্রুয়ারির চূড়ান্ত তালিকায় তাঁদের নাম ওঠেনি। গোয়ার দপ্তর জানিয়েছে, অনেকের নাম যোগ হয়েছে, বাকিদের আবেদন চলছে। তবু সময়মতো নাম না ওঠার ঘটনা এড়িয়ে যাওয়া যায় না। সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার সফটওয়্যারের অনুমতির অপেক্ষায় থাকা উচিত নয়।

ভোটার তালিকার সংশোধন শুধু মৃত, স্থানান্তরিত বা দ্বৈত নাম বাদ দেওয়ার প্রশাসনিক কাজ নয়। ১৩.৩৭ কোটি নাম খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়ার পর প্রশ্ন উঠেছে, যোগ্য নাগরিকদের পুনর্ভুক্তির সুযোগ বাস্তবে কতটা সহজ। নির্বাচন কমিশনের দুই সদস্যের ১৪টি আপত্তি, ফর্ম ৬ বদল, সফটওয়্যারের সীমাবদ্ধতা এবং পশ্চিমবঙ্গে ৩৮.৩১ লক্ষ আপিল সেই প্রশ্নকে আরও জোরালো করেছে। অভিযোগ প্রমাণিত কি না, তা আলাদা বিষয়। কিন্তু প্রক্রিয়াটি কীভাবে চলেছে, তার স্বচ্ছ ব্যাখ্যা এখন গণতান্ত্রিক আস্থার প্রধান শর্ত কারণ ভোটাধিকার কার্যকর হওয়ার প্রথম শর্ত নির্ভুল তালিকা।

পশ্চিমবঙ্গে বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের যাচাইয়ের পর বিধানসভা ভোটের ঠিক আগে ২৭.১৬ লক্ষ নাম বাদ দেওয়া হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টে কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, তাঁদের মধ্যে ২২.২১ লক্ষ মানুষ নাম ফেরানোর আবেদন করেছেন, ৮২ শতাংশ। পাশাপাশি রাখা ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার দাবিতেও ১৬.১০ লক্ষ আলাদা আপিল জমা পড়েছে। ওই আপিলকারীদের পরিচয় স্পষ্ট নয়। এত আবেদন মানেই যে বাদ পড়া প্রত্যেকের দাবি সঠিক, তা নয়। কিন্তু এত মানুষ সিদ্ধান্তটির বিরুদ্ধে দাঁড়ালে শুনানির গতি ও বিপরীত আপিলকারীদের পরিচয় সম্পর্কে পরিষ্কার হিসাব চাইতেই হবে।

কমিশনের বক্তব্যও মানতে হবে। তাদের মতে, আলোচনা চলাকালীন সদস্যদের ভিন্ন পর্যবেক্ষণ স্বাভাবিক; শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্তগুলি সর্বসম্মত হয়েছে। তবু প্রশ্ন থাকে : আপত্তি কীভাবে নিষ্পত্তি হল? ফর্মের হঠাৎ পরিবর্তনের আইনি ভিত্তি কী ছিল? আধিকারিকের সিদ্ধান্ত সফটওয়্যারে আটকে গেলে প্রতিকার কী? প্রকাশিত নথি থেকে কোনও নির্বাচনের ফল ইচ্ছাকৃতভাবে বদলানো হয়েছে বলেও কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না। অভিযোগ আর প্রমাণের দূরত্ব বজায় রাখা জরুরি।

তা হলে পদত্যাগের প্রশ্নে সরকার কেন পিছু হটবে? কারণ, রাজনীতিতে ঘটনার চেয়ে তার ব্যাখ্যা অনেক সময় বেশি শক্তিশালী। জ্ঞানেশ কুমার সরে দাঁড়ালেও আইনের চোখে এসআইআর বাতিল হবে না, আগের কোনও নির্বাচনও আপনা থেকে অবৈধ হবে না। কিন্তু বিরোধীরা বলতে পারবে, যাঁর নেতৃত্বে সংশোধন হয়েছে, তিনিই বিতর্কের মুখে দায়িত্ব ছেড়েছেন। সেই যুক্তি আদালতে যথেষ্ট হোক বা না হোক, জনসভায় শক্তি পাবে। ক্ষমতাসীন দল সেই সুযোগ সহজে দেবে বলে মনে হয় না।

দ্বিতীয় কারণ, নজির। ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলনের সময় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করেন। কিন্তু মন্ত্রীর রাজনৈতিক দায়িত্ব আর মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সাংবিধানিক অবস্থান আলাদা। সংবিধানের ৩২৪(৫) অনুচ্ছেদে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির মতো প্রক্রিয়ায় অপসারণের সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে। সরকার যদি ৪৮ ঘণ্টার সময়সীমার পর তাঁর বিদায় মেনে নেয়, ভবিষ্যতে অন্য সাংবিধানিক পদ ঘিরেও একই কৌশলের দাবি জোর পাবে। এটি সরকারের রাজনৈতিক হিসাব প্রভাবিত করবে।

সিজেপি ও কংগ্রেসের অবস্থানও এক নয়। সিজেপি জনমত তৈরি করছে, দেশজোড়া আন্দোলনের ঘোষণা দিচ্ছে। কংগ্রেস পদত্যাগের পাশাপাশি সংসদে অপসারণের প্রস্তাবের প্রস্তুতি নিচ্ছে; এপ্রিল মাসে ৭৩ জন বিরোধী সাংসদের দেওয়া একটি নোটিশও রাজ্যসভায় বিচারাধীন। আন্দোলন প্রশ্নটি জিইয়ে রাখতে পারে, কিন্তু সংসদীয় প্রক্রিয়ায় অভিযোগকে প্রমাণের কঠোর পরীক্ষায় যেতে হবে। শুধু সন্দেহকে রাজনৈতিক ভাষা দিলে চলবে না; কোন সিদ্ধান্ত কীভাবে নেওয়া হয়েছিল, তার নথিভিত্তিক উত্তর আদায় করতে হবে।

আগামী ভারতীয় রাজনীতিতে সম্ভবত দুটি সমান্তরাল দৃশ্য দেখা যাবে। সরকার কমিশনের সর্বসম্মতির প্রমাণ সামনে রাখবে এবং বিরোধীদের অভিযোগের প্রমাণ চাইবে। বিরোধীরা আদালত, সংসদ ও জনসমাবেশে এসআইআর-এর পদ্ধতি নিয়ে চাপ বাড়াবে। সংঘাত দীর্ঘ হলে ভোটার তালিকা নিয়ে সাধারণ মানুষের সংশয়ও বাড়তে পারে। সেটি কোনও দলের একার ক্ষতি নয়। জয়ী পক্ষও চায় জয় বিশ্বাসযোগ্য হোক; পরাজিত পক্ষও চায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সন্দেহ না থাকুক।

জ্ঞানেশ কুমার থাকুন বা যান, কাজটি আসলে একই : দুই কমিশনারের আপত্তি কীভাবে নিষ্পত্তি হয়েছিল, ফর্ম ৬ কেন বদলানো হয়েছিল, সফটওয়্যারে কার কী ক্ষমতা এবং বাংলার বিপুল আপিলের নিষ্পত্তি কোথায় দাঁড়িয়েছে, তার যাচাইযোগ্য উত্তর প্রকাশ দরকার। পদত্যাগ রাজনৈতিক ঘটনা হতে পারে; স্বচ্ছ ব্যাখ্যা প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব। আমার অনুমান, প্রথমটি ঠেকানোর চেষ্টা হবে। কিন্তু দ্বিতীয়টি এড়িয়ে গেলে সংকট মিটবে না। মানুষের আস্থা কোনও পদাধিকারীর স্থায়িত্ব দিয়ে মাপা যায় না; মাপা যায়, নাগরিকের সহজ প্রশ্নের জবাব প্রতিষ্ঠানটি কত সততার সঙ্গে দেয়, তা দিয়ে।

(লেখক শিল্পপতি)

আজ

১৯৪২

আজকের দিনে শহিদ হন মাতঙ্গিনী হাজরা।

১৯৫৮

অভিনেতা তাপস পাল জন্মগ্রহণ করেন আজকের দিনে।

আলোচিত

যদি নির্বাচন কমিশন কোনও একটি পক্ষের দ্বারা চালিত হয়, তা হলে যা হওয়ার, তাই-ই হয়েছে। কর্তৃপক্ষ এমনভাবে কাজ করুক, যাতে পরে আদালতকে হস্তক্ষেপ করতে না হয়। আগের প্রতীক পাওয়া আইএসএফ-এর অধিকার হয়তো নয়, কিন্তু এটা তাদের চাওয়া স্বাভাবিক।

- বিচারপতি কৃষ্ণ রাও

ভাইরাল/১

দুইদিনের বৃষ্টিতে ব্যাংককে বন্যা। জলমগ্ন রাস্তায় জেট স্কি চালিয়ে কনটেন্ট তৈরি করেন এক থাই তরুণ। সেটি ভিডিও করে সমাজমাধ্যমে ছাড়েন তাঁর বন্ধু। তরুণের দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণে সমালোচনা নেট দুনিয়ায়।

ভাইরাল/২

জয়পুরের নিওয়ারু রোড এলাকার একটি শিব মন্দিরে সন্ধ্যারতি চলাকালীন মাইকের আওয়াজ কমাতে বলেন কয়েকজন তরুণ। তাঁদের সঙ্গে মন্দিরের পুরোহিত তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়েন। বাদানুবাদ এমন পর্যায়ে পৌঁছোয় যে, তরুণরা ধাক্কা দিয়ে তাঁকে ফেলে দেন, মারধর করেন।

জনমন জনমত

স্কুল বাঁচলে শিক্ষা বাঁচবে

শিক্ষক মানেই মানুষ গড়ার কারিগর— আমরা ছোটবেলা থেকেই তা শুনে আসছি। সেই শিক্ষকেরাই আজ এই বিধ্বস্ত সমাজের শিকার। ১৯ সেপ্টেম্বর 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এর ৯-এর পাতায় প্রকাশিত 'পথ চেয়ে তিন শিক্ষক' শীর্ষক খবরটি পড়ে খুব খারাপ লাগল। এটাই আমাদের সমাজের বাস্তব চিত্র। সরকারের পর্যাপ্ত সাহায্য এবং সুযোগ-সুবিধা দেওয়া সত্ত্বেও মানুষজন বেসরকারি স্কুলের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে, যদিও এর জন্য শিক্ষকেরাও অনেকাংশে দায়ী।

কিছু শিক্ষক বা শিক্ষিকা আছেন যাঁরা সত্যিই স্কুলে পড়াতে যান, আবার কিছু শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন যাঁরা কষ্ট করে পড়াশোনা করে একসময় যে জায়গাটি পেয়েছেন, সেই জায়গাটির গুরুত্ব বা মূল্যই দিতে জানেন না। এই ধরনের মানুষের সংখ্যা নেহাত কম নয়। তাই বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রীকে গৃহশিক্ষক বা প্রাইভেটের শরণাপন্ন হতে হয়। আজ যদি শিক্ষক-শিক্ষিকারা স্কুলে ঠিকমতো পড়াতেন, তাহলে বেসরকারি বা নামী স্কুলগুলিকে বাণিজ্যিক মনোভাব গড়ে তোলার আগে দশ বার ভাবতে হত।

এই ঘটনা যেমন বেদনাদায়ক, তার চেয়েও বেশি মর্মস্পর্শী ঘটনা পড়লাম ২০ সেপ্টেম্বরের প্রথম পাতায়—'বন্ধ স্কুলে স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পশু চিকিৎসালয়' শীর্ষক খবর। সরকারি স্কুলগুলি নিয়ে এটি কী ধরনের ভাবনা? ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন, আমার মনে হয় সরকারের এ ধরনের ভাবনা থেকে সরে এসে উলটোটা ভাবা উচিত। স্কুলগুলি বাঁচানোর আন্তরিক চেষ্টা করলে তবেই শিক্ষা সর্বস্তরে পৌঁছোবে। স্কুলগুলিকে এভাবে বিলিয়ে না দিয়ে পড়ুয়াদের কীভাবে সরকারি বিদ্যালয়মুখী করা যায়, তা ভাবতে হবে।

আর যাঁরা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষকতা করতে চান, তাঁদের উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে স্কুলে কাজ করতে দেওয়া উচিত। আমার মতে, সরকার যদি বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে, তবেই শিক্ষাকে যে বাণিজ্যিক জায়গায় ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, তা থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

অর্পিতা চক্রবর্তী, জলপাইগুড়ি।

রাস্তা না মৃত্যুকূপ?

কোচবিহার শহর থেকে নিউ কোচবিহার স্টেশনে যাওয়ার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে পথটি সাধারণ মানুষ ব্যবহার করেন, সেটি হল গোরস্তান থেকে নিউ কোচবিহার যাতায়াতের রাস্তা। সেই রাস্তাটি আজ কার্যত মৃত্যুফাঁদে পরিণত হয়েছে, দেখে মনে হয় যেন একাধিক দিঘি খনন করা হয়েছে। কত গাড়ি, বাইক ও সাইকেল যে এই রাস্তায় দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে, কত লোক যে আহত হয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই! রাস্তার এমন বেহাল দশা কল্পনাও করা যায় না। এই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার কথা উঠলেই হাড় হিম হয়ে আসে। কবে এর স্থায়ী সুরাহা হবে, তা কেউ জানে না। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার, পুরসভা সহ সমস্ত জনপ্রতিনিধির দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

দিলীপচন্দ্র চৌধুরী
গোয়ালাপট্টি, কোচবিহার।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, প্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৮৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৬৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

শরৎ, আছ কি এখনও আগের মতো?

শরতের আকাশ, কাশফুল, শিউলির গন্ধ বদলায়নি, বদলে গিয়েছে আমাদের চারপাশের ছোট্ট পৃথিবী।

রুদ্র সান্যাল

শরৎকে আমরা কেবল পঞ্জিকার পাতায় কিংবা ক্যালেন্ডারের তারিখে খুঁজি না। তাকে খুঁজি কোনও এক অলস ভোরে, পথের ধারে হঠাৎ হেসে ওঠা শুভ্র কাশফুলে। তাকে খুঁজে পাই শিউলির পরিচিত সুবাসে, তুলোর মতো মেঘভেজা নীল আকাশে, কিংবা দূরের কোনও মণ্ডপ থেকে ভেসে আসা ঢাকের চিরচেনা শব্দে। শরৎ আমাদের কাছে কেবল একটি ঋতু নয়। সে মানুষের আবেগ, সংস্কৃতি এবং শৈশবের স্মৃতির এক রঙিন অ্যালবাম। ছেলেবেলায় শরৎ আসার বার্তা আলাদা করে কাউকে এনে দিতে হত না। আকাশ একটু বেশি নীল হলেই, নদীর চরে কাশের ডগা দুললেই, আর হাটেবাজারে পুজোর কেনাকাটার কলরব শুরু হলেই বোঝা যেত, শরৎ দরজায় কড়া নাড়ছে। সেই শরতের সকালগুলো ছিল একেবারে অন্যরকম। ভেজা ঘাসে শিশিরের স্পর্শ, বাতাসে হিমেল পরশ, আর চারধারে এক অদ্ভুত স্নিগ্ধতা। মনে হতো, ধরিত্রী যেন তার সমস্ত ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে নতুন সাজে সেজে উঠেছে।

এখনও নিয়ম করে শরৎ আসে। কিন্তু তাকে চিনতে আমাদের বেশ খানিকটা সময় লেগে যায়। কাশফুল এখনও ফোটে, তবে তার চারপাশের খোলা মাঠগুলো এখন আর নেই। শিউলি এখনও ঝরে, কিন্তু তার সুবাসকে ঢেকে দেয় শহরের ক্ষতিকর ধোঁয়া। নীল আকাশ আজও বিস্তৃত, কিন্তু তার দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলার অবসর আমাদের নেই। শরতের শান্ত স্নিগ্ধ সকালও আজ অনেক সময় প্যাচপেচে গরম, অস্বস্তিকর আর্দ্রতা কিংবা অসময়ের এক পশলা বৃষ্টির কাছে নতিস্বীকার করে। আমরা সহজেই বলি, প্রকৃতি তার রূপ বদলে ফেলছে। কথাটা পুরোপুরি মিথ্যে নয়। জলবায়ুর দ্রুত পরিবর্তন আমাদের

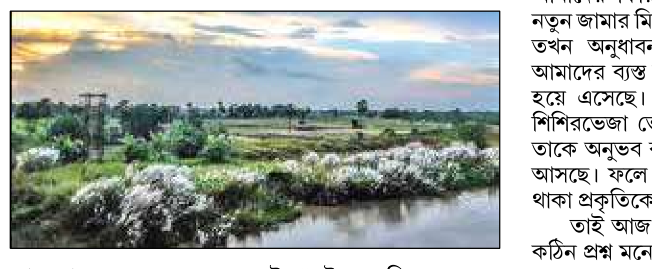

আবহমান ঋতুচক্রের ছন্দকে ওলট-পালট করে দিচ্ছে।

কিন্তু এই পরিবর্তনের দায় কি শুধুই প্রকৃতির? আমরা নিজেরাই তো আমাদের চারপাশের পরিবেশকে এমন নির্মমভাবে বদলে দিয়েছি যে, শরতের নিজস্ব সৌন্দর্য নিয়ে দাঁড়ানোর মতো জায়গাটুকুও আর অবশিষ্ট নেই। জলাভূমি ভরাট হয়েছে, বহু পুরোনো গাছ কাটা পড়েছে, নদীর চরে থাবা বসিয়েছে দখলদাররা, আর খোলা মাঠের বুক চিরে উঠেছে বহুতল কংক্রিট। আধুনিক উন্নয়নের হিসেবের খাতায় হয়তো এগুলো অনেক বড় অগ্রগতি; কিন্তু সেই হিসেবের বাইরে কোথাও চুপিচুপি হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের চেনা ঋতুগুলো। প্রকৃতির বদলের কথা বলার পাশাপাশি তাই আমাদের নিজেদের কাজকেও প্রশ্ন করতে হয়। চারপাশের সবুজ, জলাভূমি, নদী ও খোলা জায়গা কমে গেলে শরতের সেই পরিচিত আবহও যে বদলাবে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

তবু সমস্ত প্রতিকূলতা পেরিয়ে মাঝে মাঝে শরৎ চমকে দেয়। কোনও এক পড়ন্ত বিকেলে দূর মাঠের সাদা কাশের ঢেউ আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যায় ছোটবেলার সেই দিনগুলোয়, নতুন জামার মিষ্টি গন্ধ আর অকারণ আনন্দের স্মৃতিকাতরতায়। তখন অনুধাবন করি, শরৎ এখনও মরে যায়নি। কেবল আমাদের ব্যস্ত জীবন থেকে তার জন্য বরাদ্দ জায়গাটুকু ছোট হয়ে এসেছে। কাশের দোলা, শিউলির গন্ধ, নীল আকাশ, শিশিরভেজা ভোর এখনও কোথাও না কোথাও আছে। শুধু তাকে অনুভব করার অবসর এবং সেই পরিবেশ ক্রমেই কমে আসছে। ফলে শরৎকে মনে রাখার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঘিরে থাকা প্রকৃতিকেও মনে রাখা জরুরি।

তাই আজ কাশের দোলা দেখলে শুধু সৌন্দর্য নয়, একটি কঠিন প্রশ্ন মনে জাগে, আমরা কি আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্য এমন এক পৃথিবী রেখে যেতে পারব, যেখানে শরৎকে চেনাতে কেবল ছবির বই দেখাতে হবে না? কারণ শরৎ হারিয়ে গেলে শুধু একটি ঋতু হারাবে না, চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে আমাদের শৈশব ও স্মৃতির একটি মূল্যবান ভালোবাসার দরজাও। সেই দরজা বন্ধ হওয়ার আগেই আমাদের বুঝতে হবে, শরতের সৌন্দর্য শুধু পুজোর সাজ নয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে গাছ, জলাভূমি, নদী, খোলা মাঠ এবং নির্মল আকাশ। আগামী প্রজন্মের জন্য সেই পৃথিবীটুকু রেখে যাওয়াই আজকের বড় দায়িত্ব।

(লেখক শিক্ষক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

বিন্দুবিসর্গ

শব্দরঙ্গ ■ ৪৫৬২

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। জাঁকজমক, ঘটা, সমারোহ ৩। কাক-এর ভিন্ন নাম ৫। নানা ঘটনায় পূর্ণ ৬। মুকুট, শিরোভূষণ ৭। রাস্তা, বড় রাস্তা ৯। সংগীতকে অবলম্বন করে কাহিনী, সংগীতের মধ্য দিয়ে কাহিনী বর্ণনা ১২। প্রাসাদ ১৩। মিথ্যা বড়াই, ফাঁকিবাজি, ফন্দিবাজি।

উপর-নীচ : ১। ধুকধুকানি, হারের মধ্যমণি বা লকেট ২। ছোট বানরবিশেষ, বিদ্রূপ করে শ্রীহীন ব্যক্তিকে যে সম্বোধন করা হয় ৩। স্বজন, আত্মীয়, বন্ধু ৪। পাথেয়, পুঁজি, সংস্থান বা অবলম্বন ৫। ছোট কলসি, পাত্র, মাথা ৭। বন্ধুত্ব ৮। কবিরাজের কাজ, আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা ৯। সম্মান, মান, মর্যদা, ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা ১০। সুর সংযোগে গাওয়ার যোগ্য, সুরধর্মী ১১। হিমালয় অঞ্চলের পার্বত্য জাতিবিশেষ।

সমাধান ■ ৪৫৬১

পাশাপাশি : ১। চণ্ডিকা ৪। বিবর ৫। জপ ৭। মাথাল ৮। তরিবত ৯। জমিজমা ১১। তরাস ১৩। তাড়ি ১৪। খাদিম ১৫। সারস।

উপর-নীচ : ১। চন্দ্রিমা ২। কাবিল ৩। মারফত ৬। পরাত ৯। জনতা ১০। মালখানা ১১। তমসা ১২। সন্ত্রাস।

এসআইআর মামলার দ্রুত শুনানির আর্জি খারিজ

‘এটা তো স্রেফ উপনির্বাচন’ সূর্য কান্ত

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর : পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) সংক্রান্ত মামলার দ্রুত শুনানির আর্জি খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। ৬ অক্টোবর রাজ্যের দুই বিধানসভা কেন্দ্র, নন্দীগ্রাম এবং রেজিনগরে উপনির্বাচন। তার আগে, ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া ১৮ হাজারের বেশি মানুষের ভাগ্য নির্ধারণের জন্য আগাম শুনানির আবেদন জানানো হয়েছিল। কিন্তু প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ সেই আবেদন খারিজ করে দিয়ে জানিয়েছে, পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আগামী ৫ অক্টোবরই এই মামলার শুনানি হবে।

সোমবার শুনানির সময় মামলাকারীর আইনজীবী আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানান, শীর্ষ আদালতের তালিকায় আগে এই মামলার শুনানির দিন ২৯ সেপ্টেম্বর বলে উল্লেখ করা হয়েছিল, যা বর্তমানে ৫ অক্টোবর দেখাচ্ছে। তিনি যুক্তি দেন, ট্রাইবিউনালে এখনও ১৮ হাজারের বেশি আবেদন ঝুলে রয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দিতে না পারা এই মানুষগুলির আবেদন ৬ তারিখের আগে নিষ্পত্তি না হলে তাঁরা আসন্ন উপনির্বাচনেও ভোটদান থেকে বঞ্চিত হবেন। আইনজীবী বলেন, ‘এই নিয়ে দ্বিতীয়বার এই মানুষগুলো তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না। এসআইআর-এর ঝুলে থাকা আবেদনগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি প্রয়োজন।’

এই আর্জির প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত মন্তব্য করেন, ‘এগুলি শুধুমাত্র উপনির্বাচন, আর কিছু নয়।’ প্রধান বিচারপতির এই মন্তব্যের পর আইনজীবী ফের দ্রুত শুনানির আবেদন জানালেও বেঞ্চ তা খারিজ করে দেয়।

নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, এসআইআর প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার পর প্রায় ৩৮.৩১ লক্ষ মানুষ আপিল করেছিলেন। এর মধ্যে ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মাত্র ১ লক্ষ ২৬ হাজার ১৯৪টি আবেদনের নিষ্পত্তি হয়েছে। ফলে এখনও ৩৭ লক্ষেরও বেশি আবেদন বিচারাধীন। উল্লেখযোগ্যভাবে, যে মামলাগুলির নিষ্পত্তি হয়েছে, তার মধ্যে ৯৩ শতাংশ ক্ষেত্রেই আবেদনকারীদের বৈধ ভোটার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই ধীরগতির কারণে বৈধ ভোটাররা তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

এদিকে, সুপ্রিম কোর্টের এই সিদ্ধান্তের পর রাজনৈতিক তর্জাও শুরু হয়েছে। কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘এটা সংসদ, বিধানসভা, পুরসভা বা পঞ্চায়েতের নির্বাচন কি না, তা বিবেচ্য নয়। ভোট দেওয়ার অধিকার সংবিধান এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষার জন্য অপরিহার্য। এসআইআর আসলে ভারতীয় ভোটাধিকারের নোটবন্দি।’

এদিকে এর মধ্যেই এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে প্রধান বিচারপতিকে একটি চিঠি দিয়েছেন দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রায় দু-হাজার বিশিষ্ট ব্যক্তি। চিঠিতে এসআইআর-এর বৈধতা ও প্রক্রিয়া পর্যালোচনা না হওয়া পর্যন্ত তা স্থগিত রাখা, ভোটার নিবন্ধন সফটওয়্যার ও ফর্মে অনুমোদনহীন পরিবর্তনের অভিযোগের আদালতের নজরদারিতে তদন্ত এবং ইসিআই-নেট প্ল্যাটফর্মের নিরাপত্তা যাচাইয়ের দাবি জানানো হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও সুপ্রিম কোর্ট যাতে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে বিষয়টি বিবেচনা করে, সেই আবেদনও রয়েছে চিঠিতে। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে রয়েছেন প্রাক্তন নৌসেনাপ্রধান অ্যাডমিরাল বিষ্ণু ভাগবত, প্রাক্তন আইএএস অদিতি মেহতা, আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ, ইতিহাসবিদ আদিত্য মুখোপাধ্যায়, অভিনেতা প্রকাশ রাজ সহ বহু শিক্ষাবিদ, আইনজীবী, সাংবাদিক ও প্রাক্তন আমলারা।

ইউপিআই লেনদেনের মাশুলে স্থগিতাদেশ নয়

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর : ২০০০ টাকার বেশি ইউপিআই লেনদেনের মাশুলে (মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেট বা এমডিআর) কোনও অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিতে রাজি হল না সুপ্রিম কোর্ট। তবে এই নয়া মাশুল কেন চাপানো হচ্ছে, সে বিষয়ে কেন্দ্র, রিজার্ভ ব্যাংক এবং ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়াকে অবস্থান স্পষ্ট করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনাকে নিয়ে গঠিত বেঞ্চ কেন্দ্রকে নোটিশ পাঠিয়ে আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে এই সিদ্ধান্তের বিস্তারিত কারণ সহ হলফনামা জমা দিতে বলেছে।

গত ১৪ ও ১৫ সেপ্টেম্বর অর্থমন্ত্রক একটি নির্দেশিকা জারি করে জানায়, ১৫ অক্টোবর থেকে নির্দিষ্ট কিছু বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ২০০০ টাকার বেশি ইউপিআই পেমেন্টের ওপর ০.৪ শতাংশ এমডিআর চার্জ নেওয়া হবে। কেন্দ্রের এই নির্দেশিকাকে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতে জনস্বার্থ মামলা দায়ের

কেন্দ্রের কাছে জবাব তলব

করেছিলেন আইনজীবী অঞ্জন দত্ত। মামলাকারীর আইনজীবী আদালতে সওয়াল করেন, ‘ইউপিআই কালো টাকা রুখতে বড় ভূমিকা নিয়েছে। নতুন করে এই চার্জ বসালে ডিজিটাল লেনদেনে উৎসাহ কমবে এবং ব্যবসায়ীরা এই বাড়তি আর্থিক বোঝা সাধারণ গ্রাহকদের ঘাড়েই চাপিয়ে দেবেন।’

এই মাশুলের আইনি ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বেঞ্চের অন্যতম বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী। তিনি কেন্দ্রকে প্রশ্ন করেন, ‘এটি কি কোনও কর নাকি ফি? যদি এটি ফি না হয়, তবে এই অর্থ গ্রহণের প্রশাসনিক ভিত্তি ঠিক কী? এর বিনিময়ে গ্রাহকদের ঠিক কী পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে?’ এই বিষয়টিকে আইনি কাঠামোর চেয়ে অনেক বেশি ‘প্রযুক্তিগত’ বলে উল্লেখ করেছে আদালত।

সরকারের পক্ষে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল (এএসজি) এন ভেঙ্কটরমন আদালতে যুক্তি দেন, ‘এটি কোনও কর বা ফি নয়, এটি একটি ইন্ডাস্ট্রি সেটেলমেন্ট মেকানিজম (শিল্প নিষ্পত্তি ব্যবস্থা মাত্র)।’ তিনি আদালতকে আশ্বস্ত করে বলেন, ‘দেশের ৯৬ শতাংশ পেমেন্ট গেটওয়ে ব্যবহারকারী এই নতুন চার্জের আওতার বাইরে থাকবেন। তাছাড়া অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবার ক্ষেত্রে চার্জের ঊর্ধ্বসীমা ৫ টাকা বেঁধে দেওয়া হয়েছে।’

তবে কেন্দ্রের এই যুক্তিতে ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীরা। এমডিআর চার্জ বাতিলের দাবিতে আগামী ২ অক্টোবর গান্ধি জয়ন্তীতে দেশজুড়ে ‘নো ইউপিআই ডে’ পালনের ডাক দিয়েছে অল ইন্ডিয়া মোবাইল রিটেলার্স অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের পক্ষে জানানো হয়েছে, ‘ডিজিটাল ইন্ডিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে ইউপিআই পেমেন্টে জিরো এমডিআর কাঠামো বজায় রাখতে হবে। এই মাশুল ছোট ব্যবসায়ীদের ওপর বিপুল আর্থিক বোঝা চাপাবে।’

‘নির্ভয়ার ঘটনার মতোই যন্ত্রণাদায়ক’

দিল্লিতে পরপর গণধর্ষণে সুপ্রিম উদ্বেগ

- নির্ভয়া কাণ্ডের যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতির সঙ্গে সাম্প্রতিক গণধর্ষণের ঘটনাগুলির তুলনা এসেই যায়
- পুলিশ ও প্রশাসনের ব্যর্থতা স্পষ্ট
- কেবল সমবেদনা প্রকাশ করে এই সামাজিক ব্যাধির সমাধান সম্ভব নয়

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর : দিল্লিতে পরপর গণধর্ষণের ঘটনায় ক্ষুব্ধ সুপ্রিম কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করেছে। ২০১২ সালের নির্ভয়া কাণ্ডের যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতির কথা তুলে ধরে বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনের ডিভিশন বেঞ্চ এগুলিকে ‘আইনশৃঙ্খলা ও প্রশাসনের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতা’ বলে চিহ্নিত করেছে।

উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা এক নাবালিকাকে চলন্ত স্লিপার বাসে প্রায় ৪৭ কিলোমিটার পথজুড়ে নির্যাতন করে চালক ও কনডাক্টর। তাকে দিল্লি পৌঁছে দিয়ে পালায় অভিযুক্তেরা। অন্য ঘটনায়, দক্ষিণ-পূর্ব দিল্লির কালকাজি মন্দিরের কাছে আস্থাকুঞ্জ পার্কে পুলিশ সেজে ১৭ বছরের এক কিশোরীকে পিস্তল ও ছুরি দেখিয়ে গণধর্ষণ করে তিন দুষ্কৃতী। এছাড়া স্বরূপনগরেও এক কিশোরীকে গণধর্ষণের পর খুনের খবর সামনে আসে। এসব ঘটনায় যুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তবে এক মাসের মধ্যে পরপর এসব নারকীয় ঘটনায় রাজধানী ও সংলগ্ন এলাকায় মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে তীব্র উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করে সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ কড়া পর্যবেক্ষণ জানিয়েছে। ওই বেঞ্চের মতে, ‘২০১২ সালের নির্ভয়া কাণ্ডের যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতির সঙ্গে এই ঘটনাগুলির তুলনা না করে পারা যায় না।’ শীর্ষ আদালত ক্ষোভের সঙ্গে বলেছে, ‘দিল্লি-এনসিআরে ধর্ষণের খবরগুলি আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও প্রশাসনের নিরাপত্তা দেওয়ার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতাকেই স্পষ্ট করে।’ বিচারপতিদের আরও বক্তব্য, ‘আলো ও নজরদারির অভাবের জন্য পার্ক বা বাসের মতো গণ-পরিসরকে অতি ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল হতে দেওয়া যাবে না।’

সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদের আওতায় প্রত্যেকের মর্যাদাপূর্ণ জীবনের অধিকারের কথা মনে করিয়ে দিয়ে বেঞ্চের স্পষ্ট বার্তা, ‘দায়বদ্ধতাহীন সমবেদনা প্রকাশ এই সামাজিক ব্যাধির সমাধান নয়। অপরাধ দমন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে থাকা কর্তৃপক্ষের সুনির্দিষ্ট দায়বদ্ধতা ও পরিমাপযোগ্য পদক্ষেপ প্রয়োজন।’ দিল্লি-এনসিআরে মহিলা ও শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিতে সুপ্রিম কোর্ট এখন সরাসরি নজরদারি চালাবে।

জন্মালেই সোনার আংটি, হাহাকার দুধে

চেন্নাই, ২৮ সেপ্টেম্বর : তামিলনাড়ুর স্থায়ী বাসিন্দার সন্তান এখন ওই রাজ্যের কোনও সরকারি হাসপাতালে জন্মালে সেই শিশু এক গ্রাম সোনার আংটি পাবে। সোমবার এই নতুন প্রকল্প চালুর কথা ঘোষণা করেছে তামিলনাড়ু সরকার। মুখ্যমন্ত্রী সি জোসেফ বিজয়ের জনমোহিনী পদক্ষেপে উৎসাহিত সাধারণ সমর্থক এবং দলীয় কর্মীরা। ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে চালু হচ্ছে এই প্রকল্প। বিজেপি সাফ জানিয়েছে, শিশুদের সোনা নয়, দুধ দরকার। রাজ্যে দুধের সংকট মারাত্মক আকার নিয়েছে। যেখানে প্রতিদিন ৩৭ লক্ষ লিটার দুধ দরকার, সেখানে রাজ্য সরকারের ব্র্যান্ড ‘আভিন’ প্রকল্পে দৈনিক দুধ সংগ্রহ কমে দাঁড়িয়েছে ২৭-২৮ লক্ষ লিটারে। বিজেপির বক্তব্য, শিশুদের সোনার আংটির চেয়ে পুষ্টিকর দুধ দেওয়া জরুরি। মূল সমস্যা থেকে নজর ঘোরাতে বিজয় সরকারের সোনার আংটি চমক।

ব্যালট পেপার ফেরানোর দাবি অখিলেশ, মায়ার

লখনউ, ২৮ সেপ্টেম্বর : ইভিএমের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে অবিলম্বে ব্যালট পেপারে নির্বাচন ফেরানোর দাবি তুললেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব এবং বিএসপি সুপ্রিমো মায়াবতী। তাঁদের মতে, জনগণের অবাধ ভোটাধিকার রক্ষায় ব্যালটই একমাত্র ভরসা।

লখনউয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে অখিলেশ জানান, নির্বাচনে সব আসনে জিতলেও তাঁর দল ইভিএমের বিরোধিতা চালিয়ে যাবে। আমেরিকা ও জার্মানির মতো প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত দেশও ব্যালটেই ভোট করায়। ইভিএম চালুর যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, যন্ত্রের পর যন্ত্র ব্যবহারের কোনও মানে হয় না। বিজেপিকে কেন্দ্র থেকে না সরালে নির্বাচনি ব্যবস্থার এই সংকট কাটবে না বলেও তাঁর সাফ কথা।

অন্যদিকে মায়াবতীর অভিযোগ, ইভিএম নিয়ে ভোটারদের মনে তৈরি হওয়া সংশয় গণতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। বিজেপি আগে বিরোধীদের সারিতে থাকার সময় ইভিএম জালিয়াতির তোপ দাগলেও ক্ষমতায় এসে পদ্ধতিটি বহাল রেখেছে। বিএসপির আবেদনের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট ইভিএমের পাশাপাশি ভিভিপ্যাট চালুর নির্দেশ দিয়েছিল। তবে গণনার সময়ে সব ভিভিপ্যাট স্লিপ মিলিয়ে দেখা হয় না। তাই জনগণের হারিয়ে যাওয়া আস্থা ফেরাতে ব্যালট ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা জরুরি।

ফের নেপালে টানা বৃষ্টি-ধসে মৃত ২৭

ফের বিপর্যয়। নেপালের একটি নদীতে ভেঙে পড়ছে আশপাশের বাড়িঘর।

কাঠমান্ডু, ২৮ সেপ্টেম্বর : গত মাসের ভয়াবহ বন্যার ক্ষত এখনও শুকোয়নি। তার মধ্যেই আবার প্রকৃতির রুদ্ররোষে নেপাল। টানা চারদিনের প্রচণ্ড বৃষ্টি, বন্যা এবং ব্যাপক ভূমিধসের জেরে প্রতিবেশী দেশে এখনও পর্যন্ত অন্তত ২৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ বহু। আহত হয়েছেন অনেকেই। প্রায় তিন হাজার মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

নেপালের ন্যাশনাল ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অথরিটির (এনডিআরআরএমএ) দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২৪ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলা দুর্যোগে ভূমিধসের কারণে সবচেয়ে বেশি প্রাণহানি ঘটেছে। পাহাড় ভেঙে মৃত্যু হয়েছে ১৪ জনের, বন্যায় ৪ জন এবং বৃষ্টিজনিত অন্যান্য দুর্ঘটনায় আরও ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। রবিবার সকালে বাগলুং জেলার নিশিখোলা এলাকায় একটি বড় ধস নামে। সেখানে মাটির নীচে চাপা পড়ে প্রাণ হারান চার জন। তিব্বত সীমান্তের কাছে নেপালের মানাং জেলার নার-ফু-তে অবস্থিত একটি বেস ক্যাম্পে ভয়াবহ তুষারধস নেমেছিল। এই ঘটনায় অন্তত ১৪ জন নিখোঁজ ছিলেন। সোমবার তাঁদের মধ্যে ২ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে।

টানা বৃষ্টির জেরে কালীগণ্ডকী নদী বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে। জলের তোড়ে বহু বাড়িঘর ও সেতু ভেসে গিয়েছে। অন্যদিকে, মানাংয়ের চামে এলাকায় ধস নেমে মার্সিয়াংদি নদীর গতিপথ প্রায়

প্রকৃতির রুদ্ররোষ

বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কালীগণ্ডকী নদীর প্রবাহও কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। এর ফলে প্রাকৃতিক বাঁধ ভেঙে আচমকা জলোচ্ছ্বাসের আশঙ্কায় কাঁটা হয়ে রয়েছেন নদী তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দারা।

প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে দেশে ২৬০টি বাড়ি সম্পূর্ণভাবে ভেঙে গিয়েছে এবং ৮০টি বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত। পাহাড়ি এলাকাগুলিতে ধস নামার ফলে একাধিক রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে, বিপর্যস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা। জাজরকোট, মিয়াগদি এবং সংখুবাসভার মতো দুর্গম পাহাড়ি জেলাগুলিতে আটকে পড়াদের উদ্ধারে হেলিকপ্টার নামাতে বাধ্য হয়েছে প্রশাসন। গত অগাস্টেই ভয়াবহ হিমবাহ ধস ও বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল নেপালে। সেই ধাক্কা সামলে ওঠার আগেই এই নতুন দুর্যোগে কার্যত দিশেহারা পাহাড়ি দেশটি।

বাধ্যতামূলক নয় তৃতীয় ভাষা

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর : স্বস্তি মিলল শিক্ষার্থীদের, অভিভাবকদেরও। সিবিএসই বোর্ডের ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের এখনই তৃতীয় ভাষা শেখা বাধ্যতামূলক নয়। সোমবার সুপ্রিম কোর্ট এই নির্দেশ দিয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি)-র সুপারিশ মেনে স্কুল পর্যায়ে তিনটি ভাষা শেখার বিষয় নিয়ে একাধিক আবেদন জমা পড়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। তার শুনানিতে সর্বোচ্চ আদালত জানিয়েছে, সপ্তম, অষ্টম, নবম শ্রেণির মতো ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়াদেরও তৃতীয় ভাষা শেখার আওতায় আনার দরকার নেই। উপযুক্ত পরিকাঠামো গঠন এবং শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোনও অতিরিক্ত ভাষার বোঝা ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর চাপানো উচিত নয়।

কুয়োয় পড়ে মৃত্যু শিশুর

চণ্ডীগড়, ২৮ সেপ্টেম্বর : খেলতে খেলতে কুয়োয় পড়ে যায় বছর তিনেকের শিশুকন্যা নেহা। হরিয়ানার ফরিদাবাদের সিহি গ্রামের ঘটনা ১০ ঘণ্টার প্রচেষ্টায় নেহাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। প্রায় ২৫০ ফুট গভীর পরিত্যক্ত কুয়োটিতে আলো সামনে আলো ক্যামেরা লাগিয়ে উদ্ধার চালিয়েও শেষরক্ষা হল না।

আমেরিকাকে কড়া বার্তা ইরানের

ব্রিটেনে মার্কিন ঘাঁটির কাছে নাশকতার ছক

তেহরান, ২৮ সেপ্টেম্বর : ব্রিটেনের গ্লসেস্টারশায়ারের আরএএফ ফেয়ারফোর্ড বায়ুসেনা ঘাঁটির কাছে তিনটি গাড়ি থেকে ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এই ঘাঁটিটি ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন বোমারু বিমানগুলি ব্যবহার করছে। নাশকতার আশঙ্কায় ঘাঁটি সংলগ্ন গ্রামের প্রায় ৮৫টি পরিবারকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বম্ব স্কোয়াড দিয়ে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। এর জেরে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ধৃতদের সঙ্গে সত্যিই ইরানের কোনও যোগসাজশ আছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে ব্রিটিশ কাউন্টার টেররিজম পুলিশ। এর আগে তেহরান হুঁশিয়ারি দিয়েছিল, তাদের ভূখণ্ডে হামলার জন্য ব্যবহার হওয়া যে কোনও বিদেশি ঘাঁটি ইরানি সেনার লক্ষ্যবস্তু হতে পারে। এই ব্রিটিশ পদক্ষেপের প্রশংসা করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ‘ওরা আমাদের ঘাঁটির বড়সড়ো ক্ষতি করার পরিকল্পনা করেছিল। তবে ব্রিটিশ পুলিশের সঙ্গে কাজ করে তা আটকানো গিয়েছে।’

বাড়তে থাকা উত্তেজনার মধ্যেই ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি এক সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট জানিয়েছেন, তেহরান যুদ্ধের জন্য পুরোপুরি তৈরি। আমেরিকার আসন্ন নির্বাচন প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, ‘আমরা মধ্যবর্তী ভোট নিয়ে একেবারেই চিন্তিত নই, আমাদের জাতীয় স্বার্থ নিয়ে চিন্তিত।’ সামরিক প্রস্তুতির বার্তা দিলেও তিনি জানান, আলোচনার দরজা এখনও খোলা রয়েছে।

আরাঘচি বলেন, ‘আমরা যুদ্ধ শুরু হওয়ার জন্য তৈরি।’ তাঁর হুঁশিয়ারি, নতুন করে কোনও আগ্রাসন হলে ইরান তার কড়া জবাব দেবে, এমনকি তা ভয়াবহ যুদ্ধে পরিণত হলেও পিছু হটবে না তেহরান। তবে তিনি এটাও মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, হরমুজ প্রণালী নিয়ে দ্বন্দ্ব মেটাতে তেহরান এখনও কূটনীতির পথে হাঁটতে রাজি। সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায় এখন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের।

চোখরাঙানির জবাবে হাতিয়ার ‘বাহুবলী’

হায়দরাবাদ, ২৮ সেপ্টেম্বর : মার্কিন চাপের কাছে মাথা নোয়াবে না ইরান। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনে এমনই কড়া বার্তা দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান। তাঁর সেই বক্তব্যকেই এবার এক অভিনব কায়দায় সমর্থন জানাল হায়দরাবাদের ইরানি কনস্যুলেট। মার্কিন চোখরাঙানির জবাব দিতে হাতিয়ার করা হল জনপ্রিয় ভারতীয় সিনেমা ‘বাহুবলী’-কে।

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় এসএস রাজামৌলি পরিচালিত বাহুবলী ছবির একটি বিখ্যাত যুদ্ধের ভিডিও শেয়ার করেছে কনস্যুলেট। সেখানে দেখা যাচ্ছে, কালকেয়দের বিরুদ্ধে বীরদর্পে লড়াই করছেন অমরেন্দ্র বাহুবলী (প্রভাস)। ক্যাপশনে প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ানের বক্তব্য উদ্ধৃত করে লেখা হয়েছে, ‘আমরা কখনও মাথানত করব না বা হাঁটু গেড়ে বসব না। কালকেয়দের বিরুদ্ধে বাহুবলীর লড়াইয়ের মতোই মাতৃভূমির জন্য আমরা নিজেদের রক্ত ঝরাতেও প্রস্তুত।’

মসজিদের অংশ ভাঙা নিয়ে রণক্ষেত্র

উজ্জয়িনী, ২৮ সেপ্টেম্বর : ২০২৮ সালে সিংহস্থ মেলা উপলক্ষ্যে সড়ক সম্প্রসারণের কাজ শুরু করেছে উজ্জয়িনীর স্থানীয় প্রশাসন। সেই অভিযানে সোমবার শাহি মসজিদের অংশ ভাঙাকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল উজ্জয়িনী। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে উত্তেজিত জনতা। পুলিশকে নিশানা করে চলল ইটবৃষ্টি, আর তার জবাবে কাঁদানে গ্যাস।

কণ্ঠাল চৌরাস্তা থেকে গোপাল মন্দির পর্যন্ত রাস্তা চওড়া করার কাজে মসজিদের প্রার্থনাকক্ষের মিনার সহ একটি অংশ ভাঙা নিয়ে এই উত্তেজনা তৈরি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে র‍্যাফ ও লাগোয়া একাধিক জেলা থেকে আড়াই হাজার

পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। দফায় দফায় সংঘর্ষে আধ ডজন পুলিশকর্মী আহত হন। পাথর ছোড়া ও সমাজমাধ্যমে গুজব ছড়ানোর অভিযোগে ১০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে পুলিশ। জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপ শর্মা জানান, ‘কিছু দুষ্কৃতী অশান্তি ছড়াতে পাথর ছোড়ে। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ও সামান্য বলপ্রয়োগ করেছে।’

মসজিদের অংশ ভাঙার প্রতিবাদে স্থানীয় বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখান এবং মহিলারা সড়ক অবরোধ করেন। মসজিদ ভাঙার তীব্র বিরোধিতা করে রাজ্যসভার কংগ্রেস সাংসদ ইমরান প্রতাপগড়ি বলেন, ‘প্রগতির নামে ৬০০ বছরের প্রাচীন একটি ঐতিহ্যবাহী স্থান ভেঙে ফেলা বিদ্বেষের চরম প্রকাশ।’

স্থানীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ‘শহর কাজি’ খলিলুর রহমান অধিবাসীদের গুজবে কান না দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন। হিংসায় জড়িতদের চিহ্নিত করতে সিসিটিভি ও ড্রোন ক্যামেরায় নজরদারি চলছে।

আরও নামল সেনসেক্স-নিফটি

মুম্বই, ২৮ সেপ্টেম্বর : সপ্তাহের প্রথম লেনদেনের দিনেও পতনের ধারা অব্যাহত রইল ভারতীয় শেয়ার বাজারে। সোমবার সেনসেক্স ১১২৪.০২ পয়েন্ট নেমে ৭২৭৭১.৭২ পয়েন্টে পৌঁছেছে। একইভাবে নিফটি ৩৬০.২৫ পয়েন্ট খুইয়ে থিতু হয়েছে ২২৭৮০.২৫ পয়েন্টে। এই পতনের জেরে এক দিনে লগ্নিকারীরা খুইয়েছেন প্রায় ৮.৯২ লক্ষ কোটি টাকা।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, ভূরাজনৈতিক অস্থিরতার জেরে অশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ফের ১০৭ ডলার পেরিয়েছে। জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি অব্যাহত

থাকায় মূল্যবৃদ্ধির হার ঊর্ধ্বমুখী থাকবে। ফলে পরবর্তী ঋণনীতিতে আরও একদফা সুদের হার বাড়াতে পারে মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ। এমন আশঙ্কায় সারা বিশ্বের শেয়ার বাজারে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। এর পাশাপাশি মার্কিন বন্ড ইল্ডের মূল্যবৃদ্ধিও শেয়ার বাজারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

৫-৭ অক্টোবর ঋণনীতি পর্যালোচনায় বসবে রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নরের নেতৃত্বাধীন কমিটি। এবার একদফা সুদের হার বাড়ানো হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হয়েছে। সেই আশঙ্কা শেয়ার বাজারে প্রভাব ফেলছে বলে মনে করছেন অনেক বিশেষজ্ঞই।

বৃষ্টির শহরে ডাবলিনের সুর

আইরিশ ব্যান্ডের মায়াবি সুরে মাতল তিলোত্তমা

বাইরে তখন মুষলধারে বৃষ্টি। কলকাতার আকাশজুড়ে যেন বর্ষার সমস্ত অভিমান। কিন্তু সেই বৃষ্টি, সেই দুর্যোগও সেদিন থামাতে পারেনি সংগীতের টান। কাসা ব্রডওয়ে-র মিউজিক রুমে তখন উপচে পড়া ভিড়। বাইরে প্রকৃতির তাণ্ডব, আর ভিতরে সুরের উষ্ণতায় তৈরি হচ্ছে এক অন্যরকম সন্ধ্যা। দিনটা বৃহস্পতিবার, ২৪ সেপ্টেম্বর।

'বাংলানাটক ডট কম'-এর উদ্যোগে আয়োজিত সেই সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় হাজির হয়েছিল আয়ারল্যান্ডের ডাবলিন শহরের বিখ্যাত আধুনিক আইরিশ লোকসংগীতের ত্রয়ী—'স্যালটেয়ার'। উদ্দেশ্য ছিল দুই ভিন্ন মহাদেশের সংস্কৃতির মধ্যে মেলবন্ধন ও আদানপ্রদান। আর সেই উদ্দেশ্য যেন সুরের পথ ধরেই খুব সহজে পৌঁছে গেল শ্রোতাদের হৃদয়ে।

বাংলার গণ্ডি ছাড়িয়ে এই প্রথম 'সুর জাহান' পাড়ি দিচ্ছে মহারাষ্ট্রে। আগামী ৩০ ও ৩১ জানুয়ারি নাসিকে বসবে এই উৎসবের আসর। ইন্দোনেশিয়া, আয়ারল্যান্ড, ডেনমার্কের আন্তর্জাতিক ব্যান্ডের সঙ্গে যোগ দিতে পারে স্পেনও।

ঐতিহ্যবাহী আইরিশ সংগীতের সঙ্গে লোকগীতি এবং গল্প বলার অনবদ্য শৈলীর মিশেল ঘটিয়ে এই ব্যান্ডটি বিশ্বজুড়ে দারুণ জনপ্রিয়। ব্যান্ডের তিন সদস্য—মায়াবী কণ্ঠ ও সেলোর দায়িত্বে থাকা ক্যাটলিন কুলেন-ভারহজ, গিটারে ইয়ান কিনসেলা এবং একাধিক বাদ্যযন্ত্রে পারদর্শী ওয়েন ও'কেনাভান। তাঁরা যখন আইরিশ এবং ইংরেজি গান গাইতে শুরু করলেন, মুহূর্তেই যেন বদলে গেল প্রেক্ষাগৃহের আবহ। গিটার, সেলো এবং ঐতিহ্যবাহী আইরিশ বাঁশির সুরে সাবেকি ও আধুনিকতার এক অপূর্ব মেলবন্ধন তৈরি হলো। আইরিশ লোকজ সুরের সেই মায়াবী ছন্দে নিমেষেই দূর হয়ে গেল বাইরের বৃষ্টির বিষণ্ণতা।

তবে মুগ্ধতার সেই আবেশ বেশিক্ষণ এক সুরে আটকে থাকেনি। স্যালটেয়ারের নিজস্ব পরিবেশনার পর মঞ্চে ওঠেন প্রখ্যাত সংগীত পরিচালক দেবজ্যোতি মিশ্র এবং তাঁর ছাত্রছাত্রীরা। আইরিশ সুরের রেশ কাটতে না কাটতেই মঞ্চে ছড়িয়ে পড়ল খাঁটি ভারতীয় সুরের জাদু। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত থেকে শুরু করে প্রাণবন্ত বিহু—সব মিলিয়ে তৈরি হলো এক অদ্ভুত মূর্ছনা।

আর বিহু গানের ছন্দে তো দর্শকরাও আর স্থির থাকতে পারলেন না। দর্শকাসনে বসে থাকা অনেকেই বিহুর তালে কোমর দুলিয়ে শিল্পীদের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পা মেলালেন। মঞ্চ আর দর্শকাসনের দূরত্বটুকুও যেন তখন মুছে গেল।

অনুষ্ঠানের সবচেয়ে বড় চমকটি অবশ্য তোলা ছিল একেবারে শেষের জন্য—আইরিশ ব্যান্ড এবং দেবজ্যোতি মিশ্রের দলের এক অনবদ্য যুগলবন্দি। স্যালটেয়ার ব্যান্ডটি তাদের নিজস্ব ঘরানায় একটি সুর তুলছিল, আর ঠিক সেখান থেকেই গানটি নিখুঁতভাবে তুলে নিচ্ছিলেন দেবজ্যোতি মিশ্রের দল। আবার ভারতীয় সুর থেকে অনায়াসেই তা ফিরে যাচ্ছিল আইরিশ ছন্দে।

প্রায় বিনা মহড়ায়, স্বতঃস্ফূর্ত এই যুগলবন্দি যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল—সংগীতের কোনো কাঁটাতার হয় না। ভাষার ভেদাভেদ, ভৌগোলিক দূরত্ব কিংবা সংস্কৃতির আলাদা পরিচয়—সবকিছুকে অতিক্রম করে সুর নিজের মতো করে মানুষকে কাছে টেনে নেয়। সংগীতেই জুড়ে যায় বিশ্ব।

সংগীত যে বিশ্ববাসীকে এক সুতোয় বাঁধতে পারে, সেই বিশ্বাসকেই প্রতি বছর 'সুর জাহান' বিশ্ব শান্তি সংগীত উৎসবের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করে 'বাংলানাটক ডট কম'। আগামী বছরও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। ২০২৭ সালের ২২ থেকে ২৪ জানুয়ারি কলকাতার জি ডি বিড়লা সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 'সুর জাহান'। এরপর ২৬ ও ২৭ জানুয়ারি উৎসবের আসর বসবে বর্ধমানের বননবগ্রাম বাউল আশ্রমে।

বাংলার গণ্ডি ছাড়িয়ে এই প্রথম 'সুর জাহান' পাড়ি দিচ্ছে মহারাষ্ট্রেও। আগামী ৩০ ও ৩১ জানুয়ারি নাসিকে বসবে এই উৎসবের আসর। ইতিমধ্যেই ইন্দোনেশিয়া, আয়ারল্যান্ড এবং ডেনমার্কের আন্তর্জাতিক ব্যান্ডগুলো নাসিকের এই উৎসবে যোগ দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। স্পেন থেকেও একটি ব্যান্ডের আসার কথা রয়েছে।

শুধু আন্তর্জাতিক শিল্পীরাই নন, সুর জাহানের মঞ্চে রাজস্থানের মরুভূমির লোকশিল্পী, পূর্ব ঘাটের আদিবাসী সংগীতশিল্পী এবং বাংলার বাউলরাও সুর মেলাবেন বিদেশি শিল্পীদের সঙ্গে।

আগামী বছর মহারাষ্ট্রে পা দেওয়ার আগে, কাসা ব্রডওয়ের এই ছোট কিন্তু জাদুকরী বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যাটি যেন তারই এক মধুর ট্রেলার হয়ে রইল বাংলার শ্রোতাদের কাছে।

ছবি: সংহিতা ভৌমিক

একনজরে সেরা ৫

ফিরছেন সব্যসাচী

সত্যজিৎ রায়ের গল্প নিয়ে আবার ফিরছেন সন্দীপ রায়। এতে দেখা যাবে সব্যসাচী চক্রবর্তীকে। ছোটপর্দায় জন্য সন্দীপ তৈরি হচ্ছেন কিনা, জানা যায়নি, তবে সব্যসাচী ফিরছেনই। এর আগে সন্দীপ রায় সত্যজিৎ রায়ের গল্প নিয়ে টিভির পর্দায় কাজ করেছেন। সব্যসাচী ফেলুদা হয়েছিলেন। বয়স বেড়ে যাওয়ায় ফেলুদার চরিত্র থেকে সরে যান তিনি।

ক্ষুব্ধ আদৃত

বেপরোয়া প্রথম সপ্তাহে হাউসফুল হলেও পরে অনেক হল থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। এরপর নায়ক আদৃত রায় পোস্ট করেছেন, আমাদের ছবির প্রিমিয়ার ছিল না, প্রচার হয়নি, ইন্ডাস্ট্রির দাদা-দিদিরা ছবির পাশে দাঁড়ায়নি, কিন্তু যারা দেখেছেন, স্ট্যান্ডিং অভেশন দিয়েছেন, তাদের মন থেকে ধন্যবাদ। আপনারা পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাই ছবি দ্বিতীয় সপ্তাহে হাউসফুলের দিকে যাচ্ছে।

ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত

স্ত্রী বিদ্যা বালানকে বিমানবন্দরে সি অফ করতে এসেছিলেন সিদ্ধার্থ রায় কাপুর। সেখানে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে দু-বার চুম্বন করেন, ঠোঁটে ঠোঁট রেখেই। পাপারাৎসিদের জন্য দুজনে পোজ দেন। হাসিমুখেই তাদের সঙ্গে কথা বলেন। এই ভিডিও ভাইরাল হয় দ্রুত। ওঁরা নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন আড়ালেই রাখেন। এবার বাইরে এল।

অমিতাভর জন্য

২৬/ ১১-র মুম্বাই হামলার মুখ আজমল কাসভ আদালতে দাবি করছিল, বিস্ফোরণ নয়, সে অমিতাভ বচ্চনকে দেখতে এসেছিল মুম্বাইয়ে। মামলার সরকারি আইনজীবী ছিলেন উজ্জ্বল নিকম। তাঁর বায়োপিক প্রহার: দ্য আনটোল্ড স্টোরি অফ উজ্জ্বল নিকম-এর প্রচারে তিনি কেবিসিতে এসেছিলেন। অমিতাভ বলেন, না স্যার, ও আমার বাড়ির কাছে এলেই ওকে গুলি করে মারতাম।

প্রেমে শিলমোহর

বিগ বস ৩-এ রাজবীর ও নন্দিনীর প্রেম তাহলে সত্যি? নন্দিনী বলছেন, রাজবীর ওঁকে প্রপোজ করছেন না কেন, অন্য কোনও অপশন খুঁজছেন? রাজবীর জানিয়েছেন, না, তিনি নন্দিনীকেই ভালোবেসেছেন। তাদের ঘনিষ্ঠতা দেখে সোহিনী পালের জায়গায় আসা অনুষ্কা ঘোষ বলছেন, নন্দিনীর মতো সবাই প্রেম করতে আসেন না। ঈর্ষা?

জাপানে দেব-শুভশ্রী ম্যাজিক

দেব ও শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের পুজোর ছবি দেশু ৭ নিয়ে প্রচার চলছে। ওঁদের ছবির গান মালা রে কলকাতায় এখনও অনুরাগীদের কোমর দুলিয়ে দেয়। এবার সেই গান জাপানেও ঝড় তুলেছে। টোকিওতে এক মঞ্চে ছ-জন মহিলা ও এক পুরুষ নাচলেন ওই গানের সঙ্গে। দেবের নাচের সিগনেচার স্টাইল তাঁরা নেননি, নিজের মতো করেই কোরিয়োগ্রাফি করেছেন। তবে উপস্থিতি দর্শক ও শ্রোতা দারুণভাবে উপভোগ করেছেন এই গান ও নাচ। দেব-শুভশ্রী যেখানেই যান গানটিতে তাঁদের নাচতেই হয়। এই জুটি দীর্ঘদিন পর আবার পর্দায় ফিরছে।

আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর ত্রিপুরায় যাবেন দুজনে, দেশু ৭-এর প্রচারে। এর মধ্যে এক অনুরাগীর ভিডিওতে ধরা পড়ল জাপানে দেশুর জনপ্রিয়তার ছবি।

জাদু, রহস্য এবং প্রসেনজিৎ

জাদুর মধ্যে রহস্য থাকে, তাকে ঘিরে যে জগৎ তৈরি হয়, তার মধ্যে দিয়ে বাস্তবে পা রাখার প্রক্রিয়ায় কিছু ঘটনাপ্রবাহ চলে, তার মধ্যেই নিজেকে আবিষ্কার করবেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। আবারও তাঁর সঙ্গে থাকবেন ঋত্বিক চক্রবর্তী, জ্যেষ্ঠপুত্রর পর। এছাড়াও সব্যসাচী চৌধুরি, ইশা সাহা, সাহেব চট্টোপাধ্যায়, শুভাশিস মুখোপাধ্যায়ও থাকছেন। ছবির নাম জাদুকর সত্যচরণ। পরিচালনায় সায়ন্তন ঘোষাল। সব্যসাচী ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন, গল্পের চন্দন নামের চরিত্রটি তিনি করছেন, একে ঘিরেই রহস্য দানা বাঁধবে।

প্রসেনজিৎ বলেছেন, 'ছবিতে জাদুর জগৎ, তাকে ঘিরে থাকা রহস্য আমাকে টেনেছে। সত্যচরণ চরিত্রতেও অনেক স্তর আছে।' সায়ন্তন বলেছেন, 'ছবিতে জাদু, রহস্য, অতি প্রাকৃত উপাদান সব আছে। তবে এর থেকে বেশি বলব না। রহস্যটাই নষ্ট হবে।'

প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজ করতে পেরে আমি অভিভূত। ২৮ সেপ্টেম্বর ছবির মহরত হল, পোস্টারও তখনই প্রকাশিত হল। পুজোর আগেই বেনারসে শুটিং হবে।

আর লতা মঙ্গেশকর হতে চাই না

বহু গায়িকার স্বপ্ন, অনেকের ঈর্ষাও হয়তো আছে তাঁর প্রতি, কিন্তু গান শিখলেই লতা মঙ্গেশকর হবার আকাঙ্ক্ষা প্রায় সব গায়িকারই বোধহয় থাকে।

আজ তিনি নেই, ২৮ সেপ্টেম্বর তাঁর জন্মবার্ষিকী।

সেই দিনেই জানা গেল তাঁর সেই কথা যা তিনি নিজের সম্পর্কে বলেছিলেন, পরের জন্মে কী হতে চান—এই প্রশ্নের উত্তরে। তিনি বলেন, 'পরজন্মে যেন না জন্মাই, সবার আগে সেটাই চাইব। যদি জন্মাই, যেন লতা মঙ্গেশকর হয়ে না জন্মাই।' খুব ছোট বয়সে তিনি পিতৃহারা হন। সংসারে মা, ভাইবোনের মুখে খাবার তুলে দেওয়ার দায়িত্ব তাঁকেই নিতে হয় এবং সেটা গান গেয়েই। তাঁর কথায়, 'স্টুডিওতে যাবার সময় পায়ে হেঁটে যেতাম, টাঙ্গা না নিয়ে। ওই বেঁচে যাওয়া টাকা দিয়ে আনাজপাতি কিনে বাড়ি যেতাম, তবে রান্না হত।' তারপরেও নিজের পায়ে দাঁড়াতে অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করেছেন। সেই কঠিন সংগ্রাম, কষ্ট, যন্ত্রণা তাঁর জীবনে গভীর ছাপ ফেলেছিল, তাই পরের জন্মে আর সেসবের মুখোমুখি হতে চাননি। খ্যাতি, সাফল্য মানে তো দায়িত্বও। প্রতিটি গানের ক্ষেত্রেই সেটা ছিল, ব্যর্থতার দায়িত্বও তাঁকেই নিতে হয়েছে। সেসব একটা স্থায়ী চাপ রেখে যেত মনের ভিতর। সেটাও একটা সময় সহ্যের বাইরে চলে যেত, তাও মুখ বুজে মেনে নিয়েছেন। 'লতা মঙ্গেশকর' হয়ে বেঁচে থাকার যন্ত্রণাও কম ছিল না। তবু যদি আবার জন্মান তাহলে কী হবে? তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'জন্মালে মেয়ে নয়, ছেলে হতে চাই। পুরুষশাসিত সমাজে একা মেয়ের সেই লড়াই, বারবার তাঁকে কষ্ট দিয়েছে। অপমানিত করেছে। সেসবের থেকে একেবারে মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন তিনি—লতা মঙ্গেশকর হয়েই।

ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসে বিরোধী সুর সপ্তমে

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস নিয়ে সুর চড়াল বিরোধীরা। বিজেপিকে নিশানা করে বিরোধীদের অভিযোগ, পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে ওয়ার্ডভিত্তিক জনসংখ্যা ও ভোটারের সমতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। খসড়া তালিকাকে সামনে রেখে সোমবার শিলিগুড়ির মহকুমা শাসকের দপ্তরে ছিল সর্বদল বৈঠক। ওই বৈঠকেই সরব হয় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। বিরোধী শিবিরের অভিযোগ, বৈঠকে অভাব-অভিযোগ জানানোর ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় সময় দেওয়া হয়নি। জেলা প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বিরোধী রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের একাংশ বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে বলে জানা গিয়েছে। বৈঠক শেষে বিরোধী দলগুলির তরফে জানানো হয়, ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত সমস্ত অভিযোগ লিখিত আকারে জানানো হবে। জেলা শাসক হরিশংকর পানিক্কর বলেন, 'পুরনিগমের তরফে পাঠানো তথ্যের ভিত্তিতে খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। তা নিয়েই এদিন সর্বদলীয় বৈঠক করা হয়েছে। বৈঠকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা বক্তব্য রেখেছেন।'

ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে নতুন করে ১৬টি ওয়ার্ড তৈরি করা হয়েছে। ৪০ ও ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড দুটিকে ভেঙে তিনটি করে ওয়ার্ড তৈরি করা হয়েছে। অন্যদিকে ১, ৪, ৫, ২৪, ৩১, ৩৪, ৩৩, ৩৭, ৪১ থেকে ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডগুলিকে দু'ভাগ করা হয়েছে। তাতেই আপত্তি জানিয়েছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। অভিযোগ, ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে ভোটার, জনসংখ্যা অথবা ভৌগোলিক সমতা মানা হয়নি। ভোটারের নিরিখে বড় ওয়ার্ড না ভেঙে অপেক্ষাকৃত ছোট ওয়ার্ডগুলিকে টুকরো করা হয়েছে। সেইসঙ্গে ভোটারের নিরিখে ছোট ওয়ার্ডগুলিকে একসঙ্গে জুড়ে সমতা বজায় রাখার ক্ষেত্রেও

■ ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের খসড়া তালিকা নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠকে তুমুল ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বিরোধী দলগুলি

■ ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসে ৪০ ও ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড ভেঙে তিন ভাগ এবং আরও ৯টি ওয়ার্ড দু'ভাগ করা হয়েছে

■ বিরোধীদের অভিযোগ, জনসংখ্যা বা অন্য কোনও নিয়মই এই পুনর্বিন্যাসে মানা হয়নি

কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। এই ঘটনায় রাজনৈতিক যোগসাজশের গন্ধ পাচ্ছে বিরোধী শিবির। এই পরিস্থিতিতে বিরোধী শিবিরের নেতৃত্বের মুখে আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও শোনা গিয়েছে।

এদিনের বৈঠকে কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের সদস্যরা উপস্থিত থাকলেও ঋতব্রতপন্থীরা অনুপস্থিত ছিল। কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের তরফে বৈঠকে উপস্থিত সঞ্জয় পাঠক বলেন, 'একতরফাভাবে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। একটি রাজনৈতিক দলের নির্দেশে একতরফাভাবে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস করা ঠিক নয়।' সর্বদলীয় বৈঠক হলেও বক্তব্য রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সময় দেওয়া হয়নি বলে তাঁর অভিযোগ। প্রয়োজনে আন্দোলনে নামবেন বলেও জানান সঞ্জয়। সিপিএমের দার্জিলিং জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দিলীপ সিং বলেন, 'ওয়ার্ডের সংখ্যা ৬৩ কেন, ৮০ নয় কেন? পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে কোনও নিয়ম মানা হয়নি। আমরা চাই এলাকা, জনসংখ্যা ও ভোটারের সমতা বজায় রেখে পুনর্বিন্যাস করা হোক।' কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা কমিটির সম্পাদক জীবন মজুমদার বলেন, 'ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের আগে সর্বদল বৈঠক ডাকা হয়নি। সেইসঙ্গে প্রয়োজনীয় কমিটিও তৈরি করা হয়নি। তাড়াহুড়ো করে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। মনে হচ্ছে শাসকদলকে খুশি করতেই এই কাজ করা হয়েছে। আমরা শীঘ্রই ভোটারের সমতা রক্ষার বিষয় তুলে ধরে লিখিতভাবে অভিযোগ জানাব।' বৈঠকে তাঁদের বক্তব্য রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সময় না দেওয়ায় তাড়াহুড়ো করে বক্তব্য শেষ করতে হয়েছে বলেও জানান তিনি। যদিও বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সহ সভাপতি সবিতা আগরওয়াল বলেন, 'মানুষ যেন অসুবিধায় না পড়ে, সেটাই মূল লক্ষ্য। সেক্ষেত্রে গাইডলাইন মেনেই সবটা করা হয়েছে। সবটাই আমরা দেখে নিয়েছি।'

শহর স্বচ্ছ রাখতে পুরনিগমের পাঁচ দল

শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি শহরকে সাফসুতরো রাখতে পুরনিগমের অধীনে কমবেশি আড়াই হাজার সাফাইকর্মী রয়েছেন। নিয়ম করে তাঁদের বড় অংশ প্রতিদিন সকালেই শহরের বিভিন্ন পথে নামেন। তবু শহর আদৌ পরিষ্কার হচ্ছে কি না, তা নিয়ে শুরু থেকেই অভিযোগ রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে সারপ্রাইজ ভিজিটে বেরিয়ে বাস্তব চিত্র দেখে মেজাজ হারান পুর কমিশনার বীর বিক্রম রাই।

এই পরিস্থিতিতে শহরকে স্বচ্ছ রাখতে পৃথক পাঁচটি দল গঠন করেছেন তিনি। একদিন অন্তর দলগুলি বরোভিত্তিক সারপ্রাইজ ভিজিট করবে। গত শুক্রবার সকাল থেকেই সেই কাজ শুরু হয়েছে। সাফাই কাজ ঠিকঠাক হচ্ছে কি না, তা তদারকি করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। পুজোর মরশুমে শহর স্বচ্ছ রাখাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য। পুর কমিশনার বলেন, 'পৃথক পাঁচটি দল তৈরি করা হয়েছে। এদিন থেকেই বরোভিত্তিক প্রতিটি দলের সদস্যরা সারপ্রাইজ ভিজিটে শামিল হয়েছিলেন। শহরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে।'

প্রতিদিন সকাল হলেই ঝাড়ু, কোদাল ও বেলচা হাতে সাফাইকর্মীদের পথে নামতে দেখা যায়। তারপরও শহরের স্বচ্ছতা প্রতিদিন প্রশ্নের মুখে পড়ে। পুর কর্তৃপক্ষের কাছে এ নিয়ে একাধিক অভিযোগও জমা পড়েছে। শুক্রবারের অভিযানেও বিভিন্ন এলাকার এই বাস্তব ছবিই খতিয়ে দেখেছেন আধিকারিকেরা। সমস্যার সমাধানেই এবার বরোভিত্তিক বিশেষ দল গঠন করা হয়েছে। ১ নম্বর বরোর তদারকিতে চার সদস্যের দল গড়া হয়েছে। নেতৃত্বে থাকছেন পুরসচিব প্রবীণ অনুপ সোরেং। বাকি চারটি বরোর ক্ষেত্রে পূর্ত দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, কেএমডিএ-র এগজিকিউটিভ ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, বরো অফিসার সহ আরও তিনজন করে আধিকারিককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সকাল থেকেই তাঁরা নিজেদের দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকায় নজরদারি চালিয়েছেন।

এর আগে পাঁচটি বরোর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে আধিকারিকেরা স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বাসিন্দাদের সতর্ক করেছেন। রাস্তার ধারে কিংবা নিকাশিনালায় কোনওভাবেই আবর্জনা না ফেলতে বলা হয়েছে। অন্যথায় জরিমানা আদায়ে জোর দেওয়া হবে বলেও স্পষ্ট করা হয়েছে। পাশাপাশি নির্দিষ্ট এলাকার সাফাইকর্মীদের উপস্থিতি এবং তাঁদের কাজের মানও খতিয়ে দেখা হয়েছে। সাফাইকর্মীদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোনও গাফিলতি হচ্ছে কি না, তাও দেখা হয়েছে।

ব্রাউন সুগার সহ ধৃত দুই

শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : সাতশো গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করল এনজেপি থানার পুলিশ। ধৃত সানাউল শেখ ও মহম্মদ রাসিদুল হক উভয়েই মালদার বাসিন্দা। মঙ্গলবার তাঁদের জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। মালদা থেকে শহর শিলিগুড়িতে ব্রাউন সুগার পাচার করাই তাঁদের লক্ষ্য ছিল। সোমবার রাতে এসওজি ও এনজেপি থানার যৌথ টিম ওই দুই তরুণকে আটক করে। তাঁরা কাওয়াখালি পোড়াঝাড় এলাকায় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করছিলেন বলে পুলিশের কাছে খবর আসে। তল্লাশি চালাতেই তাঁদের কাছ থেকে ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়।

পুজোর আমি ও তুমি
স্ট্যাটাসে যায় চেনা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : মোটামুটি সবাই কিন্তু কাউন্ট ডাউন শুরু করে দিয়েছে। পুজো দোরগোড়ায় বলে কথা। সবাই কেনাকাটা আর পুজোর প্ল্যানিংয়ে ব্যস্ত। যদি দূর থেকে দেখেন, মনে হবে সবার পুজোর প্ল্যানিং চলছে একই ছন্দে। কিন্তু একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, পুজো আসলে বেশ কিছু ক্যাটিগোরিতে বিভক্ত। আরে না মশাই, পুজোতে ভেদাভেদ করছি না। কথা হচ্ছে রিলেশনশিপ অনুযায়ী বিভিন্ন ভাগের। এবারের পুজোয় কেউ সিঙ্গল, কেউ কমিটেড, কেউ বা আবার সদ্য বিবাহিত। সবাই নিজেদের রিলেশনশিপ স্ট্যাটাসে মোটের ওপর খুশি। সঙ্গে যদিও খানিক দীর্ঘশ্বাসও জড়িয়ে।

অন্বেষা শিকদারের বয়স ২২ বছর। জেন জেড অন্বেষার ৪ জনের একটা গ্রুপ আছে। সবাই সিঙ্গল। অন্বেষার কথায়, 'পুজোর দুটো দিন আমার গ্রুপের জন্য বুকড। সবাই খুব মজা করব। সিঙ্গল থাকার একটা মজা তো আছেই। নিজেই নিজের মর্জির মালিক। কারও মন জুগিয়ে চলার প্রয়োজন পড়ে না।' তবে হালকা আফসোস কি হয় না? একটু ভেবে অন্বেষা বলেন, 'ইনস্টা স্টোরিতে যখন দেখি বান্ধবীরা পুজোর সকালে পার্টনারের হাত ধরে পাহাড়ে চলে গিয়েছে, তখন মনটা একটু প্রেম প্রেম করে। ভিড়ের মধ্যে যখন দেখি কেউ পার্টনারের ব্যাগ সামলাচ্ছে, বা দুজনে টুইনিং করে পুজো দেখছে তখন মনে হয় একটা পার্টনার থাকলে মন্দ হত না।'

সৌরভ ভৌমিক বলছেন, 'সঙ্গী থাকলে স্বাধীনতা তো একটু কমেই। বন্ধুদের সঙ্গে হুল্লোড়, নাইট আউট, বা হুট করে পাহাড় যাওয়ার প্ল্যান করা যায় না। তবে মাঝেমধ্যে কমিটেড বন্ধুদের দেখে মনে হয় যদি একজন থাকত...'

এতদূর পড়ে মনে মনে সিঙ্গল লাইফ রকস ভাবছেন তো। একটু দাঁড়ান। একজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। অনির্বাণ চক্রবর্তী স্টেডি রিলেশনশিপে আছেন। তিনি হ্যাপিলি কমিটেড। কিন্তু পুজোর চারদিন কখন কাকে সময় দেবেন ঠিক করতে গিয়ে অনির্বাণ পড়েছেন মহাবিপাকে। তিনি বলেন, 'ষষ্ঠী থেকে নবমী- পুজোর এই ক'দিন কখন পরিবারকে সময় দেব, কখন প্রেমিকার সঙ্গে বেরোব ভাবতে ভাবতেই দিন কেটে যাচ্ছে। প্রেমিকা বলে দিয়েছে অষ্টমী, নবমীতে ওর সঙ্গেই বেরোতে হবে। যেসব বন্ধু বাইরে থাকে তারা পুজোর সময় একদিন বাইরে যেতে বলেছে। ফ্যামিলিকেও সময় দিতে হবে। কী যে করি।' মুচকি হেসে তিনি আবার বলেন, 'সিঙ্গল থাকলে কী আর এত ভাবতাম। সিঙ্গল লাইফ মানে উঠল বাই তো পাহাড় যাই। তবে প্রেমিকার সঙ্গে পুজোয় ঘোরা আলাদাই এক অনুভূতি।' একই অবস্থা সায়নদীপ বসাকেরও।

সোহিনী রায় আর অর্পণ রায়ের বিয়ের পর এটা প্রথম পুজো। ওঁরা এখন দু'বাড়ির জন্য কেনাকাটায় ব্যস্ত। সোহিনী বলেন, 'এবছরের পুজো একেবারেই অন্যরকম। শেষ চার বছর পুজোয় একসঙ্গে ঘুরেছি তবে বিয়ের পর এটাই প্রথম পুজো। আনন্দও প্রচুর। তবে ব্যস্ততাও আছে।' অর্পণ বলেন, 'পুজোতে দুই বাড়িতেই সময় দিতে হবে। পাশপাশি নিজেদের জন্যও কোয়ালিটি টাইম বের করতে হবে।'

অমৃতা চৌধুরী পাল এবং দেবরাজ পালের এটা বিয়ের পর দ্বিতীয় পুজো। দেবরাজের কথায়, 'আগে যখন প্যান্ডেলে ঠাকুর দেখতে যেতাম তখন সদ্য বিবাহিতদের দেখে ভাবতাম একদিন আমিও এভাবে ঠাকুর দেখব। বন্ধুবান্ধব আর দুই পরিবার, পুজোতে সবাইকেই সময় দিতে হয়। পুজোর সময় আমাদের শিডিউল একদম প্যাকড থাকে।'

যা বোঝা গেল- রিলেশনশিপ স্ট্যাটাস যাই হোক তাতে পুজোর আনন্দে ভাটা পড়ে না।

পোর্টালে হয়রানি শিক্ষকদের

শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : প্রায় এক সপ্তাহ ধরে খুলছে না 'বাংলার শিক্ষা এসএমএস পোর্টাল'। ফলে দ্বিতীয় সামেটিভের নম্বর আপলোড করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন শিক্ষকরা। ১৫ অক্টোবরের মধ্যে দ্বিতীয় সামেটিভের নম্বর আপলোডের সরকারি নির্দেশিকা রয়েছে। বিশেষ করে যেসব স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা প্রচুর, তাঁদের ভোগান্তি চরমে। প্রাথমিক থেকে হাইস্কুল- সর্বত্র একই সমস্যা।

সরকার বদল হতেই সরকারি পোর্টাল আপডেট করা হয়েছে। স্কুলগুলিতে পড়ুয়াদের যাবতীয় তথ্য আপলোডের জন্য এখন 'ইউডাইস প্লাস' পোর্টাল ব্যবহার করতে বলা হচ্ছে। কীভাবে এই পোর্টাল অপারেট করতে হবে, সে ব্যাপারে স্কুলগুলির প্রধানদের অনলাইনে প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছে। তবে আগের পোর্টালগুলির ভবিষ্যৎ কী, তা নিয়ে সরকারি তরফে এখনও স্পষ্ট নির্দেশিকা দেওয়া হয়নি। শিক্ষকদের পড়ুয়াদের সামেটিভের নম্বর আপলোড করতে হয় এই বাংলার শিক্ষা এসএমএস পোর্টালেই। শান্তিনগর হিন্দি প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক চিত্তরঞ্জন সরকার বললেন, 'পোর্টাল বন্ধ থাকার ফলে সামেটিভের নম্বর তুলতে পারছি না। পোর্টালটি আপডেট করা হচ্ছে কি না তা বলতে পারছি না। জেলা শিক্ষা দপ্তরে জানানো হয়েছে।'

সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই দ্বিতীয় সামেটিভ পরীক্ষা শেষ হয়েছে। তারপর থেকেই পোর্টাল ঠিকভাবে কাজ না করায় হয়রানি বাড়ছে। শিলিগুড়ি তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অশোক নাথ বলেন, 'পোর্টাল না খুললে নম্বর আপলোড করতে সমস্যা হয়। স্কুলে পড়ুয়া সংখ্যা বেশি থাকায় এই সমস্যা আরও বেশি করে হয়।' পড়ুয়াদের ট্রান্সফার সার্টিফিকেট ও মার্কশিটও এই পোর্টালে আপলোড করে প্রিন্ট আউট দিতে হয়। কিছুদিন ধরে পোর্টাল না খোলায় সেই কাজও থমকে রয়েছে বলে জানান শিলিগুড়ি বরদাকান্ত হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বিপ্লব সরকার। জেলা শিক্ষা দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, পোর্টালে আপডেটের কাজ চলায় সাময়িক সমস্যা হচ্ছে।

গ্রেপ্তার ২

শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : দামি চালের কোম্পানির লেবেল ডুপ্লিকেট করে ব্যবসা করার অভিযোগে সোমবার শিলিগুড়ির নয়াবাজার এলাকায় একটি চালের গোডাউনে অভিযান চালায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। অভিযানে বেশ কয়েক বস্তা চাল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এদিকে, অভিযান চলাকালীন সাংবাদিকদের সঙ্গে ওই গোডাউনের মালিক ও তাঁর ছেলে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন। তাঁরা কাজে বাধা দেন এবং মোবাইলও ছিনিয়ে নেন। এই ঘটনার প্রতিবাদে সংবাদকর্মীরা শিলিগুড়ি থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন। এরপর পুলিশ অভিযুক্ত বিষ্ণু বনসল ও বিবেক বনসলকে গ্রেপ্তার করে।

অনুদান নিচ্ছে না সাত পুজো কমিটি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : গত বছর পর্যন্ত পুজোর সরকারি অনুদান নিলেও এবার শিলিগুড়ি শহর ও সংলগ্ন এলাকার একাধিক পুজো কমিটি অনুদান না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনে সাড়া দিয়ে শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া, ভক্তিনগর ও প্রধাননগর থানা এলাকা মিলিয়ে মোট সাতটি পুজো কমিটি এবার অনুদান নিচ্ছে না।

ইতিমধ্যেই প্রতিটি থানা ভিত্তিতে তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। তালিকায় একাধিক বিষয় রাখা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে গত বছরের রেজিস্টার্ড পুজো কমিটিগুলোর হিসাব। এ ছাড়া নতুন করে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা পুজো কমিটিগুলোর নাম ও সংখ্যা দিয়ে আলাদা একটি বিভাগ করা হয়েছে। এরপর সমস্ত পুজো কমিটির মধ্যে কারা এবার অনুদানের জন্য আবেদন করছে না, তাদের বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অনুদান না নেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা পুজো কমিটিগুলোর তরফে সংশ্লিষ্ট থানায় লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। অনুদান না নেওয়ার সিদ্ধান্তে আসা পুজো কমিটিগুলোর মধ্যে রয়েছে শিলিগুড়ি মিত্র সংঘ ও রামকৃষ্ণ মিশন। উত্তরায়ণ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ও নবযুবক সংঘ। মাল্লাগুড়ি জাতীয় যুবক সংঘ ও পাঠাগার। দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব ও সুব্রত সংঘ।

নতুন নিয়মে অনুদান পাওয়ার ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশনের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এতদিন নিবন্ধন না থাকা ক্লাবের আবেদনের সংখ্যা প্রতিটি থানাতেই বেড়েছে। ভক্তিনগর থানা এলাকায় ১৪২টি নিবন্ধিত পুজো কমিটি রয়েছে এবং নতুন করে ৩৪টি পুজো কমিটি নিবন্ধনের আবেদন জানিয়েছে। শিলিগুড়ি থানা এলাকায় ১২৮টি নিবন্ধিত পুজো কমিটি রয়েছে, আরও ২১টি পুজো কমিটি নতুন করে আবেদন করেছে। মাটিগাড়া থানা এলাকায় নিবন্ধিত কমিটির সংখ্যা ১০৬টি, সেখানে আরও ৫৪টি পুজো কমিটি এবার নিবন্ধনের আবেদন করেছে।

শহরে মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনে সাড়া

মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনকে স্বাগত জানাতেই অনুদান না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে পুজো কমিটিগুলোর তরফে দাবি করা হচ্ছে। সুব্রত সংঘের পুজো কমিটির সম্পাদক রবীন্দ্রকুমার নাথের বক্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রী আবেদন করেছিলেন যে, বিগ বাজেটের পুজো কমিটিগুলো অনুদান না নিলে তিনি বিশেষ ধন্যবাদ জানাবেন। আমরা আলোচনা করে তাই এই সিদ্ধান্ত নিলাম।' মাল্লাগুড়ি জাতীয় যুবক সংঘ ও পাঠাগারের সদস্য মান্না ভদ্র বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর সৎ চিন্তাধারার পাশে দাঁড়ানোর জন্যই আমাদের এই সিদ্ধান্ত।'

বিরোধী জোটের পক্ষে সওয়াল সুজনের

শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : বিজেপিকে হারাতে বিরোধী দলগুলোর একজোট হয়ে ভোটে লড়ার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুজন চক্রবর্তী। তবে বিরোধীদের জোট বাঁধার কথা বললেও সেই জোটে তৃণমূলকে দেখতে চাইছেন না তিনি।

সোমবার সিপিএমের দার্জিলিং জেলা কার্যালয় অনিল বিশ্বাস ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করেন সুজন। সেখানেই সুজন বলেছেন, 'পুরভোটের জন্য সিপিএম একদম তৈরি রয়েছে।' তবে কংগ্রেসের সঙ্গে জোটে আগ্রহ থাকলেও তৃণমূলের সঙ্গে যে সিপিএম সমঝোতায় যাবে না, তা এদিন স্পষ্ট করে দেন তিনি।

এদিন এসআইআর নিয়ে বিজেপিকে তোপ দাগেন সুজন। স্কুলগুলোতে শিক্ষকদের মধ্যে রাজনৈতিক আতঙ্ক তৈরি করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ তোলেন। সিপিএম নেতৃত্বের দাবি, রাজ্যে বিরোধী হিসেবে প্রায় প্রতিদিন ময়দানে থেকে কখনও হকার উচ্ছেদ, কখনও রেলের জমিতে থাকা বাসিন্দাদের উচ্ছেদ, আবার এসআইআর থেকে নাম বাদ পড়া মানুষের পাশে থেকে আন্দোলন করছে বামেরা। আসন্ন পুরভোটের আগে এই বিষয়গুলোকে সামনে রেখে লাগাতার সরকারবিরোধী আন্দোলন করা হচ্ছে। এছাড়া জনসংযোগ বাড়াতে নাগরিক সভার পাশাপাশি বাড়ি বাড়ি গিয়ে নাগরিকদের অভাব-অভিযোগ শুনছেন নেতা-কর্মীরা।

প্রতিমায় রংয়ের ছোঁয়া। সোমবার শিলিগুড়ি কুমোরটুলিতে সঞ্জীব সূত্রধরের তোলা ছবি।

কমিশনের দ্বারস্থ নার্সিংহোম কর্তারা

শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সোমবার ক্লিনিকাল এস্টাবলিশমেন্ট রেগুলেটরি কমিশনের সচিবের সঙ্গে বৈঠক করলেন অ্যাসোসিয়েশন অফ প্রাইভেট হসপিটাল অ্যান্ড নার্সিংহোমের কর্মকর্তারা। এদিন দুপুরে কলকাতায় কমিশনের সচিব আশর্দ হাসান ওয়ার্সির সঙ্গে তাঁরা বৈঠক করেন। বৈঠকে রোগী এবং হাসপাতাল, উভয় পক্ষের স্বার্থ যাতে সুরক্ষিত থাকে তা নিশ্চিত করার জন্য কমিশনের কাছে দাবি জানানো হয়েছে। রাজ্য এবং কেন্দ্রের বিভিন্ন স্বাস্থ্য যোজনায় চিকিৎসার ক্ষেত্রে বরাদ্দ যাতে সঠিকভাবে দেওয়া হয়, সেই বিষয়টিও নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়েছে। এদিনের বৈঠকে সংগঠনের সম্পাদক রাজীব পান্ডে, যুগ্ম সম্পাদক মান্না চৌধুরী সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

আজ থেকে শহরে সাফাই বন্ধ

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : বেতন বৃদ্ধি, চাকরি স্থায়ীকরণ ও জমির পাট্টা সহ একাধিক দাবিতে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতির ডাক দিল 'উত্তরবঙ্গ সাফাই কর্মচারী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন'। মঙ্গলবার সকাল থেকেই এই কর্মবিরতি শুরু হতে চলেছে বলে সংগঠনের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে। পুজোর মুখে সাফাইকর্মীদের এই আন্দোলনের সিদ্ধান্তে স্বাভাবিকভাবেই চিন্তার ভাঁজ শিলিগুড়ি পুর কর্তৃপক্ষের কপালে। পুরকর্তাদের একাংশের মতে, উৎসবের মরশুমে শতভাগ কর্মী কাজে যোগ না দিলে শহর পরিষ্কার রাখা কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। যদিও এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনার বীরবিক্রম রাইয়ের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

২০২১ সালে টানা চারদিনের কর্মবিরতির পর পুরনিগমের সাফাইকর্মীদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছিল। কিন্তু তারপর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও আর বেতন বাড়ানো হয়নি। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্যের বাজারে সংসার চালাতে চরম হিমশিম খেতে হচ্ছে কর্মীদের। এর পাশাপাশি, টানা ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে কর্মরত অস্থায়ী সাফাইকর্মীদের স্থায়ীকরণ এবং জমি পাট্টা দেওয়ার দাবি উঠেছে। স্মারকলিপি প্রদান ও পুর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একাধিক বৈঠক সত্ত্বেও কোনও সুরাহা না হওয়ায় সোমবার দুপুরে বৈঠকের পর সর্বসম্মতিক্রমে কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সংগঠনের দাবি, প্রথম দিনই অন্তত ৫০০ কর্মী কাজ বন্ধ রাখবেন এবং দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

সংগঠনের দার্জিলিং জেলা কমিটির সম্পাদক সানি রাউত জানান, বারবার আলোচনা করেও

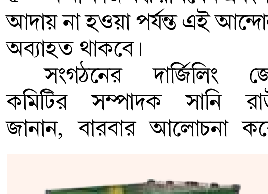

■ মঙ্গলবার সকাল থেকে কাজ বন্ধ রাখছেন উত্তরবঙ্গ সাফাই কর্মচারী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সদস্যরা

■ সাফাইকর্মীদের স্থায়ীকরণ, বেতন বৃদ্ধি এবং জমির পাট্টার দাবিতে এই আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়

■ আন্দোলনে প্রথম দিন থেকেই অন্তত ৫০০ সাফাইকর্মী অংশ নেবেন বলে দাবি করা হয়েছে

ফল না মেলায় বাধ্য হয়েই তাঁরা এই পথ বেছে নিয়েছেন। অন্যদিকে, 'সাফাই কর্মচারী আন্দোলন মহাঋষি বাল্মীকি সেবা সংঘ'-এর উত্তরবঙ্গ সভাপতি নীরজ বাল্মীকির বক্তব্য, তাঁদের দাবি একই হলেও উৎসবের মরশুমে তাঁরা এই মুহূর্তে কর্মবিরতির পক্ষে নন।

পুজোর আগে আবদারের ফিরিস্তি অন্দরমহলেও

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : দিনপঞ্জি বলছে, পুজো আসছে। আর পুজো চলে আসা মানেই বাড়ির সবার নানা আবদার সামলাতে হয় কর্তাদের। তাই বলে গিন্নিদের কাছেও যে আবদার আসে না, তা কিন্তু নয়। বাড়ির বধূ ও পরিচারিকার মধ্যে সম্পর্কের সমীকরণটা বরাবরই অম্লমধুর। তবে পুজো এলেই সেই পরিচারিকাদের আবদারের জায়গা হয়ে ওঠেন তাঁদের 'বৌদি' কিংবা 'দিদি'। সারা বছর যাঁরা পরিশ্রম করে আগলে রাখেন গোটা বাড়িকে, পুজোয় তাঁদের আবদারও হাসিমুখে মেটান গৃহিণীরা।

শক্তিগড়ে নিজের ফ্ল্যাটে বসে সকালের চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিলেন গৃহকর্ত্রী অপর্ণা হালদার। টানা সাত বছর তাঁর সংসারের ভার নিজের কাঁধে আগলে রেখেছেন পরিচারিকা মীনা রায়। সেই মীনাই রান্নাঘর থেকে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ গো বৌদি, এবার পুজোয় কী ভাবছ? আগেরবার তো ওই হ্যান্ডলুম শাড়িটা দিলে। বেশ হালকা। পরে আরাম পেয়েছি। তবে এবার একরঙা ভালো সিল্কের শাড়ি চাই।' রাগের ভঙ্গিতে অপর্ণার উত্তর, 'সিল্কের দাম জানিস? এমনিতেই পকেটে টান।' মীনার উত্তর, 'ওসব বুঝি না বৌদি। পুজোয় এটা আবদার থাকল।' সরাসরি সম্মতি না জানালেও অপর্ণা ভেবেই রেখেছেন, এবার পুজোয় একটা ভালো শাড়ি দেবেন মীনাকে। তবে আবদার জানিয়ে বিষয়টা সহজ করে দিলেন মীনা নিজেই।

পাড়ায় পাড়ায় আলোচনা একটাই। এখনই বাজার শুরু না করলে পরে ভালো কালেকশন আর পাওয়া যাবে না। তাই আগেভাগে বাড়ির পরিচারিকারা জানিয়ে দিচ্ছেন তাঁদের পছন্দের কথা। হাতিয়াডাঙ্গার সুমনা দাস চার বছর ধরে কাজ করছেন ঘোগোমালির বাসিন্দা লক্ষ্মী পালের বাড়িতে। সুমনা একটু হেসে বললেন, 'লক্ষ্মীদির কাছে আমার ফর্দ পেশ করে বলেছি, এবার শুধু আমার জন্য শাড়ি নয়। আমার পাঁচ বছরের মেয়ের জন্য একটা ভালো জামাও কিনে দিতে হবে। এবার বোনাস না দিলেও চলবে। তবে এই দুটো চাই-ই। একটা বেগুনি রঙের শাড়ি আমাকে দেখিয়ে দিদি বলেছে, কিনে দেবে। আমার পছন্দও হয়েছে।'

ছবি : এআই

আসলে লক্ষ্মী জানেন, সুমনা না থাকলে দিন চালানো মুশকিল। তাই এতটুকু করাই যায়।

ডাবগ্রামের বিশাখা দত্তের ছেলে কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন। প্রতিবার পুজোয় আসতে পারেন না। স্বামীর বয়স হয়েছে। তিনি ভিড় ঠেলে ঠাকুর দেখতে পছন্দ করেন না। তাই পুজোর একদিন বিশাখাকে ঠাকুর দেখাতে নিয়ে যান পরিচারিকা পূর্ণিমা পাল। এ বছরও অষ্টমীর অঞ্জলি দিতে যাবেন দুজনে। বিশাখা বলছিলেন, 'পূর্ণিমাকে একখানা ভালো জামদানি আর সঙ্গে কিছু গয়না কিনে দেব। পুজোর কোনও একদিন দুপুরে বেরিয়ে একসঙ্গে ফুচকাও খাব আমরা।'

শুধু পরিচারিকা নয়। অনেক সময় এমনই পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে ড্রাইভারদের সঙ্গেও। তাঁদের আবদার থাকে 'দাদা'দের কাছে। রবীন্দ্রনগরের বাবলু বিশ্বাস মিলনপল্লির অমিত অধিকারীর গাড়ি চালান। অনেক দিন থেকেই একটা ভালো ডেনিমের কথা বলে রেখেছিলেন তিনি। এই পুজোয় সেটাই পাবেন। কথা দিয়েছেন দাদা। সন্তোষীনগরের গাড়িচালক রাজ সিংহ আবার পুজোয় একদিনের ছুটি আর একদিন বাড়িতে বিরিয়ানি খাবেন। সেই বন্দোবস্ত করে দেওয়ার আবদার করেছেন তাঁর মালিকের কাছে। সেই আবদার নাকি মেনেও নেওয়া হয়েছে।

আসলে আজকের যুগে এই সব পেশার মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক শুধুই লেনদেনের নয়। স্নেহ আর ভরসাও জড়িয়ে থাকে আষ্টেপৃষ্ঠে। তাই পরিবারের সদস্যদের চেয়ে এদের সঙ্গে পুজোর আনন্দ ভাগ করে নিতে কার্পণ্য করেন না তাঁদের 'দাদা', 'বৌদি'রাও।

শব্দ শুনে গাছের প্রতিরক্ষা

গাছেরা জায়গা বদলাতে না পারলেও তাদের বাঁচার লড়াই করার দারুণ ক্ষমতা রয়েছে। শুঁয়োপোকা যখন গাছের পাতা খায়, তখন পাতা ছেঁড়ার এক সূক্ষ্ম শব্দ তৈরি হয়। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, গাছেরা এই শব্দ বা কম্পন অনুভব করতে পারে। এই শব্দ বুঝতে পারলেই গাছেরা তাদের পাতায় এক বিশেষ ধরনের রাসায়নিক বিষ বা তেতো রস ছাড়তে শুরু করে, যাতে শুঁয়োপোকা সেই পাতা খাওয়া বন্ধ করে চলে যায়।

তরমুজ রঙের বরফ

পাহাড়ের চূড়ায় সাদা বরফের ওপর দিয়ে হাঁটার সময় হঠাৎ যদি দেখেন বরফের রং গোলাপি বা লাল হয়ে গিয়েছে, তবে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। একে ওয়াটারমেলন স্নো বা তরমুজ বরফ বলা হয়। তীব্র শীতে এক বিশেষ ধরনের আণুবীক্ষণিক শৈবাল বরফের ওপর জন্মায়, যা রোদের অতিবেগুনি রশ্মি থেকে বাঁচতে নিজেদের রং লাল করে ফেলে। এই বরফের কাছ দিয়ে গেলে সত্যিই হালকা তরমুজের মতো মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যায়।

অ্যাসিডে গলে যাওয়া রেজার

মানুষের পেটের ভেতরের পাকস্থলীতে থাকা অ্যাসিড কতটা শক্তিশালী তা শুনলে শিউরে উঠতে হয়। এই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের মাত্রা এতই তীব্র যে, এটি একটি সাধারণ লোহার রেজার ব্লেড বা ধাতব টুকরোকেও পুরোপুরি গলিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, পেটের এই পাচক রস যে কোনও শক্ত জিনিস গলিয়ে দিতে পারে। আমাদের পেটের ভেতরের মিউকাস নামের বিশেষ এক পাতলা স্তর আমাদের এই ভয়ংকর অ্যাসিডের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখে।

প্রাচীন রোমের গ্ল্যাডিয়েট্রিক্স

প্রাচীন রোমের কলোসিয়ামে কেবল বিশাল পেশিবহুল পুরুষরাই তলোয়ার হাতে লড়াই করতেন না। সেখানে নারী গ্ল্যাডিয়েটররাও ছিলেন, যাঁদের গ্ল্যাডিয়েট্রিক্স বলা হত। এঁরা পুরুষদের মতোই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বাঘ, সিংহ বা অন্য নারীদের সঙ্গে ভয়ংকর লড়াই করতেন। যদিও এঁদের সংখ্যা খুব কম ছিল এবং ধনী রোমানরা কেবল বিশেষ বিনোদনের জন্যই এই নারীদের লড়াইয়ের আয়োজন করতেন, তবুও ইতিহাসের পাতায় এই অকুতোভয় নারীদের কথা লেখা আছে।

চারদিন পর্যটন ব্যবসা বন্ধ থাকবে বক্সা টাইগার রিজার্ভে

বাঘ অধরা, চাপে বন দপ্তর

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৮ সেপ্টেম্বর : ডেডলাইন আগামী ২ অক্টোবর। অথচ আসল 'নায়ক'-এরই পাত্তা নেই! বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পে রয়েল বেঙ্গল ছাড়ার তোড়জোড় তুঙ্গে উঠলেও বিহারের বাল্মীকি ব্যাঘ্র-প্রকল্পে এখনও পর্যন্ত খাঁচাবন্দি করা যায়নি কোনও বাঘ বা বাঘিনীকে। সময় যত গড়াচ্ছে, আলিপুরদুয়ার থেকে কলকাতা- বন দপ্তরের শীর্ষকর্তাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ততই চওড়া হচ্ছে। এদিকে, আয়োজন ঘিরে বন দপ্তরের অতিসক্রিয়তাও চরমে পৌঁছেছে। সোমবার রীতিমতো বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে, ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর পর্যন্ত বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পে জঙ্গল সাফারি সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। ওই চারদিন পর্যটকদের প্রবেশেও জারি করা হয়েছে কড়া নিষেধাজ্ঞা। পর্যটন ব্যবসায়ীদের তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিকে, ২ অক্টোবরের অনুষ্ঠানের জন্য আলিপুরদুয়ার শহরে প্যারেড গ্রাউন্ডে জোরকদমে কাজ শুরু হয়েছে।

বিহারে এইভাবে জলমগ্ন বাল্মীকি টাইগার রিজার্ভ।

অথচ যে মেগা ইভেন্ট ঘিরে এত ঢাকঢোল, সেই বাঘকেই বাগে আনা যাচ্ছে না। বিহারের পাশাপাশি এ রাজ্যের বনকর্তা, দিল্লির ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি (এনটিসিএ) এবং দেরাদুনের ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার একঝাঁক বিশেষজ্ঞ বাল্মীকি ব্যাঘ্র-প্রকল্পে ঘাঁটি গেড়ে বসে রয়েছেন। গত ১৫ সেপ্টেম্বর বক্সার টিম বিহারে পৌঁছায় এবং ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে মোষের টোপ দিয়ে শুরু হয় বাঘ ধরার জোরদার অভিযান। কিন্তু টানা পাঁচদিন ধরে চেষ্টা চালিয়েও জঙ্গলমশাইয়ের নাগাল মেলেনি।

এই ব্যর্থতার পেছনে মূল খলনায়ক প্রকৃতি। গত কয়েকদিনের টানা বৃষ্টি এবং নেপালে বর্ষণের জেরে ফুঁসছে নারায়ণী নদী, যা ভারতে এসে হয়েছে গণ্ডক। সেই গণ্ডকের প্লাবনে বাল্মীকি বনাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা এখন কার্যত জলের তলায়। এমন প্রতিকূল পরিবেশে বাঘ ধরা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে প্রথম পছন্দ হিসেবে বাঘিনী আনার পরিকল্পনা থাকলেও তা থেকে পিছিয়ে আসতে হয়েছে। রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁয়ের সাফ কথা, 'বাঘিনী বা বাঘ যেটাকে ধরা সহজ হবে, সেটাকেই বক্সায় আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' বন দপ্তরের এক শীর্ষকর্তার দাবি, 'আগামী ২ অক্টোবর জঙ্গলে বাঘ ছাড়া হবে বলেই দিনক্ষণ চূড়ান্ত। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ট্র্যাকিং চলছে। বাঘ জালে উঠলেই সঙ্গে সঙ্গে রওনা করানো হবে।'

- বাল্মীকি বাঘবনে গণ্ডকের প্লাবন, নাগালের বাইরে রয়েল বেঙ্গল
- চারদিন বক্সায় বন্ধ সাফারি-পর্যটন, তোড়জোড় তুঙ্গে প্যারেড গ্রাউন্ডে
- ২ অক্টোবর ছাড়ার ডেডলাইন, আকাশপথে আনার ভাবনা ঘিরেও ধন্দ

এদিকে, ধরা পড়ার পর বাঘ কীভাবে আনা হবে, তা নিয়েও চলছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তহীনতা। সড়কপথে বিশেষ অ্যাম্বুল্যান্সে আনার ভাবনা থাকলেও সময়ের কথা ভেবে বায়ুসেনার বিশেষ হেলিকপ্টারের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ বা বিহারের বিমানঘাঁটি থেকে হাসিমারা হয়ে আকাশপথে বক্সায় আনলে বন্যপ্রাণীর ধকল কমবে বলে মত পশু চিকিৎসকদের।

অন্যদিকে, বাঘের দেখা না মিললেও আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে মেগা শো-র কাজ চলছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায়। পেভার্স ব্লক বসিয়ে সেজে উঠছে মাঠ, টাঙানো হচ্ছে বিশাল হ্যাঙ্গার প্যান্ডেল। বক্সায় বাঘ ছাড়ার সেই দৃশ্য যাতে সরাসরি দেখানো যায়, চলছে তারও প্রযুক্তিগত মহড়া। কিন্তু প্রশ্ন একটাই- খাঁচায় বাঘ না ঢুকলে মঞ্চ সাজিয়ে বন দপ্তর শেষমেশ কী করবে? উত্তর হাতড়ে বেড়াচ্ছেন কর্তারাই।

উত্তরবঙ্গে আসার আমন্ত্রণ নীতিনকে

শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি নীতিন নবীনকে উত্তরবঙ্গে আসার আমন্ত্রণ জানালেন বিজেপির উত্তরবঙ্গের নেতারা। গত রবিবার বৈঠকের পরে উত্তরের কয়েকজন বিজেপি নেতা একসঙ্গে নীতিনকে এই অনুরোধ করেছেন। নবীনও সেই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছেন বলে দাবি। বিজেপি নেতারা মনে করছেন, পুজোর পরে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি উত্তরবঙ্গে আসতে পারেন। পুজোর পরে রাজ্যের একাধিক পুরসভায় ভোট; তার মধ্যে উত্তরবঙ্গে রয়েছে তিনটি পুরসভা। বিজেপি সূত্রে খবর, শুধু পুরভোট নয়, তাদের লক্ষ্য উত্তরের সমস্ত লোকসভা আসনও। সেই লক্ষ্যে নবীনের সফর তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে।

রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী বলেন, 'আমরা কেন্দ্রীয় সভাপতিকে উত্তরবঙ্গে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছি। তিনি কথা দিয়েছেন। পরের বার উত্তরবঙ্গে পা রাখতে পারেন। পুজোতেও কেন্দ্রীয় নেতাদের কয়েকজন আসতে পারেন।'

গত লোকসভা ভোটে রাজ্যে বিজেপির পক্ষে পরিস্থিতি অনুকূল ছিল না। তবু লড়াই করে উত্তরের আটটি লোকসভা আসনের মধ্যে ছয়টিতে জিতেছিল তারা। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে সাতটিতে জিতেছিল বিজেপি। রাজ্যে পালাবদল হয়েছে। ফলে বিজেপির পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতি রয়েছে। সেকথা মাথায় রেখে এবার এখানকার আটটি আসনেই গেরুয়া পতাকা ওড়াতে চাইছে রাজ্যের শাসকদল।

রাজ্য বিজেপির সহ সভাপতি অনন্তদেব অধিকারী বলেন, 'বিজেপির প্রতি মানুষের আস্থা বাড়ছে। আগামীদিনে কেন্দ্রীয় নেতারা উত্তরে আসবেন।'

শুধু নীতিন নন, পুজোতে উত্তরবঙ্গে আসতে পারেন বিজেপির একাধিক কেন্দ্রীয় নেতা। আগামী ১০ অক্টোবর কলকাতায় প্রধানমন্ত্রী ইডেন গার্ডেন্সের অনুষ্ঠানে থাকবেন। সুকান্ত মজুমদার উত্তরবঙ্গের মানুষ। তিনি একাধিক পুজোর উদ্বোধন করবেন। এবার পুজোকে কেন্দ্র করে বিজেপির সক্রিয়তা বেড়েছে কয়েক গুণ। সরাসরি কিংবা ঘুরপথে পুজোগুলির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন বিজেপি এবং আরএসএস-এর নেতারা। ফলে একাধিক কেন্দ্রীয় নেতা উত্তরে এলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

পুজোর পরেই উত্তরবঙ্গের কালিম্পং, কার্সিয়াং এবং ধূপগুড়ির পুরভোট। একই সময়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমেও ভোট হতে পারে। তবে বিজেপির চার মাসের সরকারের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উঠছে। দলীয় নেতাদের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ দলের রাজ্য সভাপতির মুখেও শোনা যাচ্ছে। সেই পরিস্থিতি সামাল দিতে নবীন রাজ্য নেতৃত্বকে সক্রিয় হতে বলেছেন বলে দাবি। কড়া হাতে দলবিরোধী কাজকে শায়েস্তা করার নিদান দিয়েছেন তিনি। এসব কাজের প্রভাব যাতে পুরভোটে না পড়ে, সেদিকে লক্ষ রাখছে রাজ্য দল।

২০২৯-এ লোকসভা ভোট। দল প্রায় এক বছর আগে থেকেই জোরদার প্রস্তুতিতে নামতে পারে। ফলে ২০২৬ সাল শেষ হলেই সাংগঠনিক কাজে সক্রিয়তা বাড়তে পারে। সেদিক থেকে মোদি-শা'দের এবার নজর পশ্চিমবঙ্গে। এ রাজ্য থেকে অন্তত ৩৫টি আসনের লক্ষ্য থাকতে পারে তাঁদের। সেজন্য কেন্দ্রীয় নেতাদের এ রাজ্যে ঘনঘন আসায় অবাক হচ্ছে না রাজনৈতিক মহল।

রাস্তার কাজ শুরু

খড়িবাড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : নিম্নমানের কাজের অভিযোগে গ্রামবাসীদের আন্দোলনের জেরে খড়িবাড়ি কাটিয়াজোতের পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তার কাজ প্রায় চার মাস ধরে বন্ধ ছিল। অবশেষে বিধায়কের হস্তক্ষেপে সোমবার থেকে সেই কাজ পুনরায় চালু হল। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের উদ্যোগে পথশ্রী প্রকল্পে ১ কোটি ৬ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা ব্যয়ে ২ কিলোমিটার ৯০০ মিটার গ্রামীণ রাস্তা তৈরি করার কাজ বিধানসভা নির্বাচনের আগে শুরু হয়েছিল। শুরুতেই প্রায় ২০০ মিটার পিচের রাস্তা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু পরের এক সপ্তাহের মধ্যেই রাস্তায় পিচের সেই আস্তরণ উঠে যায়। প্রতিবাদে জুন মাসে রাস্তার কাজ বন্ধ করে তুমুল বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। একাধিক বৈঠকের পর সোমবার ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মু এলাকায় এসে আন্দোলনকারী ও ঠিকাদারি সংস্থার সঙ্গে কথা বলেন।

হুংকার অশোকের

প্রথম পাতার পর

উন্নয়নের কাজ করছে। এটা সেই কাজের নমুনা?'

সন্ধ্যায় মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা চেয়ারম্যান গৌতম দেব সহ অন্য নেতা-কর্মীরা বন্ধ রেলগেটের সামনে পথসভায় যোগ দেন। গৌতম বলেন, 'এটা ব্যস্ত এলাকা। ছোট একটি আন্ডারপাস দিয়ে স্বাভাবিকভাবে আসা-যাওয়া মুশকিল। আমরা রেলগেট বন্ধের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছি। আজ সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথাও বলেছি। আন্দোলন ধাপে ধাপে এগিয়ে যাবে।'

অশোক সকালে বলছিলেন, 'রেল সাধারণ মানুষকে পুনর্বাসন না দিয়েই উচ্ছেদ করতে চাইছে। আমরা রুখে দাঁড়িয়েছি। এবার ফুলেশ্বরী এলাকার মানুষের রোজগার কেড়ে নিতে দেব না। শুনছি, মহাবীরস্থান বাজারেও নাকি রেলগেট তোলা হবে, সেখানেও রুখে দাঁড়াব।'

বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি সোচ্চার হলেও মন্ত্রী শংকর ঘোষ মন্তব্য করতে চাননি। ঘনিষ্ঠ মহলে অবশ্য তিনি অশোকের বক্তব্য নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেছেন। ধারেকাছে আন্ডারপাস কিংবা ওভারব্রিজ থাকলে রেলগেট তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত সারা দেশজুড়েই নিয়েছে রেল। ঘনিষ্ঠদের কাছে শিলিগুড়ির বিধায়ক নাকি বলেছেন, মন্ত্রকের পদক্ষেপে কীভাবে রাজ্যের একজন মন্ত্রী বাধা দিতে পারেন? আন্ডারপাসে জল জমা কিংবা গর্তের কারণে সৃষ্ট সমস্যা নিয়ে উদ্বেগও প্রকাশ করেন পর্যটনমন্ত্রী। এব্যাপারে তিনি রেলের সঙ্গেও কথা বলেছেন। সাধারণ মানুষের বিপাকে পড়তে হয়, এমন কাজ তিনি কোনওদিন চান না বলেই তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি।

এসজেডিএ সূত্রে খবর, পুজোর আগে অস্থায়ীভাবে আন্ডারপাস ও আশপাশে থাকা গর্তগুলি মেরামত করা হবে। পরবর্তীতে পুরো রাস্তা ও এলাকার নিকাশিব্যবস্থা সংস্কার করবে সংস্থা। এজন্য ডিপিআর তৈরি করে টেন্ডার ডাকা হবে। তবে, ভোগান্তি কমাতে উচ্চতা ও প্রস্থ বাড়াতে হলে নতুন করে আন্ডারপাসটি তৈরি করতে হবে। সেটা কি অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব, সেই প্রশ্নে কর্তারা মন্তব্য করেননি। এব্যাপারে প্রশাসনের তরফে এখনই কিছু ভাবা হচ্ছে না। প্রশাসনের তরফে বিধায়ককে একটি রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, সমস্ত ধরনের গাড়ি সহজভাবে যাতায়াত করছে। আধিকারিকরা পরিদর্শনের সময় বিজেপির ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর প্রসেনজিৎ পাল ছিলেন।

মাঝেমধ্যেই গাড়ি চলাচল ধীরগতিতে হয়ে যাওয়ায় যানজট তৈরি হচ্ছিল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সকাল থেকে আন্ডারপাসে সিভিক ভলান্টিয়ার ও ট্রাফিক পুলিশকর্মী ছিলেন। এক বাসচালক বললেন, 'প্রথমে তো ভেবেছিলাম ঢুকতেই পারব না। তবে, টার্নিংয়ের জন্য পর্যাপ্ত জায়গার যথেষ্ট অভাব রয়েছে।' স্কুটারচালক অয়ন রায়ের দাবি, 'এখন তো এটাই রাস্তা। যাওয়া-আসার আলাদা পথ বোঝাতে শুরু আর শেষদিকে মাঝ বরাবর ট্রাফিকের বার লাগিয়ে দিলে ভালো হয়।'

পঞ্জাবে উত্তাল ক্যাম্পাস, আতঙ্ক নিয়েই বাড়িতে প্রাচীরা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : ছাত্রী নির্যাতনের অভিযোগে উত্তাল পঞ্জাবের একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস। শনি ও রবিবার দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখান পড়ুয়ারা। বহিরাগতরা ক্যাম্পাসে ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। এমনকি বিক্ষোভের রেশ এসে পড়ে জলন্ধর থেকে ফাগওয়াড়াগামী জাতীয় সড়কে। পথ অবরোধ করেন পড়ুয়ারা। এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে আটকে পড়েছিলেন শিলিগুড়ির একাধিক পড়ুয়া। ভিনরাজ্যে পড়তে গিয়ে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আচমকা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার দুশ্চিন্তায় ছিলেন অভিভাবকরাও। সোমবার তিনজন পড়ুয়া কোনওরকমে পঞ্জাব থেকে বাড়ি ফিরেছেন। আরেক পড়ুয়া সবে রওনা দিয়েছেন।

হাকিমপাড়ার লাবণি ঘোষ, শান্তিনগরের প্রাচী দে এবং নিষ্ঠা দাস ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিটেক পড়তে গিয়েছিলেন। তাঁরা একসঙ্গে বাড়ি ফিরেছেন। তবে আতঙ্ক এখনও কাটেনি। তাঁরা তাঁদের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা জানাতে গিয়ে এখনও শিউরে উঠছেন। লাবণির কথা, 'পড়াশোনা করতে গিয়ে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে ভাবতেও পারিনি। ইন্টারনেট বন্ধ ছিল। পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছিলাম না। সোমবার ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ এক স্থানীয় ব্যক্তির সাহায্যে আমরা তিন বান্ধবী মিলে ট্রেনে দিল্লি যাই। এরপর সেখান থেকে ফ্লাইটে করে বাগডোগরা এসেছি।'

নিষ্ঠা বলেন, 'মনে হচ্ছিল যে কোনও সময় মারা যেতে পারি। অনেক পড়ুয়া বহিরাগতদের হামলায় আহত হয়েছে। ক্যাম্পাসের ভেতরে পরিস্থিতি এতটা ভয়াবহ হওয়ার পরেও পুলিশকে সেভাবে কোনও ভূমিকা নিতে দেখা যায়নি।' ঘটনার কারণ সম্পর্কে প্রাচী বলেন, 'কলেজের এক ছাত্রীর সঙ্গে কী হয়েছে, সেই সত্যিটা জানার জন্য পড়ুয়ারা কর্তৃপক্ষের কাছে সিসিটিভি ফুটেজের দাবি জানিয়েছিল। এই নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পড়ুয়াদের কথা কাটাকাটি হয়। আচমকা বহিরাগতরা ঢুকে পড়ে ক্যাম্পাসে হামলা চালায়। বহিরাগতরা গুলি চালাচ্ছিল। বিভিন্ন জিনিসে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। পড়ুয়াদের ল্যাপটপ, মোবাইল ছিনিয়ে নিয়েছে। ভাঙচুর করেছে। খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে আতঙ্কে আমরা রুমের ভেতরে লাইট বন্ধ করে বসে ছিলাম।'

ভিনরাজ্যে ছেলেমেয়েরা আটকে পড়ায় চিন্তায় ছিলেন বাবা-মায়েরাও। বিপুল দে নামে এক অভিভাবক বলেন, 'কয়েক মাস আগে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির জন্য কলেজের পড়াশোনায় ক্ষতি হয়েছিল। অনলাইনে ক্লাস করতে হয়েছে। এখন আবার ক্লাস সাসপেন্ড রয়েছে। ক্যাম্পাসে আবার মেয়েকে পাঠাব কী করে, চিন্তায় রয়েছি।' কিংশুক ভৌমিক নামে এক পড়ুয়া পঞ্জাব থেকে বাড়ির পথে রওনা দিয়েছেন বলে ফোনে জানিয়েছেন।

বিক্ষোভ দেশজুড়ে

প্রথম পাতার পর

তাঁদের অনেকে জ্ঞানেশের মুখের মতো মুখোশ পরেছিলেন। কারও হাতে ছিল ধাতব শিকল। পরে বেশ কয়েকজনকে আটক করে পুলিশ। বিক্ষোভস্থলে কেন্দ্রীয় বাহিনীও মোতায়েন করা হয়।

মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জেলায় এসআইআর-এ অনিয়মের অভিযোগ তুলে পথে নামে কংগ্রেস। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, তেলেঙ্গানা, গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরল ও ঝাড়খণ্ডেও বিক্ষোভ হয়েছে। কোথাও কুশপুতুল পোড়ানো হয়, কোথাও স্লোগান ওঠে জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে। লখনউতে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে আটক হন সমাজবাদী পার্টির কর্মীরাও। রাজস্থানের জয়পুরে পুলিশকে জলকামান ব্যবহার করতে হয়।

জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের অভিযোগের পাশাপাশি ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার প্রশ্নটি নতুন করে চর্চায় আসছে। দিল্লির বেলা এস্টেটে গিয়ে রাহুল গান্ধি সোমবার যমুনা তীরের বাসিন্দাদের কাছে ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম সম্পর্কে জানতে চান। এরপর ফোনে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলেন। সমাজমাধ্যমে তিনি দাবি করেন, বেলা এস্টেটে বসবাসকারী ৭২৮ জনের মধ্যে এসআইআর-এর পর ভোটার তালিকায় মাত্র একজনের নাম রয়েছে। বাকি ৭২৭ জনের নাম বাদ পড়েছে।

২০২৪ সালের লোকসভা এবং ২০২৫ সালের দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে তাঁরা ভোট দিয়েছিলেন। ২০২৩ সালে ঘরবাড়ি ভেঙে দেওয়া হলেও তাঁরা এলাকা ছেড়ে যাননি। রাহুলের দাবি, 'বাড়ি আছে কী নেই, তার সঙ্গে ভোটাধিকারের সম্পর্ক নেই।' রাজ্যসভা সাংসদ কপিল সিবাল অভিযোগ করেছেন, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনকে জবাবদিহি করতে হবে। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পি চিদম্বরম দেশজোড়া আন্দোলনের পক্ষে সরব।

রাজধানীর অন্য প্রান্তে আলাদা কর্মসূচি নেয় বাম দলগুলি। সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবির নেতৃত্বে একেজি ভবন থেকে দিল্লির গোল মার্কেটে শহিদ ভগৎ সিংয়ের মূর্তির দিকে মিছিল হয়। ভগৎ সিংয়ের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত ওই কর্মসূচির মূল সুর ছিল ভোটাধিকার এবং গণতন্ত্র রক্ষার দাবি। বেবির কথায়, 'মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদে থাকার অধিকার জ্ঞানেশ কুমারের নেই।'

দিল্লির রাজপথে আন্দোলন আরও বড় করার প্রস্তুতি নিচ্ছে আইসা। আইসা'র জাতীয় সভাপতি নেহা বোরার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল সোমবার পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় যায়। ২ অক্টোবর যন্তরমন্তরে জ্ঞানেশের পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভের জন্য পুলিশের কাছে 'ইনটিমেশন লেটার' জমা দেওয়া ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ, সমাজকর্মী যোগেন্দ্র যাদব, শিক্ষাবিদ নন্দিনী নারায়ণ, আরজেডি সাংসদ মনোজ ঝা এবং সমাজকর্মী নিখিল দে।

উত্তরে আরও চার পলিটেকনিক

শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ পেতে চলেছে আরও চারটি পলিটেকনিক। রাজ্য সরকারের কারিগরি ভবন থেকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে তার জন্য জমি খুঁজতে বলা হয়েছে। প্রশাসনের তরফ থেকে জমি খোঁজার কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে কোচবিহারে দুটি পলিটেকনিকের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে দিনহাটা এবং মেখলিগঞ্জ মহকুমাকে। জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়িতে এবং দার্জিলিং জেলার দার্জিলিং সদরকে এই পলিটেকনিকগুলি স্থাপনের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা শাসকদের চিঠি দিয়ে জমি খোঁজার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক হরিশংকর পানিক্কর বলেছেন, 'পলিটেকনিকের জন্য দার্জিলিং সদরে জমি খোঁজা হবে। পলিটেকনিক হলে পাহাড়ের আরও অনেক ছেলেমেয়ে কর্মমুখী নানা কোর্স করতে পারবেন।'

কোচবিহার জেলার একেবারে পূর্বে মহকুমা দিনহাটা। সেখানে পলিটেকনিকের দাবি দীর্ঘদিনের। পলিটেকনিক হলে এলাকার ছেলেমেয়েরা উপকৃত হবেন বলে কোচবিহারের অনেকেই রাজ্যের মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিককে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। মেখলিগঞ্জেও পলিটেকনিক নেই। বর্তমানে পলিটেকনিকে পড়তে হলে সেখানকার ছেলেমেয়েদের হয় মাথাভাঙ্গা, নয়তো জলপাইগুড়ির উপর নির্ভর করতে হয়। সেদিক থেকে মেখলিগঞ্জে পলিটেকনিক হলে বাংলাদেশ সীমান্তঘেঁষা এই মহকুমার ছেলেমেয়েরা উপকৃত হবেন বলে জানিয়েছেন জলপাইগুড়ির বিজেপি সাংসদ জয়ন্ত রায়। তিনি ধূপগুড়িতে পলিটেকনিকের গুরুত্বের কথাও জানিয়েছেন।

সম্প্রতি ধূপগুড়ি পুরসভা হয়েছে। বিধানসভা ভোটের আগে তৃণমূল ধূপগুড়িকে মহকুমা ঘোষণা করেছিল। তারপরও সেখানে বিজেপি জিতেছিল। তারই ফল হিসাবে ধূপগুড়িকে এবার কিছু দেওয়ার পালা বলে সেখানকার বিজেপি নেতারা বলছেন। দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট বলছেন, 'পলিটেকনিক হলে পাহাড়ের ছেলেমেয়েরা নানাভাবে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারবেন।'

বই প্রকাশ

বাগডোগরা, ২৮ সেপ্টেম্বর : সোমবার বোদাগঞ্জের ভ্রামরী দেবী মন্দিরে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হল 'শক্তিপীঠ ত্রিস্রোতা ও দেবী ভ্রামরী' নামক নতুন বই। বইটির রচয়িতা শিবমন্দিরের শিলিগুড়ি বিএড কলেজের অধ্যাপক ডঃ সৌরভ দাস। এদিন মন্দির প্রাঙ্গণেই একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বইটির মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

ঘণ্টায় বাড়িভাড়ায় নিয়ম কই

প্রথম পাতার পর

দৈনিক বা ঘণ্টাপ্রতি টাকা আদায়ের পদ্ধতিতে ব্যবসা চলছে।

সোমবার পুরনিগমে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, বাণিজ্যিক নিয়মে কর আদায় তো দূর, শহরে কতগুলি এবং কোথায় কোথায় রয়েছে ওই বাড়ি আর ফ্ল্যাটগুলি— সেই তথ্যটুকু নেই প্রশাসনের কাছে। অন্যদিকে, গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রেসিডেন্সিয়াল থেকে কমার্সিয়াল করার ক্ষেত্রেও পঞ্চায়েত সমিতিকে চিঠি দিতে হয়। শিলিগুড়ি মহকুমার পঞ্চায়েত সমিতিগুলির কাছেও এ ধরনের তথ্য পাওয়া যায়নি।

সেবক রোডের একটি মলের কাছে বাড়িভাড়ার বিষয়টি দেখাশোনা করেন কিরণ সুব্বা। তাঁর যুক্তি, 'এখনও অবধি পুরনিগম বা পুলিশের কাছে সরাসরি তথ্য জমা দেওয়া বা বাড়ি বাণিজ্যিকীকরণের নিয়ম জানানো হয়নি। যে অ্যাপের মাধ্যমে আমরা ঘর দিচ্ছি, তারা রেজিস্ট্রেশনের সময় শুধু অ্যাড্রেস প্রুফ আর প্যান কার্ড চেয়েছিল। ট্রেড লাইসেন্সও অপশনাল। নিয়ম যেভাবে জানানো হবে, সেভাবেই আমরা কাজ করব।' একই বক্তব্য তরিবাড়ির হিমাংশু শা'র। বললেন, 'কোথাও তো আমাদের বলা হয়নি, রুম কমার্সিয়াল করতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই আমরা ভাড়ায় খাটাচ্ছি।'

শুধু কি প্রশাসনের রাজস্ব ক্ষতি? নিরাপত্তার দিক থেকে দেখা গেলে, বিষয়টি উদ্বেগেরও। এদিন খবর প্রকাশের পর নড়েচড়ে বসেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। কোন কোন জায়গায় এভাবে বাড়িভাড়া দেওয়া হচ্ছে, কারা আসছেন-যাচ্ছেন ইত্যাদি খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। প্রশ্ন হল, এক বছরেরও বেশি সময় ধরে এ ধরনের ব্যবসা চললেও এত দেরিতে কেন ঘুম ভাঙল পুলিশের?

পুলিশকর্তারা স্বীকার করলেন, ওই বাড়ি-ফ্ল্যাটের মালিকরা ব্যক্তিগতভাবে তো নয়ই, যে অ্যাপের মাধ্যমে বুকিং হয়, তারাও অফিশিয়ালি কিছু জানায়নি স্থানীয় থানাকে।

যদি কোথাও কখনও বেআইনি বা অপরাধমূলক কার্যকলাপ হয়, তখন তদন্তে নেমে নাকানিচোবানি খাওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। অতীতে শহরে বাড়িভাড়া নিয়ে বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যকলাপের ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করেছে অভিযুক্তরা। ঘণ্টাপ্রতি ভাড়ায় ঘর পাওয়া দুষ্কৃতীদের কাছে সুবর্ণ সুযোগ বলেই মনে করছেন পুলিশকর্তারা। এদিন কমিশনারেটের এক কর্তা বললেন, 'আমরা বাড়ি, ফ্ল্যাটগুলিকে চিহ্নিত করব। ভাড়া দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কী নথিপত্র রয়েছে, সেটাও খতিয়ে দেখা হবে।'

এদিকে সাধারণ বাড়িভাড়া কিংবা হোটেলের তথ্য পুলিশ-প্রশাসনের কাছে কতটা থাকছে, সে নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। পুলিশের এক কর্তা বলছিলেন, 'এমন বহুক্ষেত্রে দেখা যায়, মালিক ভাড়াটিয়ার তথ্য দিয়ে গিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু ভাড়াটিয়া আবার অন্য একজনকে সেই জায়গা ভাড়ায় দিয়ে রেখেছেন। অথচ, তৃতীয় ব্যক্তির তথ্য আমাদের কাছে নেই।' সম্প্রতি একাধিক ব্রাউন সুগার পাচারকারীকে ভাড়াবাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করার সময় দেখা গিয়েছে, তার সেখানে বসবাস সংক্রান্ত তথ্য পুলিশের কাছে ছিল না।

চারশোজনের একটি তালিকা রয়েছে পুলিশের কাছে। তাতে গ্রেটার হোটেলিয়ার্স ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের একশো আশি জন সদস্যের পাশাপাশি অন্য হোটেল মালিকরাও যুক্ত। রয়েছেন হোমস্টে মালিকরাও।

অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক উজ্জ্বল ঘোষের দাবি, 'অতিথিদের আইডি প্রুফ সহ যাবতীয় তথ্য পোর্টালে আপলোডের সময় সমস্যা হলে অনেকে মেসেজ করেন। গ্রুপে নানা ধরনের রিপোর্ট দেওয়া হচ্ছে। তবে, নিয়মিত কতজন পোর্টালে তথ্য আপলোড করছে, তা নির্দিষ্টভাবে বোঝা সম্ভব নয়।' একই যুক্তি শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের এক কর্তার। বললেন, 'সবাই নিয়ম মানছে কি না, সেটা যাচাইয়ের জন্য মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন হোটেলে অভিযান চালানো হচ্ছে।'

অর্থাৎ, নজরদারিতেও বিস্তর ফাঁকফোকর রয়ে যাচ্ছে।

নিয়মের ফাঁক গলে যদি কোনও দুষ্কর্ম হয়, দায় কে নেবে? প্রশ্ন তুলুক পাঠক।

তৃণমূলের বিবাদে

প্রথম পাতার পর

বেঞ্চ তৃণমূলের দুই পক্ষের বক্তব্য চার সপ্তাহের মধ্যে শোনার নির্দেশ দেয়। তারপর তিন মাসের মধ্যে তৃণমূলের প্রকৃত নাম ও প্রতীক কার হাতে থাকবে- সেই সিদ্ধান্ত নিতে বলে। প্রধান বিচারপতি ছাড়াও ওই বেঞ্চে আছেন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি ভি মোহনা। নির্বাচন কমিশন অবশ্য বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য আরও সময় চেয়েছিল।

কমিশনের আইনজীবী ডি শেষাদ্রি নাইডু আদালতে যুক্তি দেন, 'প্রতীক সংক্রান্ত এই মামলায় দলীয় কর্মীদের কাছ থেকে প্রচুর হলফনামা আসবে। তাই প্রক্রিয়াটি সময়সাপেক্ষ।' অতীতে এই ধরনের মামলায় কেমন সময় লেগেছে, তার একটি তালিকা তিনি সুপ্রিম কোর্টে পেশ করেন। প্রায় একইভাবে সময় চায় ঋতব্রত শিবির। ওই পক্ষের আইনজীবী মুকুল রোহতগি কমিশনের কাছে বক্তব্য জানানোর জন্য ছয় সপ্তাহ সময় চেয়েছিলেন।

মমতা শিবিরের আইনজীবী কপিল সিবাল ও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য জানান, তাঁদের হলফনামা গত জুলাইয়েই জমা পড়ে গিয়েছে। তাঁরা দুজনই মামলাটির দ্রুত নিষ্পত্তির পক্ষে সওয়াল করেন। দু'পক্ষের বক্তব্য শোনার পর নির্দেশ দেওয়ার আগে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী বলেন, 'তিন মাসের মধ্যে কেন সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়? প্রয়োজন হলে নির্বাচন কমিশন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্য নিতে পারে।' আদালত মনে করিয়ে দেয়, তৃণমূলের দুই শিবিরের এই বিরোধ নির্বাচন কমিশনের কাছে পৌঁছানোর পর তিন মাস কেটে গিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় পরে অবশ্য বলেন, 'এক মাসের মধ্যে যা জানানোর হলফনামা দিয়ে দু'পক্ষই জানাবে। তার তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন কমিশনকে সময় বেঁধে দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছি।' মমতাপন্থী শিবিরের বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, 'প্রতীক আমাদের। গোটা দেশ জানে জোড়াফুল প্রতীক মানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি কিছু গদ্দার নিয়ে বি টিম তৈরি করে জটিলতা তৈরি করেছে। কিন্তু আবেগের লড়াইয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'আদালত ঠিকই বলেছে, দ্রুত নিষ্পত্তি হোক। ঝুলিয়ে রাখবেন না।' বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের কটাক্ষ, 'তৃণমূল বলে এখন কিছু নেই। পুরোটাই অতীত। এখন প্রতীক পাওয়া নিয়ে বিবৃতি-পালটা বিবৃতি চলছে। যা নিয়ে মানুষের উৎসাহ নেই। আমাদেরও নেই।' ১৭ সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশনের অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশে 'অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস' নাম এবং 'জোড়াফুল' প্রতীক ফ্রিজ করে দেওয়া হয়।

বদলে উপনির্বাচনের জন্য মমতা শিবিরকে 'মমতা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস' নাম ও 'ফুটবল খেলোয়াড়' প্রতীক দেওয়া হয়। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরকে 'ডেমোক্র্যাটিক তৃণমূল কংগ্রেস' নাম ও 'খাম' প্রতীক বরাদ্দ করা হয়। কমিশনের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করেই শীর্ষ আদালতে মামলা করেছিলেন মমতা।

অন্যদিকে, ১০ বিধায়কের সদস্যপদ খারিজের আর্জির মামলায় মমতা শিবিরের আইনজীবী কপিল সিবাল আদালতে বলেন, 'দলত্যাগ সংক্রান্ত আবেদনের সিদ্ধান্ত দীর্ঘদিন ঝুলিয়ে রাখার প্রবণতা তৈরি হয়েছে। এই দেরির সুযোগে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী নিজেদেরই মূল রাজনৈতিক দল বলে দাবি করার পরিস্থিতি তৈরি হয়।' সুপ্রিম কোর্ট কোনও নির্দেশ না দিলেও ২০২০ সালের মেঘালয় মামলার রায় স্মরণ করিয়ে দেয়। ওই রায়ে বলা হয়েছিল, দলত্যাগের অভিযোগে বিধায়কপদ খারিজের আবেদন সাধারণত তিন মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করা উচিত।

ওই ১০ বিধায়ক হলেন খোদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি অরূপ রায়, ফিরহাদ হাকিম, সন্দীপন সাহা, শিউলি সাহা, আখরুজ্জামান, সাবিনা ইয়াসমিন, রথীন ঘোষ, বিপ্লব মিত্র এবং জাভেদ আহমেদ খান।

ভারতের নয়া মেডেল ব্যাংক অ্যাথলেটিক্স

জ্যাভলিন থ্রোয়ে রুপো জয়ের পর যশবীর সিং (বাঁয়ে)। ব্রোঞ্জ জিতে তেরঙা নিয়ে উচ্ছ্বাস রোহিত যাদবের। সোমবার নাগোয়ায়। ছবি : পিটিআই

জ্যাভলিনে 'টু থ্রি', ঊষার রেকর্ড ভেঙে ব্রোঞ্জ বিথ্যার ■ হকিতে শেষ চারে ভারত-পাক

নাগোয়া, ২৮ সেপ্টেম্বর : এবারের এশিয়ান গেমসে ভারত এখনও ৪৫টি পদক পেয়েছে। যার মধ্যে অ্যাথলেটিক্স থেকেই এসেছে ১৯টি। নিশ্চিতভাবে বলা যায়, এশিয়া সেরার মঞ্চে ভারতের নতুন 'মেডেল ব্যাংক' হয়ে উঠেছে অ্যাথলেটিক্স।

গত কয়েকদিনে সাওন বারওয়াল, মনপ্রীত কাউর, হরিতা ভদ্র, তেজস্বীন শংকররা অ্যাথলেটিক্স থেকে ভারতকে পদক এনে দিয়েছিলেন। সোমবার আরও আটটি পদক যোগ হল অ্যাথলেটিক্সের ঘরে। পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রোয়ে ভারতের সবচেয়ে বড় তারকা নীরজ চোপড়া ছিলেন না। তাঁর বদলে পদক জেতার দায়িত্ব ছিল রোহিত যাদব ও যশবীর সিংয়ের কাঁধে। 'টু থ্রি' করে দুইজনেই পোডিয়ামে জায়গা করে নিলেন। ষষ্ঠ প্রচেষ্টায় কেরিয়ারের সেরা ৮৫.৭২ মিটার ছুড়ে রুপো জিতে নেন যশবীর। চলতি বছরের কমনওয়েলথ গেমসেও ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন ২৪ বছরের এই জ্যাভলিন থ্রোয়ার। কনুইয়ের চোট সারিয়ে প্রত্যাবর্তনে ব্রোঞ্জ জিতে নেন রোহিত।

শুধু পদক জয়ই নয়, ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সের রানি পিটি ঊষার ৪২ বছর আগের জাতীয় রেকর্ড ভাঙলেন বিথ্যা রামরাজ। মহিলাদের ৪০০ মিটার হার্ডলসে ঊষা ১৯৮৪ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে ৫৫.৪২ সেকেন্ডে দৌড় সম্পূর্ণ করেছিলেন। এদিন বিথ্যা ব্রোঞ্জ জিততে সময় নিলেন ৫৪.৭৫ সেকেন্ড। গতবারের এশিয়াডে ঊষার রেকর্ড ছুঁয়েছিলেন বিথ্যা। এদিন কোয়েম্বাটোরের এই স্প্রিন্টার নিজের আদর্শকে টপকে গেলেন। উত্তরসূরিকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে এক্স হ্যান্ডলে ঊষা লিখেছেন, 'অভিনন্দন বিথ্যা। রেকর্ড তৈরিই হয় ভাঙার জন্য। আমি যে নজির গড়েছিলাম, সেটা পরবর্তী প্রজন্ম ভাঙছে-এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কিছু হতে পারে না। আমার দীর্ঘদিনের রেকর্ড বিথ্যা রামরাজ ভাঙল। স্পেশাল অনুভূতি।'

চতুর্থ প্রচেষ্টায় ৮.০৭ মিটার লাফানোর পর চোট পেয়েছিলেন মুরলী শ্রীশংকর। ফলে শেষ দুইটি জাম্প তিনি নিতে পারেননি। কিন্তু ৮.০৭ মিটারের সুবাদেই গতবারের এশিয়াডের মতো এবারও পুরুষদের লং জাম্পে রুপো জিতে নিলেন মুরলী শ্রীশংকর। কেরলের অ্যাথলিটের আগেই এবারের এশিয়ান গেমসে নিজের দ্বিতীয় পদক জিতে নেন পারুল চৌধুরী। গতকাল মহিলাদের ৩ হাজার মিটার স্টিপলচেজে ব্রোঞ্জ এসেছিল তাঁর। এদিন পারুল মহিলাদের ৫ হাজার মিটারে ব্রোঞ্জ পদক গলায় ঝোলান। দ্বিতীয়বার পোডিয়ামে দাঁড়িয়েছেন গুলবীর সিংও। পুরুষদের ১০ হাজার মিটারে রুপো এসেছিল তাঁর। সোমবার ব্যক্তিগত সেরা পারফরমেন্সে পুরুষদের ১৫০০ মিটারেও রুপোলি সাফল্যের স্বাদ পান গুলবীর। দৌড় শেষ করতে সময় নেন ৩ মিনিট ৩৬.৭২ সেকেন্ড। মহিলাদের ৪০০ মিটারে ৫৩.২১ সেকেন্ড সময় নিয়ে ব্রোঞ্জ জিতে নেন প্রাচী চৌধুরী।

দিনের সেরা চমক সীমা কুমারি। মহিলাদের ১০ হাজার মিটারে ব্রোঞ্জ জিতে নেন তিনি। অথচ তাঁর মা জানতেনই না যে, মেয়ে জাপানে এশিয়ান গেমস খেলতে গিয়েছে। টিভিতে দেখার পরই মেয়ের সাফল্যের কথা জানতে পারেন সীমার মা।

এদিকে, মহিলাদের লং জাম্পে চতুর্থ হওয়া শৈলী সিংয়ের জাজমেন্ট নিয়ে 'ক্যাস'-এর দ্বারস্থ হচ্ছে সর্বভারতীয় অ্যাথলেটিক্স সংস্থা। শৈলীর চতুর্থ জাম্পের মাপ ধরা হয় ৬.৪১ মিটার। অ্যাথলেটিক্স সংস্থার দাবি, এই মাপ ভুল দেখানো হয়েছে। তবে বাস্তব হল, এই মাপ সঠিক হলেও ব্রোঞ্জ জিততে পারতেন না শৈলী।

অন্যদিকে, বক্সিং থেকে নিশ্চিত হল আরও তিন পদক। সেমিফাইনালে উঠলেন লভলিনা বরগোহাঁই, প্রিয়া ঘাঙ্ঘাস ও কপিল পোখারিয়া।

সোমবার পুলের শেষ ম্যাচে ভারতীয় পুরুষ হকি দল ১০-০ গোলে চূর্ণ করেছে বাংলাদেশকে। অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং হ্যাটট্রিক করেন। ১ অক্টোবর সেমিফাইনালে ভারতের সামনে পাকিস্তান।

৪০০ মিটার হার্ডলসে ব্রোঞ্জ জিতে বিথ্যা রামরাজ (বাঁয়ে)। ১,৫০০ মিটার দৌড়ে রুপো জিতে গুলবীর সিং। এবারের এশিয়ান গেমসে এটি তাঁর দ্বিতীয় রুপো।

চার শুট-অফ বাঁচিয়ে রুপোর দখল এষার

আইচি, ২৮ সেপ্টেম্বর : ক্রিকেটে জোড়া সুপার ওভার একাধিক দেখেছেন দর্শকরা। সোমবার আইচিতে মোট পাঁচটি 'সুপার ওভার' খেলতে হল এষা সিংকে। শুটিংয়ের পরিভাষায় যাকে বলে 'শুটঅফ'। যেখানে চারটি শুটঅফ বাঁচিয়ে মহিলাদের ২৫ মিটার এয়ার পিস্তলে রুপো জিতলেন ২১ বছরের এষা।

শুটিংয়ে এদিন ভারত শুরুটা করে হতাশায়। ২৫ মিটার এয়ার পিস্তলের টিম ইভেন্টে ১৭২৭ স্কোর নিয়ে পঞ্চম স্থানে শেষ করেন মনু ভাকের-রাহি সার্নোবিত-এষা। যার নেপথ্যে দায়ী তারকা শুটার মনুর ব্যর্থতা ও অভিজ্ঞ সার্নোবিতের অবাক করা 'জিরো'। পিস্তল ইভেন্টে ৫টি করে শটের একটি সিরিজ হয়। চতুর্থ সিরিজে সার্নোবিত মাত্র ৩৯ স্কোর করেন। যার মধ্যে রয়েছে একটি জিরো। সার্নোবিতের এই ভুল ভারতীয় মহিলা দলের পদক জয়ের সম্ভাবনা শেষ করে দেয়। এই প্রসঙ্গে ২০১৮ সালের গেমসে সোনাজয়ী রাহি বলেছেন, 'কেরিয়ারে আগে এই রকম কখনও হয়নি। জানি না কীভাবে এটা হল।' রাহি ব্যক্তিগত যোগ্যতার্জন পর্বে ৩০ নম্বরে শেষ করেন। মনু ফাইনালে উঠতে ব্যর্থ হন। তবে ২১ বছরের এষা ৫৬৮ স্কোর নিয়ে ফাইনালের টিকিট আদায় করে নেন।

গতবারের এশিয়াডে রুপো জিতেছিলেন এষা। ২৫ মিটার পিস্তলে বর্তমানে তিনি বিশ্বের পয়লা নম্বর। ১০ মিটার ইভেন্টের ব্যর্থতা ভুলে এদিন ফাইনালে রাজকীয় মেজাজে শুরু করেন হায়দরাবাদের এষা। প্রথম সিরিজে পাঁচে পাঁচ আসে তাঁর। কিন্তু এরপরই পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকে এষার পদক ভাগ্য। ৪৫ শটের পর ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার কিম হিয়ন সুকের সঙ্গে এক জায়গায় ছিলেন এষা। দুইটি শুটঅফে কিম ও এষাকে আলাদা করা যায়নি। তৃতীয়টি ৩-২ পয়েন্টে জিতে রুপো জয়ের দাবিদার হয়ে ওঠেন এষা।

শেষ সিরিজে এষা চারটি হিট করেন। সোনাজয়ী চিনের জিয়াও জিয়ারুইজুয়ান তিনটি। এবার শুরু হয় সোনা জয়ের শুটঅফ। প্রথম (ফাইনালে এষার চতুর্থ) শুটঅফে দুইজনেই চারটি শট টার্গেটে রাখেন। পরের শুটঅফে ২-৩ ব্যবধানে হেরে এষাকে রুপো নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। রুপোর পদক গলায় নিয়ে এষা বলেছেন, 'এদিন আমি সত্যিই চাপে ছিলাম। কেরিয়ারের সবচেয়ে লম্বা ম্যাচ খেললাম। শেষদিকে হাত যেন জমে যাচ্ছিল।' এষার কোচ রৌনক পণ্ডিত বলেছেন, 'এষা রোজদিন ভোর পাঁচটায় উঠে অনুশীলন করেছে। এত পরিশ্রম তো পদক পাওয়ার জন্যই। এতকিছু করে যদি পদক না আসত তাহলে সব বিফলে যেত।'

'অচেনা' কুরাশে ব্রোঞ্জ পিঙ্কির

শুটিং, এষা সিং ভারতীয়দের কাছে যতটা পরিচিত, কুরাশ খেলাটা ততটাই অজানা। এহেন 'অচেনা' কুরাশ থেকে ভারতকে ব্রোঞ্জ এনে দিলেন পিঙ্কি বালহারা। ২০১৮ সালের এশিয়াডেও ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন তিনি। এদিন মহিলাদের ৫২ কেজি বিভাগে হাঁটুর চোট নিয়ে সেমিফাইনালে হারলেও ফের একবার পোডিয়ামে জায়গা করে নেন পিঙ্কি। এশিয়াডে দ্বিতীয় পদক জিতলেও ফাইনালে উঠতে না পারার হতাশা নিয়ে পিঙ্কি বলেছেন, 'কোয়ার্টার ফাইনালে হাঁটুতে চোট পেয়েছিলাম। কোয়ার্টারের মতো সেমিফাইনালেও কোরিয়ান প্রতিযোগীর বিরুদ্ধে খেলেছি। ও জানত, আমার হাঁটুতে চোট রয়েছে। সেই জায়গায়তেই বারবার অ্যাটাক করেছে। তাই আমি পেনাল্টিতে হেরেছি।'

পদক তালিকা

স্থান	দেশ	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ	মোট
১	চিন	১৩২	৫৩	৪৫	২৩০
২	জাপান	৪১	৬৮	৬৩	১৭২
৩	দক্ষিণ কোরিয়া	২১	২৬	৪৩	৯০
৪	কাজাখস্তান	১২	১৭	১৩	৪২
৮	ভারত	৪	২০	২১	৪৫

রুপো জয়ের স্বস্তি নিয়ে এষা সিং। সোমবার আইচিতে পিটিআইয়ের তোলা ছবি।

নাগোয়া থেকে খালি হাতে ফিরলেন মনু

ব্যর্থতার জন্য অব্যবস্থাকে দুষলেন শুটারের বাবা

নয়াদিল্লি, ২৮ সেপ্টেম্বর : প্যারিস অলিম্পিক থেকে জোড়া পদক এনে দিয়েছিলেন দেশকে। এবারের এশিয়ান গেমসেও মনু ভাকেরকে ঘিরে বড় প্রত্যাশা ছিল। তবে আইচি-নাগোয়া থেকে খালি হাতেই ভারতে ফিরলেন ২৪ বছর বয়সি হরিয়ানার শুটার। প্রতিযোগিতার মোট চারটি বিভাগে অংশগ্রহণ করলেও পদকের স্পর্শ পেলেন না মনু।

আইচি-নাগোয়া এশিয়াডের শুটিংয়ে ১০ মিটার এয়ার পিস্তলের একক ও দলগত এবং ২৫ মিটার পিস্তলের একক ও দলগত বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন মনু। এর মধ্যে ১০ মিটার এয়ার পিস্তলের একক বিভাগে ফাইনালে উঠেও পঞ্চম স্থানে শেষ করেন তিনি। দলগত বিভাগে ভারতীয় দল চতুর্থ স্থানে শেষ করে। ২৫ মিটার পিস্তলের একক বিভাগে বাছাই পর্ব থেকেই ছিটকে যান মনু। অপরদিকে ২৫ মিটার পিস্তলের দলগত বিভাগে এষা সিং, মনু ভাকের ও রাহি সার্নোবাত পঞ্চম স্থান অর্জন করেন। ২৫ মিটার পিস্তলের একক বিভাগে রুপো জিতে ভারতের মুখ রক্ষা করেছেন এষা।

২০২৩ হ্যাংঝৌ এশিয়ান গেমসে ভারতীয় শুটিং দল ৭টি সোনা সহ রেকর্ড ২২টি পদক জিতেছিল। সেই তুলনায় এবার এখনও পর্যন্ত মাত্র ১২টি পদক ভারতের ঝুলিতে এসেছে। যা বেশ হতাশাজনক। মনুর এই অপ্রত্যাশিত পারফরমেন্সের নেপথ্যে আয়োজকদের গাফিলতি এবং খারাপ পরিবেশকে দায়ী করেছেন তাঁর বাবা রামকিষান ভাকের। সংবাদমাধ্যমের কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেছেন, 'মনু নিজের জন্য যে মান নির্ধারণ করেছিল, সেই অনুযায়ী ফল করতে পারেনি। তবে ওর এই ব্যর্থতার জন্য আয়োজকদের চরম অব্যবস্থাও দায়ী। শুটিং রেঞ্জের কাছেই নর্দমার দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। যা অ্যাথলিটদের মনোযোগে মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। এছাড়া নাগোয়া শহর থেকে রেঞ্জের দূরত্ব প্রায় চার-পাঁচ ঘণ্টার। যাতায়াতেই ক্লান্ত হয়ে পড়লে কীভাবে সেরা পারফরমেন্স করবে অ্যাথলিটরা! জাপানের মতো দেশের আরও দায়িত্বশীল হওয়া উচিত ছিল।'

২৫ মিটার এয়ার পিস্তলের ফাইনালে উঠতে না পেরে হতাশ মনু ভাকের।

দুইদিন আগে বুলেট ট্রেনে চেপে টোকিও থেকে নিশিনে পৌঁছেছিলেন শ্রেয়স আইয়ার, ঈশান কিষান, যশ ঠাকুররা।

বুলেট ট্রেনের 'প্রেমে' মজে বিষ্ণোই

নিশিন, ২৮ সেপ্টেম্বর : সুমো, কুংফুর পাশে বেসবল, ফুটবল ক্রমশ জায়গা করে নিয়েছে জাপানে। সেখানে ক্রিকেট? দূরবিন নিয়ে খুঁজতে হবে স্যর ডন ব্র্যাডম্যান, গারফিল্ড সোবার্সদের খেলাকে। যদিও সেই জাপান, জাপানের বুলেট ট্রেনের প্রেমে পড়েছেন ভারতীয় স্পিনার রবি বিষ্ণোই।

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে এদিন ভেস্তে যাওয়া কোয়ার্টার ফাইনালের আগে ভালোলাগার কথাই শোনালেন বিষ্ণোই। বলেছেন, 'জাপানে আগে কখনও আসিনি। প্রথমবার। এখনও পর্যন্ত অভিজ্ঞতা বেশ ভালো। আশাকরি, গেমসের বাকি ম্যাচগুলিতে জাপানের ক্রিকেটপ্রেমীদের সামনে আমাদের সহজাত ক্রিকেট তুলে ধরতে পারব।' বহু চর্চিত বিদ্যুৎগতির বুলেট ট্রেন নিয়ে বিস্ময় আড়াল করেননি ভারতীয় লেগস্পিনার। বলেছেন, 'বুলেট ট্রেনে চড়ার প্রথম অভিজ্ঞতা এককথায় দুর্দান্ত। সত্যিই দ্রুতগতির। ঘণ্টায় প্রায় ৪০০ কিলোমিটার বেগে চলে! মাত্র ১ ঘণ্টা ১৩ মিনিটে চারশো কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েছি, এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে?' বাড়তি প্রাপ্তি এশিয়ান গেমস ভিলেজে কাটানো সময়, অভিজ্ঞতা। বিষ্ণোইয়ের কথায়, গতবার চিনের হ্যাংঝৌ এশিয়ান গেমসের সময়ও একইরকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল। বাকি অংশগ্রহণকারী দেশ, নিজের দেশের অন্যান্য ইভেন্টের ক্রীড়াবিদদের সঙ্গে গেমস ভিলেজে সময় কাটানোর স্মৃতি চিরকালীন।

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষপদে বুন

মেলবোর্ন, ২৮ সেপ্টেম্বর : ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার অন্তর্বর্তীকালীন চেয়ারম্যান হলেন ডেভিড বুন। বিগ ব্যাশ লিগে বিতর্কের জেরে বোর্ডের বার্ষিক সভায় মাইক বেয়ার্ড পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। বেয়ার্ডের শূন্যপদেই আসীন অস্ট্রেলিয়ার প্রথম বিশ্বকাপ জয়ী দলের তারকা ওপেনার।

দায়িত্ব পাওয়ার পর বুন বলেছেন, 'ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার অন্তর্বর্তী চেয়ারম্যান, বিশাল সম্মান আমার জন্য এবং একইসঙ্গে কঠিন দায়িত্বও। বিশ্ব ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার অগ্রগতির জন্য সবাই মিলে কাজ করতে চাই।' ২০২৫ সালে বুন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার প্রশাসনে যোগ দেন। তার আগে সামলেছেন তাসমানিয়া ক্রিকেটের বিভিন্ন দায়িত্ব। কাজ করেছেন আইসিসি ম্যাচ রেফারি হিসেবেও। এদিকে, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের (৯ অক্টোবর, ডারবান) জন্য দল ঘোষণা করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ১৮ সদস্যের যে প্রাথমিক দলে চোট কাটিয়ে প্রত্যাবর্তন ঘটেছে স্পিডস্টার কাগিসো রাবাদার।

শ্রেয়সদের সঙ্গে দেখা করলেন ঊষা

বৃষ্টিতে বাতিল ম্যাচ, সেমিফাইনালে ভারত

নিশিন (জাপান), ২৮ সেপ্টেম্বর : কোনও বল না খেলেই এশিয়ান গেমসের সেমিফাইনালে পৌঁছে গেল ভারতীয় পুরুষ দল। গত কয়েকদিন ধরে বৃষ্টিভেজা গোটা জাপান। ভারত-আফগানিস্তান এদিনের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচও যার হাত থেকে রেহাই পেল না। বাইশ গজে কোনও বল পড়ার আগেই ম্যাচ বাতিল। টি২০ র‍্যাংকিংয়ে আফগানিস্তানের (১০ নম্বর) থেকে এগিয়ে থাকার সুবাদে শেষ চারের টিকিট পেয়ে যায় ভিভিএস লক্ষ্মণের ভারত (১ নম্বর)। ১ অক্টোবর সেমিফাইনাল ভারত খেলবে মঙ্গলবার তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে শ্রীলঙ্কা-নেপাল বিজয়ী দলের বিরুদ্ধে।

ভারত-জাপান 'ফ্রেন্ডলি' ম্যাচেও বৃষ্টির প্রভাব। মাত্র ৫ ওভার করে খেলা হয়েছিল। ভারত শেষপর্যন্ত ২ রানে জিতলেও জাপানের প্রচেষ্টা চমক দেখিয়েছে। আফগানিস্তান মরিয়া ছিল এশিয়ান গেমসের মূল আসরে অঘটন ঘটাতে। যদিও সেই সুযোগ পাননি তারা। কয়েকদিন আগে দিল্লিতে টি২০ সিরিজে শক্তিশালী আফগানিস্তান টিমকে হেলায় হারানো শ্রেয়স আইয়ারদের এদিন কোনও ঘামই ঝরাতে হল না।

সকাল থেকেই সাদা কভারে মাঠ ঢাকা। ক্রিকেটাররা সাজঘরে। শেষপর্যন্ত যে পরিস্থিতির উন্নতি না ঘটায় ম্যাচ বাতিল করা ছাড়া রাস্তা খোলা ছিল না আম্পায়ারদের। দুই অধিনায়ক, দুই দল নিজেদের মধ্যে কুশল বিনিময় করে টিম হোটেলের পথে। শ্রেয়সরা ফের মাঠে নামবে বৃহস্পতিবার ফাইনালের টিকিট আদায়ের লক্ষ্যে। তার আগে সম্ভাব্য প্রতিপক্ষকে কিছুটা বুঝে নিতে চোখ থাকবে শ্রীলঙ্কা-নেপাল কালকের তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে। তবে ম্যাচ হওয়া নিয়ে শেষ কথা বলবে জাপানের চলতি আবহাওয়া।

ভারতের মতো না খেলে সেমিফাইনালে পাকিস্তানও। কোরোগি স্পোর্টস পার্কের অনুষ্ঠিত পাকিস্তান-হংকংয়ের প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচও ভেস্তে যায় কোন বল না খেলেই। হংকংয়ের (২৪ নম্বর) তুলনায় আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে এগিয়ে থাকার সুবাদে শেষ চারের টিকিট পায় পাকিস্তান (৬ নম্বর)। সেমিফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ-মালয়েশিয়ার মধ্যে বিজয়ী দল। সবকিছু ঠিকঠাক চললে ফাইনালে ফের ভারত-পাকিস্তান হাইভোল্টেজ ম্যাচের হাতছানি।

এদিন ম্যাচ বাতিলের পর ভারতীয় সাজঘরে এসে শ্রেয়স আইয়ার, জসপ্রীত বুমরাহদের কথা বললেন ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সের রানি তথা ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পিটি ঊষা। এশিয়ান গেমসের ভারতীয় দলের কোচ লক্ষ্মণ দলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। ঊষা বাড়তি সময় নিয়ে কথা বললেন নিজের রাজ্যের ক্রিকেট আইকন সঞ্জু স্যামসনের সঙ্গে। পাশে শ্রোতার ভূমিকায় বুমরাহ। পরে নিজের এক্স হ্যান্ডলে ঊষা লিখেছেন, 'ভারতীয় ক্রিকেট দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ। ভেরি ভেরি স্পেশাল। প্রত্যেকের সঙ্গে অনেক কথা হল। ওদের ক্রিকেটের প্রতি আবেগ, দায়বদ্ধতা আমাকে মনে করিয়ে দিল, কেন আমাদের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়ে আছে খেলাধুলো।'

ম্যাচ ভেস্তে যাওয়ার পর ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পিটি ঊষার সঙ্গে হ্যান্ডশেক বৈভব সূর্যবংশীর। পাশে ভিভিএস লক্ষ্মণ।

রোনাল্ডোকে ছাড়াই জয় পর্তুগালের

অসলো ও অগসবার্গ, ২৮ সেপ্টেম্বর : পুরো ৯০ মিনিট বেঞ্চে বসেই কাটালেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। পরিবর্ত হিসেবেও নামলেন না মাঠে। জাতীয় দলের জার্সিতে ১৮ বছরে এমন ঘটনা ঘটল। রবিবার রাতে অসলোতে উয়েফা নেশনস লিগের ম্যাচে নরওয়ের বিরুদ্ধে তাঁকে ব্যবহার করলেন না পর্তুগাল কোচ জর্জে জেসুস। তারপরও তাঁর দল ২-১ গোলে হারাল নরওয়েকে। ১৭ মিনিটে জোয়াও ফেলিক্স এগিয়ে দিয়েছিলেন পর্তুগালকে। নরওয়ের আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড সমতা ফেরান ৫১ মিনিটে। পর্তুগালকে ৫৪ মিনিটে জসূচক গোলটি এনে দেন রোনাল্ডোর জায়গায় সুযোগ পাওয়া গঞ্জালো র‍্যামোস। জেসুস যদিও ম্যাচের আগেই রোনাল্ডোকে বিশ্রাম দেওয়ার কথা বলেছিলেন। ম্যাচের পর তাঁর মন্তব্য, 'র‍্যামোস দারুণ খেলছিল। একটা গোল করেছে। সঙ্গে ওর একটা গোল বাতিলও হল। ফলে ওই সময় ওকে তুলে নেওয়াটা ঠিক হত না।'

ডাগআউটে বসে ম্যাচ দেখছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

অন্যদিকে, ঘরের মাঠে প্রথম ম্যাচেই হার হজম করতে হল জার্মানির নতুন কোচ জুরগেন ক্লপকে। তাঁর দল ০-১ গোলে হেরেছে গ্রিসের কাছে। প্রথমার্ধে বল পজেশনে ৮০ শতাংশ ছিল জার্মানির দখলে। তারপরও ডিফেন্সের ভুলে হারতে হয় তাদের। ক্লপ বলেছেন,

ঘরের মাঠে শুরুতেই হার ক্লপের

'জয় আর হারের মধ্যে ফারাক খুব বেশি কিছু নয়, যদি আপনি সঠিক পর্যালোচনা করতে পারেন।' অন্যদিকে, অধিনায়ক জোশুয়া কিমিচের মন্তব্য, 'কোচ একদম পরিষ্কার বলেছেন উনি কী চাইছেন। ফুটবলারদের সেটা মাঠে প্রয়োগ করতে হবে।'

ক্রিকেটে ফিরতে চলেছেন অভিষেক পোড়েল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর : বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস, হুমকির মতো নানা গুরুতর অভিযোগে বিদ্ধ হয়ে ৩৬ দিন জেলে কাটিয়েছেন অভিষেক পোড়েল। আর জামিন পাওয়ার পরই বাংলা দলের সঙ্গে অনুশীলনে নেমে পড়েছিলেন তিনি।

সব ঠিক মতো চললে এবার প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফিরতে চলেছেন অভিষেক। ১১ অক্টোবর থেকে দিল্লির বিরুদ্ধে রনজি ট্রফি অভিযানে নামছে বাংলা। তার আগে

অসমের বিরুদ্ধে অনুশীলন ম্যাচ বাংলার

আগামী বুধবার বাংলা দল যাচ্ছে গুয়াহাটি। সেখানে অসমের রনজি দলের বিরুদ্ধে চারদিনের অনুশীলন ম্যাচ খেলবে বাংলা দল। আজ সন্ধ্যায় সিএবিতে সেই অসম ম্যাচের দল ঘোষণা হয়ে গেল। অধিনায়ক সুদীপ চট্টোপাধ্যায়। স্কোয়াডে রয়েছেন অভিষেকও। বাংলা দলের অন্দরের খবর, বড় অঘটন না হলে ২-৫ অক্টোবরের ম্যাচেই মাঠে ফিরছেন অভিষেক।

আজ সকালেই ইরানি কাপে অবশিষ্ট ভারতীয় দলের কোচের দায়িত্ব পালনে কলকাতা থেকে দিল্লি হয়ে শ্রীনগরে পৌঁছে যাওয়া বাংলা দলের কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা রাতের দিকে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলছিলেন, 'অভিষেক খুবই প্রতিভাবান ক্রিকেটার। ও জামিন পাওয়ার পর মাঠে নামতে কোনও সমস্যা নেই। দিল্লির বিরুদ্ধে রনজি অভিযান শুরুর আগে একটা অনুশীলন ম্যাচের প্রয়োজন ছিল আমাদের। সেটাই হচ্ছে অসমের বিরুদ্ধে।'

গুয়াহাটিতে টিম ইন্ডিয়া ■ বিরাট বন্দনায় শুভমান

ম্যাচের সেরা হয়ে অবাক কুলদীপ

গুয়াহাটি, ২৮ সেপ্টেম্বর : এমনও হয়! এভাবে, এত সহজে, অনায়াসে রান করা যায়?

১৯ জুলাইয়ের পর ২৭ সেপ্টেম্বর। মাঝে সময়ের ব্যবধান প্রায় আড়াই মাস। এই আড়াই মাসের মধ্যে বিরাট কোহলি কোনও প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে খেলেননি। সময়ের ব্যবধানকে উড়িয়ে দিয়ে মাঠে ফিরেই এমন সাবলীল ব্যাটিং, অসাধারণ অপরাজিত শতরান করা খুব একটা সহজ কাজ নয় কখনই। কিন্তু কিং কোহলির ব্যাপারটাই আলাদা।

তিনি ব্যাট হাতে বিপক্ষের কাছে যেমন ত্রাস, ঠিক তেমনই কোহলির ব্যাটিং শাসন শুরু হলে ম্যাচের ভাগ্য চূড়ান্ত হতেও বেশি সময় লাগে না। গতরাতে গ্রিনফিল্ড স্টেডিয়ামে সেই দৃশ্য নতুনভাবে দেখে ফেলেছে দুনিয়া। একদিনের ক্রিকেটের ৫৫ নম্বর, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ৮৬তম শতরানের পর থেকেই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনের জোয়ারে ভাসছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীর থেকে শুরু করে অধিনায়ক শুভমান গিল, সকলেই মুগ্ধ কোহলি ম্যাজিকে। এমন মুগ্ধতা নিয়েই আজ তিরুবনন্তপুরম থেকে গুয়াহাটি পৌঁছে গেল ভারতীয় দল। টানা ক্রিকেট ও দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার পর মঙ্গলবার ভারতীয় দলের অনুশীলনে 'ছুটি' দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বুধবার চলতি সিরিজের দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচের আগে গুয়াহাটিতে কোহলি দর্শনের টিকিট নিয়ে ইতিমধ্যেই হাহাকার শুরু হয়েছে।

নিজের লক্ষ্য ইতিমধ্যেই স্থির করে ফেলেছেন বিরাট। ২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপ জিতেই পাকাপাকিভাবে ক্রিকেটকে অবসর জানাতে চান তিনি। আর তার আগে বাইশ গজের প্রতিটা মুহূর্ত চুটিয়ে উপভোগ করতে চান তিনি। কোহলি দর্শনের জন্য তাঁর সতীর্থরাও একইভাবে তৈরি। গতরাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে অনায়াসে ৮ উইকেটে হারানোর পর ভারত অধিনায়ক শুভমান দলের সিনিয়ার সতীর্থ বিরাটের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও আস্থার কথা শুনিয়েছেন। শুভমান বলেছেন, 'আগুনে ইনিংস। দুর্দান্ত ব্যাটিং।' ছক্কা মেরে হাফ সেঞ্চুরি। ছক্কা মেরে শতরান। জোড়া ছক্কায় দলের জয় নিশ্চিত করা বিরাটের ব্যাটিংয়ে মজে গিয়েছেন শুভমান। ভারত অধিনায়ক বলেছেন, 'বিরাটভাইয়ের সঙ্গে বাইশ গজে কাটানো একটা অভিজ্ঞতা। সবসময় ভরসা দেয়। আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়। অনায়াসে বলকে বাউন্ডারির বাইরেও পাঠিয়ে দেয় বিরাটভাই। নিজের ব্যাটিংকে ভিন্ন স্তরে নিয়ে যাওয়ার পাশে বিরাটভাই ব্যাটিং স্বাধীনতা চুটিয়ে উপভোগ করছে।' কেরিয়ারের দশম শতরান করে শুভমান আউট হয়ে গিয়েছিলেন। খেলার শেষ পর্যন্ত প্রিয় বিরাটভাইয়ের সঙ্গে থাকতে পারেননি বাইশ গজে। সেটা নিয়ে নিশ্চিতভাবেই আক্ষেপ রয়েছে শুভমানের। একইসঙ্গে তিনি জানতেন, কোহলি ম্যাচ শেষ করেই ফিরবেন।

ভারত অধিনায়ক শুভমানের মতোই কোহলি মুগ্ধতার আবেগে ডুবে রয়েছেন কুলদীপ যাদবও। টসে হেরে ব্যাটিং করতে নামার পর ক্যারিবিয়ান ব্যাটাররা আগ্রাসী শুরু করেছিলেন। দ্রুত বাড়ছিল রান। ওয়েস্ট ইন্ডিজের রানের গতি আটকানোর কাজ করে বিপক্ষ শিবিরে প্রথম ধাক্কা দিয়েছিলেন কুলদীপ। ৪০ রানে ৪ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরাও হয়েছেন তিনি। আর ম্যাচ সেরার পুরস্কার নিতে গিয়ে বিরাটকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন কুলদীপ। 'বিশু' জুটির বিস্ফোরক ব্যাটিং দেখার পর তিনি ম্যাচের সেরা হবেন, ভাবেননি টিম ইন্ডিয়ার রিস্ট স্পিনার। কুলদীপের কথায়, 'শুভমান ও বিরাট দুর্দান্ত ব্যাটিং করল। ওদের ইনিংসের জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। বিরাটদের এমন ব্যাটিং দেখার পর

গুয়াহাটিতে টিম বাসে বসে বিরাট কোহলি। সোমবার।

ম্যাচ সেরার পুরস্কার নিতে সত্যিই একটু অবাক লাগছে।'

কুলদীপের প্রতিভা, দক্ষতা নিয়ে কোনওদিনও সংশয় ছিল না ক্রিকেটমহলের। যদিও টিম ইন্ডিয়ার কোনও ফর্ম্যাটেই কুলদীপকে এখন নিয়মিত বলা যাবে না। দলের কম্বিনেশনের স্বার্থে প্রায়ই তাঁকে সাজঘরে বসতে হয়। কোচ গম্ভীরের পছন্দের তালিকাতেও তিনি উপরের দিকে নন। এমন অবস্থায় চার উইকেটের দুর্দান্ত স্পেলের পর কুলদীপ বলেছেন, 'একজন বোলার হিসেবে আমি ছন্দ ও বৈচিত্র্যে বিশ্বাস করি। বিপক্ষ ব্যাটারকে হতাশ করে উইকেট নিতে পছন্দ করি আমি। বিশ্বাস করি, একজন স্পিনারকে সবসময় বোলিংয়ে উন্নতি করে যেতে হয়। সেভাবেই এগিয়ে চলেছি আমি।'

অনুশীলনে চোট সারিয়ে সুস্থ হয়ে ওঠা সামির জেলজকোভিচ। তাঁর উপর বড় দায়িত্ব চাপতে চলেছে মঙ্গলবার।

আলাদিনকে রোখার দায়িত্বে আজ সামির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর : শেষ ম্যাচে প্রথম একাদশে বদল আনছেন প্যানাজিওটিস দিলম্পেরিস।

মঙ্গলবার নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র বিপক্ষে গ্রুপের শেষ ম্যাচ খেলতে নামছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। এদিন ম্যাচের একদিন আগেই হল কোচের জন্মদিন পালন। ছাত্রদের কাছে আইএফএ শিল্ড জয়টা উপহার হিসাবে চাইলেন কি না সেটা অবশ্য জানা যায়নি। কিন্তু গতবারের ট্রফি ধরে রাখার প্রথম হার্ডল হতে চলেছে মঙ্গলবারের ম্যাচই। ডুরান্ড কাপের সেমিফাইনালে শিলংয়ে জলমগ্ন মাঠে নির্ধারিত সময়ে গোলশূন্য থাকার পর ট্রাইব্রেকারে ম্যাচটা জেতে মোহনবাগান। তবে সেই ম্যাচে লম্বা সফর এবং ওরকম মাঠে বাড়তি পরিশ্রমের ধাক্কায় ২ দিনের মধ্যে ফাইনালে আর দাঁড়াতে পারেনি পানোসের দল। স্বাভাবিকভাবেই সেই না পাওয়ার ব্যথা নিয়ে আবারও মাঠে নামতে চলেছে মোহনবাগান। নর্থইস্ট ইউনাইটেডকে হারাতে পারলে সেমিফাইনালের জন্য মনোবল বাড়বে মোহনবাগানের। যা খবর তাতে ৫ অক্টোবর একইদিনে দুইটি সেমিফাইনাল এবং ৮ অক্টোবর হতে চলেছে শিল্ডের ফাইনাল। আগেই সেমিফাইনালের চার দল ঠিক হয়ে গেছে। খুব সম্ভবত পাঞ্জাব এফসি-র বিপক্ষে সেমিফাইনালে খেলবেন রাহুল ভেকে-শুভাশিস বসুরা। এদিন আবার সেই পাঞ্জাব এফসির হেড কোচ পাভলোস ডারমিতজাকিস ও

জিতে মনোবল বাড়াতে উদ্যোগী মোহনবাগান

শংকরলাল চক্রবর্তী এসে উপস্থিত মোহনবাগানে। ক্লাব তাঁবু ও মাঠ ঘুরে দেখলেন। ১ অক্টোবর থেকে ময়দান বন্ধ। ফলে একটা সেমিফাইনাল বারাসাতে এবং অন্যটি কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে হওয়ার কথা। তাই মাঠের অবস্থা দেখতে এসেছিলেন কেন সেটা স্পষ্ট নয়।

আর এক গ্রিক পানোস অবশ্য আপাতত নর্থইস্ট নিয়েই ভাবছেন। বিশেষত আলাদিন আজারেই আগের ম্যাচে বিশেষ কিছু করতে না পারলেও তিনিই মাথাব্যথা। আর সেই কারণেই সম্ভবত দলে পরিবর্তন হচ্ছে। জেমি ম্যাকলারেন এই ম্যাচে শুরুতে নয়। চোট সারিয়ে প্রথমবার মাঠে নামবেন সামির জেলজকোভিচ। তিনিই ডানদিকে থাকবেন আলাদিনকে আটকানোর দায়িত্বে। তিন ডিফেন্সের সঙ্গে উঠেনেমে খেলবেন সামির। তবে বাঁদিকে লিস্টন কোলাসোই সম্ভবত। মাঝে দীপক টাংরি ও অভিষেক সূর্যবংশী। একেবারে সামনে মিগুয়েল এবং তাঁর পিছনে দেজান ড্র্যাজিচ ও লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতের থাকার সম্ভাবনা। সবমিলিয়ে এই ম্যাচও জিতে সেমিফাইনাল খেলতে চায় মোহনবাগান।

আইএফএ শিল্ডে আজ
মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম নর্থইস্ট ইউনাইটেড
সময় : দুপুর ২.৩০ মিনিট
স্থান : কলকাতা
সম্প্রচার : ফ্যানকোড অ্যাপ

আন্সেলোত্তির কাছে প্রীতি ম্যাচ নয়

আজ থেকে অনুশীলনে ভারতীয় দল

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর : ভারতীয় দল কলকাতায় পা দেওয়ার পরও বাড়তি চাহিদা নেই টিকিটের।

এদিন দুপুরে প্রায় পৌনে একটা নাগাদ দল নিয়ে শহরে পৌঁছে গেলেন খালিদ জামিল। নিউটাউনের একটি নতুন পাঁচতারা হোটেলে উঠেছে দল। কারণ ওই হোটেলের খুব কাছেই সেন্টার ফর এক্সেলেন্স। যেখানে অনুশীলন করবেন আনোয়ার আলি-রায়ান উইলিয়ামসরা। পানামার সঙ্গে ১-১ ড্র করার পরেও অবশ্য বাড়তি আগ্রহ নেই দলকে ঘিরে। অনেকেই বলছেন, সময়টা সঠিক বাছাই করতে পারেনি অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। পুজোর ঠিক আগে মানুষের পক্ষে বাড়তি অর্থ খরচ করা যথেষ্ট কষ্টকর। ফলে টিকিটের চাহিদা যেমন নেই তেমনি নেই ভারতীয় দলকে নিয়ে আগ্রহও। এমনই অবস্থা যে, স্পনসরদের তরফে এদিন 'বাই ওয়ান, গেট ওয়ান' টিকিট দেওয়ার ঘোষণা করা হয়। এদিন বিমানবন্দর শুরুতে একেবারেই খালি ছিল। পরে কিছু মানুষ অবশ্য খানিকটা উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করলেন। এদিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিল দল। অনুশীলনে নামবে মঙ্গলবার থেকে। তাদের ৩ তারিখের প্রতিপক্ষ ব্রাজিল অবশ্য আপাতত অস্ট্রেলিয়ায়। এদিন প্রস্তুতি নিল মঙ্গলবারের দ্বিতীয় ম্যাচের। এদিন আবারও কার্লো আন্সেলোত্তি জানালেন, ২০২৮ কোপা আমেরিকা এবং ২০৩০ সালের বিশ্বকাপের দল তৈরিই আপাতত তাঁর প্রধান লক্ষ্য। তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, 'আমাদের কাছে প্রথম লক্ষ্য হল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ফুটবলারদের নিয়ে দল তৈরি করা। হয়তো আজকে যে ২৬ জন ডাক পেয়েছে তারাই সেরা নয়। কিন্তু আমরা কিছু কাজ করছি। তরুণ ফুটবলারদের দেখছি যারা ভবিষ্যতে দেশের প্রতিনিধিত্ব করবে। এমনও হতে পারে একজন ফুটবলার হয়তো ক্লাবের হয়ে ভালো খেলছে না, কিন্তু জাতীয় দলের ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজনে তাকে আমরা ডাকব।' তিনি অবশ্য অস্ট্রেলিয়া বা ভারতের বিপক্ষে যে দলগুলি সেগুলিকে প্রীতি ম্যাচ বলতে নারাজ। তিনি বলেন, 'আমার দলের ফুটবলার

> ব্রাজিল জার্সির একটা ওজন আছে। তাই আমাদের কাছে কোনওটাই প্রীতি ম্যাচ নয়। বিশ্বকাপ আর এই ধরনের ম্যাচ সবই এক।
> -কার্লো আন্সেলোত্তি

ও কোচিং স্টাফরা কেউই প্রীতি ম্যাচ খেলছে বলে মনে করছে না। একটা দেশের ফুটবলই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ, সেই রকম দেশের প্রতিনিধিত্ব করছি। ব্রাজিল জার্সির একটা ওজন আছে। তাই আমাদের কাছে কোনওটাই প্রীতি ম্যাচ নয়। বিশ্বকাপ আর এই ধরনের ম্যাচ সবই এক।'

মঙ্গলবার অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে খেলে ১ তারিখ কলকাতায় আসবে ব্রাজিল। প্রথম ম্যাচে হারের পরও অবশ্য ওই পরীক্ষানিরীক্ষার রাস্তা যে আন্সেলোত্তি ছাড়ছেন না, সেটা পরিষ্কার।

আজারবাইজানের ক্লাবে হুসেন

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর : ফারমিন খানের গল্পটা বোধহয় ঠিক আর পাঁচটা মুম্বইকরের মতো নয়। বরং একেবারেই কলকাত্তাইয়া মধ্যবিত্ত বাঙালির মতো ভেতো এবং ফুটবল প্রেমের গল্প। হ্যাঁ, ফারমিন নিখাদ বাঙালি এবং শহর কলকাতারই লোক। আপাতত থাকেন মুম্বইতে।

নিজে ফুটবল-ক্রিকেট সবকিছুই খেলতেন। কিন্তু খেলোয়াড় না হয়ে পরিবারের চাপে হয়ে গেলেন চাকরিজীবী। কিন্তু ইচ্ছেটা থেকেই গিয়েছিল। তাই নিজের ভালোবাসাটা চালান করে দিলেন ছেলে হুসেন আব্বাসের মধ্যে। এখনকার বাচ্চাদের মধ্যে যেটা থাকে, সেটা আছে হুসেনের মধ্যেও। নিজের লক্ষ্যে স্থির। আর তাই শুধু ভালোবেসে খেলাই নয়, পেশাদার হওয়ার পথে প্রথম পদক্ষেপ রাখার কাজটাও করে ফেলেছে এই ১৩ বছর বয়সেই। আজারবাইজানের বিখ্যাত ক্লাব নেফসি পিএফকে ক্লাবের অনূর্ধ্ব-১৪ দলে জায়গা করে নিয়েছে সে। তিন বছরের চুক্তি তার সঙ্গে। জানুয়ারি মাসে বাকু পৌঁছাবে হুসেন। ওখানে আন্ধেরি অ্যাকাডেমির হয়ে আন্তর্জাতিক ইয়ুথ ফুটবল ফেস্টিভালে খেলতে গিয়ে নিফসি-র কর্তাদের নজরে আসে এই মিডিও। ফারমিন বলেছেন, 'একটু দ্বিধায় ছিলাম যে ছেলেকে এত দূর পাঠাব কি না! কিন্তু আমাদের অ্যাকাডেমির স্যর সাহস জোগালেন। তাছাড়া আজকাল ছেলে শুধু পড়াশোনা করবে, এটা ভাবাও ঠিক নয়। বরং যেটা ভালোবাসে সেটা করতে দিলে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হওয়ার সম্ভাবনা।'

পাঞ্জাব ম্যাচে হাবাসের ভাবনায় বিদেশিরাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ সেপ্টেম্বর : কলকাতায় অনুশীলনের মাঠ নিয়ে সংকটে ইস্টবেঙ্গল। যে কারণে সোমবার সকালে সুদূর কল্যাণী স্টেডিয়ামে গিয়ে মহড়া সারল লাল-হলুদ ব্রিগেড।

আইএফএ শিল্ডের ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল মাঠের বেহাল অবস্থা চোখে পড়েছে। ওই মাঠেই আবার বুধবার পাঞ্জাব এফসির বিপক্ষে ম্যাচ খেলবে লাল-হলুদ ব্রিগেড। ক্লাবের মাঠ খেলার উপযুক্ত রাখতে বিকল্প খুঁজছিল টিম ম্যানেজমেন্ট। এই মুহূর্তে

কল্যাণীতে অনুশীলন ইস্টবেঙ্গলের

নিউটাউনের এআইএফএফ সেন্টার অফ এক্সিলেন্সে প্রাকৃতিক ঘাসের মাঠে অনুশীলন করছে ভারতের মহিলা ফুটবল দল। মঙ্গলবার থেকে ওই মাঠেই ব্রাজিল ম্যাচের মহড়া শুরু করবে খালিদ জামিলের ভারত। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন সংলগ্ন দুইটি মাঠও ব্রাজিল ও উরুগুয়ের অনুশীলনের জন্য সাময়িকভাবে ক্লাবগুলিকে দেওয়া বন্ধ রাখা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে গত কয়েকদিন সেন্টার অফ এক্সিলেন্সে কৃত্রিম ঘাসের মাঠে অনুশীলন করছিল আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের ইস্টবেঙ্গল।

শিল্ডের ম্যাচের আগে প্রাকৃতিক ঘাসের মাঠে প্রস্তুতি সারতেই কল্যাণীকে বেছে নেওয়া। এদিন রিজার্ভ এবং সিনিয়ার দল মিলিয়ে মোট ৩০ জন ফুটবলারকে নিয়ে হাবাসের তত্ত্বাবধানে পাঞ্জাব ম্যাচের মহড়া সেরেছে ইস্টবেঙ্গল। উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর পাঠকদের আগেই জানানো হয়েছিল যে, শিল্ডে গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় তথা শেষ ম্যাচে আরও বেশি সংখ্যক সিনিয়ার ফুটবলারকে খেলানোর কথা ভাবছে লাল-হলুদ ম্যানেজমেন্ট। তা তো হচ্ছেই। সূত্রের খবর, সেই সঙ্গে দুই বিদেশিকেও পাঞ্জাব ম্যাচে দলে রাখতে পারেন হাবাস। ক্যালকাটা কাস্টমসের বিপক্ষে পাঞ্জাবের খেলা দেখার পরই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অবশ্য এই ম্যাচে হাবাস নিজে ডাগআউটে থাকবেন কি না তা এখনও নিশ্চিত নয়।

সোমবার সকালে প্রায় দুই ঘণ্টার পথ অতিক্রম করে কল্যাণীতে পৌঁছোয় টিম ইস্টবেঙ্গল। তবে সেখানকার মাঠের মান নিয়েও খুব একটা সন্তুষ্ট নন হাবাস। শুধু তাই নয়, বুধবার ম্যাচ। তার আগের দিন আবার কল্যাণী যেতে হলে, ফুটবলারদের ক্লান্তিও চিন্তার কারণ হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার কলকাতায় নিউটাউনের সেন্টার অফ এক্সিলেন্সের মাঠেই সকালে অল্প সময় গা ঘামাবেন লাল-হলুদ ফুটবলাররা। এদিকে, রবিবার মধ্যরাতে কলকাতায় চলে এসেছেন লাল-হলুদের পোলিশ স্ট্রাইকার লুকাস জোলিনস্কি।

পাঞ্জাব এফসি ম্যাচের প্রস্তুতিতে ইস্টবেঙ্গলের ড্যানি র‌্যামিরেজ।

বৃষ্টিতে বাতিল ম্যাচ, সেমিফাইনালে ভারত

নাগোয়া থেকে খালি হাতে ফিরলেন মনু

-খবর এগারোর পাতায়

উত্তরের খেলা

সেরা কৌস্তভ, সায়ন্তনী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি জেলা টেবিল টেনিস সংস্থার পরিচালনায় ও বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস সংস্থার (চ্যাপ্টার টু) তত্ত্বাবধানে রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সংঘে আয়োজিত আন্তঃস্কুল টেবিল টেনিসে ছেলেদের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল জিডি গোয়েঙ্কা স্কুলের কৌস্তভ চক্রবর্তী। রানার্স বরদাকান্ত স্কুলের রাজর্ষিপ্রতীম দত্ত। মেয়েদের এই বিভাগে চ্যাম্পিয়ন মার্গারেট স্কুলের সায়ন্তনী দাশগুপ্ত। রানার্স জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস স্কুলের ঈশিতা সরকার। ছেলেদের অন্য বিভাগে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স যথাক্রমে তেজস যোশি, তৃষাণজিৎ ঘোষ (প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি) এবং এসবি সিং, রিপায়ন মিত্র (ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি)। মেয়েদের অন্য বিভাগে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স যথাক্রমে কৃতিকা শৈব, দয়িতা রায় (প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি) এবং রিপর্ণা সাহা, বিবেষনা সাহা (ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি)। প্রতিযোগিতার সেরা খেলোয়াড় হিসেবে হিতাংশ আগরওয়াল, সাফিয়া সরকার ও খাওয়াংশ খান্দেওয়ালকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

সোনা অলকানন্দার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : সিকিমে রাজ্য পাওয়ার লিফটিংয়ে সোনা জিতলেন শিলিগুড়ির অলকানন্দা পাল বসু। তিনি মহিলাদের ৬৯ কেজি ওজন বিভাগে নেমেছিলেন। ৪-৬ অক্টোবর কৃষ্ণনগরে রাজ্য বেঞ্চ প্রেসে নামবেন অলকানন্দা। সেখানে চ্যাম্পিয়ন হলে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় নামার ছাড়পত্র পাবেন তিনি।

পদক নিচ্ছেন শিলিগুড়ির অলকানন্দা পাল বসু।

'ভালো কাজ কেউ মনে রাখে না'

পরবর্তী চেয়ারম্যানকে সতর্ক করলেন সানি

মুম্বই, ২৮ সেপ্টেম্বর : অজিত আগরকারের বিদায় আসন্ন।

৪ অক্টোবর মেয়াদ শেষ। তারপর নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান পদে নতুন কেউ আসতে চলেছেন। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে ইঙ্গিত পরিষ্কার। পালাবদলের এই সন্ধিক্ষণে পরবর্তী নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যানের প্রতি সতর্কবার্তা ভাসিয়ে রাখলেন সুনীল গাভাসকার। কিংবদন্তির মতে, চেয়ারে বসে অপ্রিয় অনেক সিদ্ধান্ত নিতে হয়। নির্বাচক কমিটির বাকি সদস্যদের চাপও থাকে। আগরকারের জায়গায় নতুন যেই আসুক, কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করবে তাঁর জন্যও।

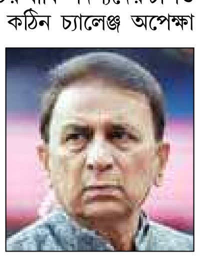

দৌড়ে রয়েছেন বর্তমান নির্বাচক কমিটিতে থাকা দুই প্রাক্তন ভারতীয় তারকা পার্থিব প্যাটেল ও প্রজ্ঞান ওঝা। সিনিয়ারিটির ভিত্তিতে পার্থিব কিছুটা এগিয়ে। গাভাসকার বলেছেন, 'রিপোর্ট যদি সত্যি হয়, তাহলে নিউজিল্যান্ডগামী ভারতীয় দল বেছে নেবে নতুন চেয়ারম্যানের নেতৃত্বাধীন কমিটি। চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিঃসন্দেহে সম্মানের। কিন্তু একইসঙ্গে সমালোচকদের টার্গেটও। ভালো কাজটা দ্রুত সবাই ভুলে যায়। তথাকথিত একটা-দুটো ভুল পদক্ষেপ নিয়ে তোলপাড় হয়! বারবার যা তুলে ধরে সমালোচনায় ক্ষতবিক্ষত করা হয়।'

সমালোচকদের একহাত নিয়ে গাভাসকারের আরও সংযোজন, 'নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে অনেকেরই স্বচ্ছ ধারণা নেই। জানেই না চেয়ারম্যানের ওপর দল নিয়ে সতীর্থ নির্বাচকদের চাপও সামলাতে হয়। অথচ, পুরো দায়টা সামলাতে হয় চেয়ারম্যানকে। সব সমালোচনার লক্ষ্যও হতে হয়।'

গাভাসকারের কথায়, রেহাই পান না অধিনায়করাও। এখন দল তৈরিতে অধিনায়কের মতামতও গুরুত্ব পায়। আর সেই সুযোগটা নিয়ে থাকে নির্বাচক কমিটির কেউ কেউ। পছন্দের কেউ বাদ পড়লেও নাম গোপন রেখে নিজেদের ক্ষোভ উসকে দেন মিডিয়ার কাছে। তৈরি হয় নতুন বিতর্ক। খেলোয়াড়দের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কও নষ্ট হয়েছে। কিংবদন্তির মতে, এক-আধবার নয়, এরকম ঘটনার উদাহরণ ভূরিভূরি আছে।

৪৫ ফুটবলারকে বিশেষ প্রশিক্ষণে সংগ্রাম-ষষ্ঠীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : মে মাসে দুন হেরিটেজ স্কুলের মাঠে শুরু হয়েছে ইস্টবেঙ্গল স্কুল অফ এক্সেলেন্স। সোমবার সকালে সেখানকার ৩৫ ফুটবল শিক্ষার্থীকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে গেলেন ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন খেলোয়াড় সংগ্রাম মুখোপাধ্যায়, অর্ণব মণ্ডল, সৌমিক দে, ষষ্ঠী দুলে ও কিংশুক দে। স্কুল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করে স্থানীয় ক্লাবের ১০ জন জুনিয়ার ফুটবলারও সেই ক্লাসে যোগ দেয়। সংগ্রাম এদিন তাদের গোলকিপিংয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ড্রিল করান। গোলরক্ষকের অবস্থান, বলের দিকে এগিয়ে যাওয়া, শট প্রতিহত করা ও গোলপোস্ট রক্ষার বিভিন্ন কৌশল দেখিয়ে দেন তিনি।

অন্যদিকে, প্রাক্তন মিডফিল্ডার ষষ্ঠী পাসিং ও বল নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেন। বিশেষ করে কখন পাস দিতে হবে, কীভাবে সতীর্থের জন্য জায়গা তৈরি করতে হবে এবং কীভাবে বলকে গোলের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি করতে হবে- এই সব বিষয়ে তিনি পরামর্শ দেন। ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন খেলোয়াড়দের থেকে সরাসরি শেখার সুযোগ পেয়ে ছাত্রছাত্রীরা উচ্ছ্বসিত ছিল। তাদের উচ্ছ্বাস বাড়িয়ে দুই মাসের মধ্যে আরও একবার দুন স্কুলে আসার আশ্বাস দিয়ে যান অর্ণব-সৌমিকরা।

অনুশীলনে নজর সংগ্রাম মুখোপাধ্যায়, অর্ণব মণ্ডল, সৌমিক দে, ষষ্ঠী দুলেদের।

কাবাডিতে চ্যাম্পিয়ন হয়ে কামাখ্যাগুড়ির শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজ।

চ্যাম্পিয়ন ক্ষুদিরাম কলেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৮ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের পুরুষদের আন্তঃ কলেজ কাবাডিতে চ্যাম্পিয়ন হল কামাখ্যাগুড়ির শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজ। সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলাঘরে ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৭-৬ পয়েন্টে ধূপগুড়ির সুকান্ত মহাবিদ্যালয়কে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ২৫-২৫ পয়েন্টে টাই হয়েছিল। ফাইনালের সেরা সুকান্তর সুমন রায়। প্রথম সেমিফাইনালে ক্ষুদিরাম ৩২-২৮ পয়েন্টে ময়নাগুড়ি কলেজের বিরুদ্ধে জয় পায়। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে সুকান্ত ৩২-২২ পয়েন্টে ফালাকাটা কলেজকে হারিয়েছে। পুরস্কার তুলে দেন পর্ষদের সচিব সুদীপ বসু, সুকান্ত মহাবিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক রতন মণ্ডল প্রমুখ। পর্ষদের তরফে জানানো হয়েছে, বুধবার মহিলাদের কাবাডি অনুষ্ঠিত হবে।

হাত বাড়ালেই
Suvida
গর্ভনিরোধক পিল
ESKAG PHARMA PRIVATE LIMITED
6290 900 900 / 8017 444 555

স্মরণে

মণিকা ঘোষ
জন্ম : ২৫/০৭/১৯৬৭
মৃত্যু : ২৯/০৯/২০২৫

তোমার অকাল প্রয়াণের বর্ষপূর্তিতে অশ্রুসিক্ত নয়নে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। তুমি বিনা আমরা কেউ ভালো নেই। ঈশ্বরলোকে তুমি ভালো থেকো। তোমার আত্মার শান্তি কামনায় - স্বামী : শংকর ঘোষ, পুত্র : সুমিত ঘোষ, পুত্রবধূ : সোনালি ঘোষ, নাতনি : সহেলী ও সুমেধা ঘোষ, কন্যা : সুস্মিতা ঘোষ, জামাতা : বিষ্ণুপদ ঘোষ, নাতনি : সায়নী ও সুচেতা ঘোষ ও তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিবর্গ।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন উত্তর দিনাজপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর দিনাজপুর - এর একজন বাসিন্দা প্রশান্ত কুমার সিংহ - কে 13.07.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 4 6 J 10196 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "মাত্র কটি দশ টাকা খরচ করে এক কোটি টাকার পুরস্কার জিততে পারাটা এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল। এটি আমার জন্য জীবনের সেরা পুরস্কার এবং আমার পরিবারের সদস্যদের জন্য একটি বড় আর্থিক উপহার, যারা এখনও এটি উপলব্ধি করতে ও মেনে নিতে পারছেন না।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।